উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৫,৯৬৭.৩৯ (-২৯.৪৭)
নিফটি : ২২,৯৪৫.৩০ (-১৪.২০)

গজলডোবা নিয়ে হুঁশিয়ারি খালেদা-পুত্রের
তিস্তার জলের ভাগ চেয়ে ভারতকে হুঁশিয়ারি, হুমকি দিয়েই চলেছে বাংলাদেশ। ভারতের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়ার ছেলে তারেক রহমান। » ৭

রেলের যুক্তি উড়িয়ে দিল আরপিএফ
রেল পুলিশের রিপোর্টে কার্যত নস্যাৎ নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় রেল কর্তৃপক্ষের দাবি। মৃতের সংখ্যাতেও রেলের দাবি আমল পায়নি। » ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৮°	২৯°	২৯°	২৯°
সর্বনিম্ন	১৫°	১৪°	১৪°	১৫°

একটি ম্যাচেই পরিবারকে পাবেন কোহলিরা » ১১

শিলিগুড়ি ৬ ফাল্গুন ১৪৩১ বুধবার ৫.০০ টাকা 19 February 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 271

উৎসব সবার। হুজুর সাহেবের মাজারে মোমবাতি জ্বেলে প্রার্থনা। মঙ্গলবার হলদিবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন অমিতকুমার রায়।

"আপনারা আবার বড় বড় কথা বলেন কী করে? একটা ধর্মকে বিক্রি করে তো খাচ্ছেন। মনে রাখবেন আমরা সব ধর্মকে সম্মান করি।

"যিনি হিন্দু ধর্মের কথা বলছেন, জেনে রাখুন আমিও কিন্তু ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। আমার বাবা স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন।

"মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম। এখন মৃত্যুকুম্ভ হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুকূপের মতো।

"বাংলায় মাফিয়াদের কোনও জায়গা নেই। সন্ত্রাসকারী, দাঙ্গাকারীদের আমরা জায়গা দিই না।

আমরা গর্বিত। কারণ, আমরা সনাতনী। আমরা হিন্দু।"

উনি তোষণের নামে হিন্দুসমাজকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা এখন অস্তিত্ব রক্ষার সংকটে।"

মহাকুম্ভের অপমান হিন্দুস্তান সহ্য করবে না। হিন্দুস্তান আপনাকে সবক শেখাবে।"

উনি সংবিধান মানেন না। গোটা রাজ্যে উনি একনায়কতন্ত্র চান। গোটা বাংলাকে শেষ করে দিয়েছেন।"

ধর্মের তর্জা বিধানসভায়

ভারসাম্যে মরিয়া মমতা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রের বঞ্চনা, রাজ্যের উন্নয়ন ইত্যাদি ছাপিয়ে বিধানসভা হয়ে উঠল ধর্ম নিয়ে তর্জার আসর। সুরটা সোমবার বেঁধে দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা। মঙ্গলবার গেরুয়া পাগড়ি ও 'গর্বের সাথে বলি আমি হিন্দু' লেখা টি-শার্ট পরা বিজেপি বিধায়কদের বিধানসভার লবিতে অবস্থান সেই সুরকে আরও জোরালো করে। সেই সুরের বিরোধিতা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীও জড়িয়ে গেলেন ধর্ম প্রসঙ্গে।

১ ঘণ্টা ২০ মিনিটের ভাষণে বিজেপির কাছ থেকে হিন্দুত্বের হাওয়া কেড়ে নিতে খরচ করলেন ৪৫ মিনিট। 'সব ধর্মকে সম্মান করি' বলেও নিজের হিন্দু পরিচয় প্রমাণে যেমন মরিয়া ছিলেন, তেমনই মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার জোরালো সওয়াল ছিল তাঁর মুখে। তাঁর বিধানসভা থেকে সাসপেনশনের সঙ্গে বাংলায় সরস্বতীপুজোয় বাধাদানের অভিযোগে মুলতুবি প্রস্তাব তুলতে না দেওয়াকে সোমবারই জুড়ে দিয়েছিলেন শুভেন্দু।

বিধানসভায় সরস্বতীপুজোর ছবি হাতে সোচ্চার মুখ্যমন্ত্রী।

মঙ্গলবারও তাঁর বক্তব্য ছিল, হিন্দুত্বের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে তিনি বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড হয়েছেন। নাম উচ্চারণ না করে 'বকবক নেতা' আখ্যা দিয়ে বিরোধী দলনেতার উদ্দেশে সেই অভিযোগের জবাব শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রীর মুখে। তিনি বলেন, 'আপনারা বড় বড় কথা বলেন কী করে? একটা ধর্মকে বিক্রি করে তো খাচ্ছেন।'

এরপর দশের পাতায়

মেরুকরণের ছকে শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে ধর্মের প্রাধান্যকে নিজের সাফল্য বলে বুক ফুলিয়ে প্রচার শুরু করলেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর কথায়, বিজেপির পাতা ফাঁদে পা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহাকুম্ভকে 'মৃত্যুকুম্ভ' বলে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে লুফে নিয়ে শুভেন্দু চড়া সুরে অভিযোগ করলেন যে, মহাকুম্ভ ও হিন্দুসমাজের প্রতি চরম অসম্মান করেছেন মমতা।

বিধানসভার ভেতরে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের পর নিজের বক্তৃতায় শাসক শিবিরকে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে তছনছ করতে বিরোধী দলনেতার পরিকল্পনা সোমবারই ভেস্তে গিয়েছিল অধ্যক্ষ তাঁকে সাসপেন্ড করায়। সেই নির্দেশকেও তিনি হিন্দুত্বের অপমানের সঙ্গে জুড়ে নিয়েছিলেন। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাসপেন্ডের নির্দেশ শুনে তিনি বলেছিলেন, এ রাজ্যে আনসারউল্লাহর সরকার চলছে। মুসলিম লিগ টু-র সরকার চলছে। রাজ্যজুড়ে জঙ্গির চাষ করছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মঙ্গলবার নিজের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী সেসব অভিযোগের যে জবাব দিয়েছেন, সেটাই তাঁর তুরুপের তাস বলে মঙ্গলবার দাবি করেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, 'রাজ্য বাজেটে ডিএ বাড়ানো, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বাংলার বাড়ির মতো তাঁর সরকারের টিআরপি বাড়ানোর মতো ঘোষণা নিয়ে আজ কোনও কথাই বলেননি।

এরপর দশের পাতায়

বিধানসভার বাইরে পালটা মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধছেন বিরোধী দলনেতা।

মাটিগাড়ায় এল সিবিআই

জার্মানদের টাকা হাতিয়ে ধৃত

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মাটিগাড়ার আইটি পার্কে আরও এক ভুয়ো কলসেন্টারের হদিস মিলল। আদতে কম্পিউটার সিস্টেম, ব্যাংক পরিষেবা সংক্রান্ত কাজে টেকনিকাল সাপোর্ট সার্ভিস হিসেবে ওই কলসেন্টার থেকে কাজ করা হত বলে দাবি করা হলেও আসলে যা করা হত তা জানলে যে কারও চোখ কপালে উঠতে বাধ্য। অনলাইন প্রতারণার জন্য এই কলসেন্টার থেকে জার্মানির বাসিন্দাদের টার্গেট করা হত। সিবিআইয়ের হিসেবে শুধুমাত্র ২০২১ সাল থেকে ২০২২ সালের মধ্যে জার্মানির বাসিন্দাদের প্রতারণা করে এই সেন্টার তাঁদের কাছ থেকে ৬,৪৬,০৩২ ইউরো হাতিয়ে নেয়। পরে ওই মুদ্রা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বদলে ফেলা হয়। ভারতীয় মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ৫ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। সিবিআই এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত এই কলসেন্টারের রাহুল শা-কে গ্রেপ্তার করেছে। দিল্লির আদালতে তুলে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে সিবিআই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। প্রতারণার জাল আরও কতটা বিস্তৃত হয়েছে তা এই সূত্রে আরও পরিষ্কার হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

মাটিগাড়া থানার পুলিশ গত নভেম্বরে এই আইটি পার্কে এমনই এক ভুয়ো কলসেন্টারের হদিস পেয়েছিল। সেখানকার প্রতারকরা মূলত ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দাদের টার্গেট করে প্রতারণার ফাঁদ পেতে বসেছিল বলে তদন্তে পরিষ্কার হয়। তবে যেভাবে সঙ্গীদের নিয়ে রাহুল জার্মানদের টার্গেট করেছিল তা তদন্তকারীদের বেশ ভাবাচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

প্রতারণার জাল

- জার্মানদের ফাঁদে ফেলে ইউরো হাতানোর ঘটনায় যুক্ত কলসেন্টারের হদিস
- মাটিগাড়ার আইটি পার্কে এই কলসেন্টারের অন্যতম মাথাকে সিবিআই গ্রেপ্তার করেছে
- জার্মানদের বোকা বানিয়ে ইউরো হাতিয়ে তা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বদলে ফেলা হত
- ২০২১ সাল থেকে ২০২২ সালে এভাবে ৬,৪৬,০৩২ ইউরো হাতিয়ে নেওয়া হয়

রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে প্রচুর অভিযোগ। এবারে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের (দাস) ডিভিশন বেঞ্চ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে রাজ্যকে রীতিমতো তুলোধোনা করলেন। বেঞ্চের মন্তব্য, 'বড়দিন এবং নতুন বছরে পার্ক স্ট্রিটে আলো জ্বালিয়ে খুবই গর্ববোধ করেন। আর রাজ্যের মানুষ ভুগছেন। একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রও ঠিকমতো চলছে না।' প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, '৫০ বছর ধরে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১০টি শয্যা রয়েছে। তার পরেও স্বাস্থ্যসচিব রিপোর্ট দিয়ে বলছেন, উন্নতি করা হয়েছে।' প্রধান বিচারপতি চেন্নাইয়ের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে এরাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার তুলনা করে বলেন, 'একবার আমার হোম টাউনে আসুন। চিকিৎসকরা কী করে দেখুন।'

চেন্নাইয়ের সঙ্গে তুলনা টেনে ব্যঙ্গ

১৯৬২ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর এলাকার এক ব্যক্তি স্থানীয়দের চিকিৎসা পরিষেবার জন্য ১০ বিঘা জমি দান করেন। পরবর্তীতে আরও ১০ বিঘা জমি দান করেছিলেন। কিন্তু এখন ওই জমিতে জলপ্রকল্প তৈরি করা হচ্ছে। রাজ্যের রিপোর্ট মঙ্গলবার আদালতে জমা পড়ে। তাতে জানানো হয়, ১৯৭৬ সালে সেখানে ১০ শয্যাবিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র করা হয়। এখন সেখানকার মানুষের জল সরবরাহ প্রকল্পের প্রয়োজন। এই রিপোর্ট দেখেই প্রধান বিচারপতি অসন্তুষ্ট হন। তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক সদিচ্ছার কারণে আমলাদের কাজ আটকে যায়। সুন্দরবনের মতো দ্বীপ এলাকার মানুষের জীবনযাপন কঠিন। নৌকা মানুষের একমাত্র ভরসা। অনেক মানুষ আছেন যাঁরা কলকাতাই দেখেননি।' বেঞ্চ রাজ্যের উদ্দেশে বলেন, 'সাধারণ মানুষের কথা ভেবে এটুকু কাজ তো করতে পারেন। আপনাদের আচরণ দুঃখজনক। যতক্ষণ না কড়া পদক্ষেপ হচ্ছে, ততক্ষণ কিছু করছেন না।'

শহরের জোড়া নদী ডাম্পিং জোন

সংস্কারেও বদলায়নি জোড়াপানি-ফুলেশ্বরী

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : কিছুদিন আগেই নদীতে ড্রেজার নামিয়ে নদী সংস্কার করেছিল সেচ দপ্তর। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই শিলিগুড়ি শহরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ফুলেশ্বরী ও জোড়াপানি নদীর সেই হতশ্রী চেহারা ফিরে এসেছে। বিশেষ করে ঘোগোমালি বাজারের কাছে সেতুর নীচ দিয়ে বয়ে যাওয়া জোড়াপানি নদীতে এখন এমন জঞ্জাল জমেছে যে জল আর সেখানে চোখে পড়ছে না। একই অবস্থা ফুলেশ্বরী নদীরও। নদী সংস্কারের পরে দেখভালের অভাবে সেগুলির দিকে এখন তাকানো যায় না।

শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা এই দুই নদীর ওপর একাধিক সেতু রয়েছে। ওই সেতুগুলির দু'পাশে তারজালির বেড়া দেওয়া হয়েছে যাতে কেউ আবর্জনা নদীতে ফেলতে না পারে। কিন্তু এতেও সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি। দুই নদীতে জমেছে জঞ্জালের স্তূপ। সেতুর ওপর যে অংশে জাল নেই সেখান দিয়ে অনেকে আবর্জনা ফেলছে। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'বেশ কয়েকটি জায়গায় বড় বড় তারজালির বেড়া সেতুর ওপর বসানো হয়েছে। যাতে কোনওভাবেই কেউ নদীতে আবর্জনা ফেলতে না পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কয়েকটি জায়গায় এর মধ্যে দিয়ে অনেকে আবর্জনা ফেলছে বলে খবর পেয়েছি।'

শিলিগুড়ি শহরের সুভাষপল্লি, কলেজপাড়া-রবীন্দ্রনগরের সংযোগকারী এলাকায়, রবীন্দ্রনগর, ঘোগোমালি এলাকার ওপর দিয়ে কোথাও বয়ে চলেছে ফুলেশ্বরী নদী, আবার কোথাও জোড়াপানি নদী। কিন্তু অধিকাংশ জায়গাতেই এখন নদীর নাব্যতা কমে জঞ্জালের স্তূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ বিগত কয়েক মাস আগে নদীগুলির সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছিল সেচ দপ্তর। সেচ দপ্তর সেই মাটি নদীর পাড়ে রাখার পর সেখান থেকে মাটি ও জঞ্জাল গাড়িতে তুলে তা ডাম্পিং গ্রাউন্ড কিংবা নীচু কোনও জায়গায় গিয়ে ফেলেছিল পুরনিগম। কিন্তু এতসবের পরেও নদীতে আবর্জনা কোনও অংশে কমেনি। ঘোগোমালি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রিপন সাহার বক্তব্য, 'এটা ঠিক যে আমাদের ব্যবসায়ীরা ধোয়া তুলসীপাতা নয়।

এরপর দশের পাতায়

আবর্জনায় অবরুদ্ধ জোড়াপানি নদী। ছবি : তপন দাস

"কয়েকটি জায়গায় বড় বড় তারজালির বেড়া সেতুর ওপর বসানো হয়েছে। যাতে কোনওভাবেই কেউ নদীতে আবর্জনা ফেলতে না পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কয়েকটি জায়গায় অনেকে আবর্জনা ফেলছে।

গৌতম দেব, মেয়র

রেল সেবা পুরস্কার পেল আলিপুরদুয়ার ডিভিশন

জলদশ্রী প্রকল্পে নজির

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ভূগর্ভস্থ জল সংরক্ষণে বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে আলিপুরদুয়ার ডিভিশন। জলদশ্রী প্রকল্পে নোনাই নদীর জল পরিস্রুত করে স্টেশন ও রেল কোয়ার্টার এলাকায় জল পরিষেবা দিচ্ছে। এমন বিশেষ নজির তৈরি করে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে পুরস্কৃত হয়েছে আলিপুরদুয়ার ডিভিশন। পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের পাঁচটি ডিভিশনের মধ্যে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের কমার্সিয়াল বিভাগ, অপারেটিং বিভাগ, অ্যাকাউন্ট বিভাগ ও আলিপুরদুয়ার ডিভিশনাল রেল হাইস্কুল পুরস্কার পেয়েছে।

সোমবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের ৬৯তম জোনাল রেলওয়ে সপ্তাহ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান হয়। সেখানে উত্তর-পূর্ব রেলের পাঁচটি ডিভিশনের মধ্যে বিশিষ্ট রেল সেবা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। লামডিং, রঙ্গিয়া, আলিপুরদুয়ার, কাটিহার, তিনসুকিয়ার মধ্যে নানা ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে একাধিক পুরস্কার পেয়েছে আলিপুরদুয়ার ডিভিশন। মঙ্গলবার বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলন করে সেই খবর জানালেন আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম। তিনি বললেন, '২০২৪ সালে ভালো কাজের জন্য আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের পাঁচটি বিভাগ পুরস্কার পেল। একাধিক রেলকর্মী পুরস্কৃত হয়েছেন।' এদিন ডিআরএম অফিসে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের এডিআরএম সাহেমলুং কামুই, সিনিয়ার ডিসিএম অভয় গণপত সনপ প্রমুখ।

পুরস্কার নিয়ে আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম ও রেলের অন্য আধিকারিকরা।

নদীর জল পরিস্রুত করতে উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তির সহযোগিতা নেওয়া হয়। সেই উদ্যোগকে জলদশ্রী প্রকল্প বলা হয়। নোনাই নদীর জল এই প্রকল্পের মাধ্যমেই রেল কলোনির বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বিশেষ পুরস্কার জিতেছে। অ্যাকাউন্ট বিভাগে যুগ্মভাবে কাটিহার ডিভিশনের সঙ্গে আলিপুরদুয়ার ডিভিশন সেরা পুরস্কার পায়। সব বিভাগে সুন্দরভাবে অর্থ বণ্টন করে এই পুরস্কার। কমার্সিয়াল বিভাগে রঙ্গিয়া ডিভিশনের সঙ্গে যুগ্মভাবে সেরা পুরস্কার পেয়েছে আলিপুদুয়ার ডিভিশন। লোডিং, আনলোডিং সহ টিকিটে ভালো উপার্জন করায় এই পুরস্কার। অপারেটিং বিভাগ ও জলদশ্রী পরিষেবা দুটি ক্ষেত্রেই লামডিং ডিভিশনের সঙ্গে আলিপুরদুয়ার ডিভিশন যুগ্মভাবে সেরা হয়েছে। অবশ্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের সেরা বিদ্যালয়ের শিরোপা এককভাবেই পেয়েছে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে হাইস্কুল।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগে ভালো কাজের সুবাদে সেরা পুরস্কার পান হিমাদ্রিশেখর হালদার। ইঞ্জিনিয়ার বিভাগে পুরস্কৃত বিষ্ণু প্রসাদ, অমিতকুমার রাই, নবেন্দু সেন। মেকানিক্যাল ও অপারেটিং বিভাগে যথাক্রমে সৌমেন্দু সরকার এবং মুক্তি মাহাতো পুরস্কার পেয়েছেন। আরপিএফ কর্মী কনক বসু ছাড়াও রেলকর্মী ধীরাজ গুরেল বিশিষ্ট রেল সেবা পুরস্কার পেলেন। এই পুরস্কার আগামীদিনে আরও ভালো কাজের প্রেরণা জোগাবে বলে জানিয়েছেন প্রাপকরা।

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট - IV-এ (রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের মালদার প্রধান শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ২৬.০৩.২০২৫ তারিখের হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টাঃ ৪০,৬৩,৬৯৮ (টাঃ চল্লিশ লক্ষ তেষট্টি হাজার ছয়শত আটানব্বই মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংকের মালদা প্রধান শাখার কাছে ১। **মহাকালী ইন্ডাস্ট্রি** (ঋণগ্রহীতা) মালিক ঃ চন্দ্রিমা চৌধুরি, নারায়ণপুর, পোস্টঃ মঙ্গলবাড়ি, থানা- মালদা ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ, পুরাতন মালদা ব্লক, মালদা- ৭৩২১২৮। ২। **শ্রীমতী চন্দ্রিমা চৌধুরি** (মালিকানাধীন/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) রাজেশ চৌধুরির স্ত্রী, বাক্সাতুলি লেন, এন.এস রোড, থানা- ইংরেজবাজার, মালদা- ৭৩২১০১-এ বসবাসরত ব্যক্তির কাছে ১৫.০২.২০২৫ তারিখের হিসেবে পাওনা রয়েছে।
ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত ঃ

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ ঃ-	সমানভাবে বন্ধকরত জমিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশের পরিমাপ - ৪.০০ ডেসিমেল সঙ্গে ভবন অন্তর্ভুক্ত যার দ্রষ্টব্য বিক্রয়রত দলিল I-২৫৮৩ ২৩.১২.২০১২ তারিখের হিসেবে মৌজা- জাদুপুর, থানা এবং জেলা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, জে.এল নং- ২৮, এলআর খতিয়ান নং- ৫৮০ (সাবেক) ৭০২ (হাল) দলিলের হিসেবে খতিয়ান ৮০৩ (পরচা অনুসারে) এল.আর প্লট নং- ১১১২/১১৯৩ শ্রেণি ফ্যাক্টরি, শ্রীমতী চন্দ্রমা চৌধুরির স্বত্বাধিকরণে অবস্থিত। উল্লেখিত সম্পত্তিটির সীমানা ঃ উত্তর - অজয় কুমার সাহা। দক্ষিণ- কমল আগরওয়ালের সম্পত্তি। পূর্ব- অজয় কুমার সাহার সম্পত্তি। পশ্চিম- কমল আগরওয়াল।
সম্পত্তিটির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ২৫,২৮,১০০.০০ (টাকা পঁচিশ লক্ষ আঠাশ হাজার একশো মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ ২,৫২,৮১০.০০ (টাকা দুই লক্ষ বাহান্ন হাজার আটশো দশ মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টাঃ ২০,০০০.০০ (টাকা কুড়ি হাজার মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	২৬/০৩/২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত
সম্পত্তিটির আইডি নং	আইডিআইবি ৫০১৪১৩৫৪০৮৪

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) PSB Alliance Pvt Ltd.-এ অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য দয়া করে যোগাযোগ করুন ৮২৯১২২০২২০ এতে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে ই-মেল করুন support.ebkray@psballiance.com-এ।
সম্পত্তিটির বিশদ বিবরণ, সম্পত্তিটির ছবি এবং নিলাম সংক্রান্ত শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে পরিদর্শন করুন https://www.ebkray.in-এ এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য দয়া করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt Ltd.-এ, যোগাযোগের নম্বর ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ওয়েবসাইট https://www.ebkray.in-এ সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নংটি ব্যবহার করার জন্য।

তারিখ : ১৭.০২.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : পঙ্কজ কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৮৫২৭৭১৭৭৯৯

এলআইসির ওয়ান ম্যান অফিস

নিউজ ব্যুরো

১৮ ফেব্রুয়ারি : উপভোক্তাদের আরও উন্নত পরিষেবা দিতে এজেন্টজদের মাধ্যমে 'ওয়ান ম্যান অফিস' পরিষেবা লঞ্চ করেছে লাইফ ইনসুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া বা এলআইসি। 'আনন্দ' (আত্মনির্ভর এজেন্ট নিউ বিজনেস ডিজিটাল অ্যাপ্লিকেশন) থেকে এজেন্টরা ২৪ ঘণ্টা গ্রাহকদের এই পরিষেবা দেবেন। যেখানে উপোভোক্তাদের পলিসির প্রিমিয়াম, উপভোক্তাদের ঠিকানা বদল, অনলাইনে লোন অ্যাপ্লাই সুবিধা দিতে পারবেন।

এলআইসির সিইও এবং এমডি সিদ্ধার্থ মোহান্তি বলেন, 'উপভোক্তাদের তাড়াতাড়ি সমস্ত পরিষেবা পৌঁছে দিতে ও ২০৪৭ সালের মধ্যে 'সকলের জন্য ইনসুরেন্স' পরিকল্পনা আরও একধাপ এগিয়ে দেবে এই পরিষেবা।'

রেক আনলোড

জলপাইগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল থেকে নিজের এলাকার মধ্যে চলতি বছর জানুয়ারি মাসে মোট ১০ হাজার ৬৬৬টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করেছে। যার মধ্যে এফসিআইয়ের তেল, খাদ্যশস্য ইত্যাদি আনলোড করেছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ২৩০টি রেক খালি করেছে।

হাতি দত্তক নিতে বন দপ্তরে আবেদন জানাচ্ছেন মনোজ সাহা। মঙ্গলবার।

গরুমারার কুনকি দত্তক নিতে প্রথম আবেদন

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : 'চল চল চল মেরে সাথি, ও মেরে হাতি...', রাজেশ খান্না ও তনুজা অভিনীত 'হাতি মেরে সাথি'র গানটি শোনেননি এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর। ওপার বাংলার মুক্তিযুদ্ধের বর্ষে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটি সিনেপ্রেমীদের মধ্যে সাড়া ফেলেছিল যথেষ্ট। যাতে দেখানো হয়েছিল রাজু (রাজেশ খান্না)-র সঙ্গে চার হাতির নিখাদ বন্ধুত্ব। ভাবছেন, হঠাৎ করে হাতি মেরা সাথি নিয়ে কেন পড়লাম। কারণ আছে মশাই, সবুর। রাজুর মতো না হলেও হাতিকেই এবার 'সাথি' হিসেবে পেতে চলেছেন ময়নাগুড়ির সমাজকর্মী পেশায় শিক্ষক মনোজ সাহা। গরুমারার কুনকি দত্তক নেওয়ার জন্য তিনি নিয়ম মেনে বন দপ্তরের কাছে প্রস্তাব দিয়েছেন।

ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেছেন, 'মনোজের প্রস্তাব পেয়েছি। সেটা মঞ্জুরের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর কাছে পাঠানো হবে। আশা করছি, শীঘ্রই ওঁকে হাতি দত্তক দেওয়া সম্ভব হবে।'

জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলার জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় প্রায়ই হানা দেয় গজরাজ। মাঝেমধ্যেই সংবাদ শিরোনামে জায়গা করে নেয় হাতি-মানুষ সংঘাতের ঘটনা। কয়েকদিন আগে ডুয়ার্সের ডামডিমের বেতগুড়ি চা বাগানে আর্থমুভার দিয়ে আঘাত করে হাতিকে জখম করার ঘটনা ঘটেছিল। এমন পরিস্থিতিতে বন্যপ্রাণী নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে হাতি দত্তক নিতে চাইছেন মনোজ। মঙ্গলবার তিনি ডিএফওর সঙ্গে দেখা করে গরুমারার কুনকি দত্তক নিতে যাবতীয় প্রক্রিয়া সারেন। মনোজই প্রথম এখানকার হাতি দত্তক নেবেন।

বর্তমানে গরুমারায় কুনকির সংখ্যা ২৭। তার মধ্যে চারটি শাবক রয়েছে। এদের দেখভাল, খাওয়াদাওয়া, ওষুধপত্র মিলে বছরে বিরাট অঙ্কের টাকা খরচ হয় বন দপ্তরের।

সম্প্রতি দপ্তর সিদ্ধান্ত নেয়, বিভিন্ন সংস্থা বা সাধারণ মানুষ এবার থেকে হাতি দত্তক নিতে পারবে। এতে একদিকে যেমন বন্যপ্রাণী নিয়ে সচেতনতা বাড়বে, তেমনই কুনকি পুষতে বন দপ্তরের যে বিরাট অঙ্কের খরচও কিছুটা কমবে। উত্তরবঙ্গ সংবাদে কয়েকদিন আগে এ সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়েছে। তা দেখেই কুনকি দত্তক নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মনোজ। এজন্য বার্ষিক দু'লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা খরচ বহন করতে হবে তাঁকে।

E-TENDER NOTICE

The undersigned invites e-Tender vide Memo No-581/KMD, Dated-17/02/2025 for various types of Civil/Electrical works/Item Procurement. Date of uploading of NIT. Date-18.02.2025, Documents online (Publishing Date) 18/02/2025 17.00 P.M Documents download start date (On: 18.02.2025 at 18:00 PM Documents download end date (online) 25.02.25 at 17.00 PM Bid submission start date (online) 18.02.25 at 18.00 PM Bid submission closing date (online) 25.02.25 at 17.00 PM Bid opening date for technical proposal (online) 27.02.25 at 17.00 PM
Sd/-
Block Development Officer
Kushmandi Development Block

TENDER NOTICE

The undersigned invites Tender vide NIT Memo No-495 KMD; Dated-06/02/2025 & Corrigendum Memo No- 605/KMD, dated-18/02/2025 for various types of Civil/Electrical works/Item Procurement. Due to unavoidable Circumstances the above nit has been extended given below Date of Purchasing of Tender Form: Between 11.00 AM to 3.00 PM up to 25.02.2025. Date of submission of Tender Form: Between 11.00 AM to 3.00 PM up to 27.02.2025. Date of Tender opening date: On 28.02.2025 at 1.00 PM or any other day as specified by the undersigned.
Sd/-
Executive Officer
Kushmandi Panchayat Samity
Kushmandi,Dakshin Dinajpur

সভা

আগামী ২৩ শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ক্লাবের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। ক্লাবের সকল সদস্যের উপস্থিতি কাম্য। বিবেকানন্দ ক্লাব, শিলিগুড়ি। (C/114865)

ক্রয়

শিলিগুড়ি শহরের মধ্যে ৩ কাঠা জমি কিনতে চাই। যোগাযোগ করুন এই নম্বরে- 8348154813. (C/115048)

অ্যাফিডেভিট

১৮/০২/২০২৫-এ আলিপুরদুয়ার নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করলাম এবং Lakhi Mehar থেকে Ruksar Khatun নামে পরিচিত হলাম। (C/113783)

•

আমার খতিয়ান নং 1114, মৌজা- খাপাইডাঙ্গা, J.L. নং- 110, কোতোয়ালি (বর্তমানে পুণ্ডিবাড়ি), কোচবিহার আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 06.02.2025 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে বাবা Dinesh Chandra Barman এবং Dinnath Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। খাপাইডাঙ্গা, কোনামালী, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার, W.B. (C/114617)

TENDER NOTICE

Inviting the Tender of Bonafied Contractor from Gourhand Gram Panchayat NIT NO-05/GGP/2025, Date - 17/02/2025 Ref memo No - 180/GGP/24-25 Date - 17/02/2025 for farther Details please Contact office of the undersigned.
Sd/-
Pradhan Gourhand GP
Chanchal-II, Malda

ABRIDGE e-N.I.T. NOTICE

e-N.I.T. Memo No. 817/ KCK-IIIPS, 1 only, Dated- 18.02.2025 invited by the B.D.O Kaliachak-III Dev. from Bonafide bidder. Last date of application on 25.02.2025 upto 17:30 pm. Details are available in the office notice board & https://wbtenders.gov.in/nicgep/app
Sd/-
Block Development Officer
Kaliachak-III Development Block
Baishnabnagar, Malda.

Tender Notice

The undersigned invites Tender vide e-NIT Memo No-524/ KMD; Dated-10/02/2025 & Corrigendum Memo No- 577, dated-17/02/2025 for various types of Civil/Electrical works/Item Procurement.
Due to unavoidable circumstances & technical issue the last date of bid submission closing date of above e-NIT will be extended up to 05:00 PM, 20/02/2025 and date of bid opening will be 24.02.2025
Sd/-
Executive Officer
Kushmandi Panchayat Samity,
D/Dinajpur

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
OFFICE OF THE REGISTRAR
Notice

A walk-in interview will be held on **27.2.2025** (12 noon) at **The Department of Tea Science**, University of North Bengal to select a **Junior Research Fellow** to work under **Dr. Malay Bhattacharya** (Principal Investigator) for a Research Project funded by Science & Technology and Biotechnology Department (WB). Interested candidates with postgraduate degree in **Tea Science/ Botany/ Microbiology/ Biotechnology/ Life Science** are asked to attend the interview. For details check website **nbu.ac.in**.
Advt. No. 87/R-2025
Dated : 19.02.2025
Registrar (Addl. Charge)

কর্মখালি

Coochbehar Subidha Nidhi Limited-এ Agent ও কর্মী নেওয়া হইবে। যোগাযোগ- 03582 455700/9832704247. (C/114618)

•

Wanted P.C.M. (Pure S.C.) & History & Geography Teacher for Angela School, Siliguri. Call : 9434812138. (C/114864)

শিলিগুড়িতে প্লাইউডের দোকানে সবরকম কাজের জন্য কর্মঠ ছেলে চাই। বেতন : 8000+ প্রতিদিন 160 টাকা, ছুটির দিন বাদে। কাজের সময় : রোজ সকাল 9.30টা থেকে রাত 9.30টা। Phone- 9609055662. (C/114863)

•

Wanted an A/T in Geography (graduation with B.Ed), SC, for maternity leave vacancy upto 07/07/2025, apply to the president/secretary, Maynaguri Road High School post: Ulladabri, Dist. Jalpaiguri, Pin: 735224, within 7 (seven) days from the date of advertisement with two sets of self attested testimonials. (C/115057)

অ্যাফিডেভিট

আমি সুশান্ত অধিকারী, পিতা Dwijen Adhikary, ভুলবশত আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 20140931967-তে Dnijen Adhikary আছে। গত 14.02.25 ইং তারিখ আলিপুরদুয়ার J.M. কোর্টে Affidavit করে Dnijen Adhikary থেকে Dwijen Adhikary নামে পরিচিত হল। (P/S)

•

আমার D.L Vide No- AS1620130018711, আমার নাম ভুল থাকায় গত 10-09-2024 কোচবিহার সদর E.M. কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sanjoy Das এবং Sanjal Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার প্রকৃত নাম Sanjoy Das. ইছামারি, হাতিডুবা, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/114615)

বিক্রয়

শিলিগুড়ি, সাউথ দেশবন্ধুপাড়ায়, NJP মেইন রোড থেকে 200 মিটার দূরে 2.5 কাঠা জমি বিক্রয়। মূল্য 40 লক্ষ প্রতি কাঠা। M : 94348-76808. (C/113417)

ভাড়া

জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে, কোচিং সেন্টার, অফিস ইত্যাদির জন্য প্রায় ১০০০-৪০০০ বর্গফুট জায়গা ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে। যৌথ উদ্যোগে স্কুলের ক্লাসরুম কোচিংয়ের প্রস্তাব বিবেচনা যোগ্য। যোগাযোগ : 9733322111, ইমেল : baijmng@gmail.com

•

Suitable space approx 1000-4000 sq. ft. available on rent for Classroom, coaching centre, office at a prime location in Maynaguri, Dist. Jalpaiguri. Proposal for joint venture in Classroom coaching of school subjects may be considered. Contact 9733322111, Email : baijmng@gmail.com

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫৯০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্‌ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট - IV-A'' [রুল ৮ (৬)-এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রি নোটিশ

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট ২০০২-এর অধীন তৎসহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর প্রতি অনুবিধি সহ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন সেল নোটিশ এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যেটা বন্ধক/চার্জ দেওয়া আছে বন্ধকী ঋণদাতার কাছে যার গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের অনুমোদিত আধিকারিক মালদা মেইন ব্রাঞ্চের বন্ধকী ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক নিয়েছেন ''যেখানে যেমন আছে'', যেখানে যা কিছু আছে, যেখানে যাই থাকুন'' ভিত্তিতে ২৬.০৩.২০২৫ তারিখে টাঃ ৬৬,৫৮,১৮৫/- (ছেষট্টি লক্ষ আটান্ন হাজার একশত পঁচাশি টাকা (১৫.০২.২০২৫ পর্যন্ত) ইন্ডিয়ান ব্যাংক মেইন ব্রাঞ্চের কাছে পাওয়া আছে পুনরুদ্ধারের জন্য ১। মেসার্স গোপালকৃষ্ণ ইন্ডাস্ট্রি (ঋণগ্রহীতা) ধুমাদিঘি, নারায়ণপুর পোঃ অঃ মঙ্গলবাড়ি, থানা-মালদা ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন। এয়ারসেল টাওয়ারের কাছে ওল্ড মালদা ব্লক, মালদা- ৭৩২১২৮, ২। রাজেশ চৌধুরী (স্বত্বাধিকারী/জামিনদার) ৩। চন্দ্রিমা চৌধুরী (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা) উভয়ে টিকাইটুলি, বাকশাতুলি লেন, এনএস রোড, থানা-ইংলিশবাজার, মালদা-৭৩২১০১-এর বাসিন্দা তাদের কাছে বিক্রি করে পুনরুদ্ধার করা হবে।
ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রির জন্য আনীত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ গণনা করা হবে ঃ

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ ঃ-	২২৩৫ বর্গফুট আয়তনের (২ কাঠা ৯ ছটাক ৩১ বর্গফুট) জমির সকল এবং অপরিহার্য অংশের বন্ধক তৎসহ সম্পর্কযুক্ত বিল্ডিং দ্রষ্টব্য বিক্রয় দলিল নং I-৬১৭৩ তাং ০১.০৭.২০০৯ এবং সমঝোতার বিক্রির দলিল নং I-৫০০৫ তাং ২৯.০৫.২০২৪, মৌজা-যদুপুর, জেএল নং-২৮, এলআর খতিয়ান নং ৮০৩ (নতুন), এলআর খতিয়ান নং ৫৮০ (পুরাতন), এলআর প্লট নং ১১১২/১১৯৩, আরএস খতিয়ান নং ২২৯/১২৫/৪৫৩ ধুমাদিঘিতে অবস্থিত, এয়ারসেল টাওয়ারের কাছে অবস্থিত, নারায়ণপুর, থানা-ওল্ড মালদা, মালদা-৭৩২১২৮ শ্রীমতী চন্দ্রিমা চৌধুরীর নামে রয়েছে। উক্ত সম্পত্তি দ্বারা আবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধ (টাইটেল/বিক্রয় দলিল অনুযায়ী নিম্নানুযায়ী) : উত্তরে-শংকর কর্মকার ও অন্যরা দক্ষিণে-কমল আগরওয়ালা পূর্বে-নন্দন কুমার সাহা পশ্চিমে-দিলীপ আগরওয়াল
সম্পত্তির উপর ঝামেলা	জানা নেই
সংরক্ষিত মূল্য	টাঃ ৫৮,৯১,০০০.০০ (আটান্ন লক্ষ একানব্বই হাজার টাকা মাত্র)
ইএমডি অর্থরাশি	টাঃ ৫,৮৯,১০০.০০ (পাঁচ লক্ষ উননব্বই হাজার একশত টাকা মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টাঃ ২০,০০০.০০ (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	২৬/০৩/২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টা
সম্পত্তি আইডি নম্বর	IDBI 50031915454

দরদাতাদের আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী PSB Alliance Pvt Ltd.-এর ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে অনলাইন দরদানে অংশগ্রহণ করার জন্য কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে ইমেল করুন support.ebkray@psballiance.com-এতে।
সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://www.ebkray.in এবং এই পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টীকরণের অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt Ltd. যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের সম্পত্তির জন্য অনুসন্ধান করার সময় প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহার করুন https://www.ebkray.in দিয়ে।

তারিখ : ১৭.০২.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : পঙ্কজ কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও অনুমোদিত আধিকারিক মোবাইল নং- ৮৫২৭৭১৭৭৯৯

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট - IV-এ (রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের সিলামপুর শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ২৬.০৩.২০২৫ তারিখের হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টাঃ ৬৯,৪২,৪৯৯ (টাঃ উনসত্তর লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার চার শত নিরানব্বই মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংকের সিলামপুর শাখার কাছে ১। **মোসাঃ সারিফা বেওয়া মহোঃ মইনুল হকের** (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)-এর স্ত্রী এবং আইনি উত্তরাধিকারী। ২। **হাজি মহোঃ আব্দুস শাহিদ** (জামিনদাতা)। ৩। **মোসাঃ তাউকিবা খাতুন**, মহো মইনুল হকের কন্যা এবং আইনি উত্তরাধিকারী। ৪। **মহোঃ একলাসুর রহমান, মহোঃ মইনুল হকের** (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) আইনগত উত্তরাধিকারী এবং পুত্র। ৫। **মহোঃ মোজাহেরুল হক, মহঃ মইনুল হকের** (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতার) আইনগত উত্তরাধিকারী এবং পুত্র - সকলে গ্রাম- খিদিরবোনা, পোস্ট- উত্তর দারিয়াপুর, থানা- কালিয়াচক, মালদায় বসবাসরত। ১২.০২.২০২৫ তারিখের হিসেবে বসবাসরত এই ব্যক্তিবৃন্দের কাছে পাওনা রয়েছে।
ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত ঃ

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ ঃ-	জমি এবং ভবনের সমস্ত অবিভাজ্য অংশ মহোঃ মইনুল হকের স্বত্বাধিকরণে, এলাকার পরিমাপ ৫.৫০ ডেসিমেলের একটু কম বা বেশি আরএস দাগ নং- ৪৭৩, এলআর দাগ নং- ৫০৪, আরএস খতিয়ান নং- ১১৯, এলআর খতিয়ান নং- ২৩৯৯, জে.এল. নং- ১৩৫, মৌজা- জগদীশপুর প্রাপ্ত দ্রষ্টব্য হেবানামা দলিল নং I ৮৭৭৫ , ১৭.১০.২০০৭ তারিখের হিসেবে অন্তর্গত। সম্পত্তিটির সীমানা ঃ উত্তর - আব্দুস শাহিদের জমি। দক্ষিণ- গিয়াসুদ্দিন এবং রিবাউলের বাড়ি। পূর্ব- আব্দুস শাহিদের জমি। পশ্চিম- আব্দুল মালেকের জমি।
সম্পত্তিটির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ১৮,৬০,০০০.০০ (টাকা আঠারো লক্ষ ষাট হাজার মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ ১,৮৬,০০০.০০ (টাকা এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টাঃ ১০,০০০.০০ (টাকা দশ হাজার মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	২৬/০৩/২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত
সম্পত্তিটির আইডি নং	আইডিআইবি ২২২৪১৫২৪৮৪৫

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) PSB Alliance Pvt Ltd.-এ অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০ এতে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য ই-মেল করুন support.ebkray@psballiance.com-এ।
সম্পত্তিটির বর্ণনা, সম্পত্তিটির ছবি এবং ই-অকশনের শর্তাবলির জন্য দয়া করে পরিদর্শন করুন https://www.ebkray.in-এ এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য দয়া করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt Ltd.-এ, যোগাযোগের নম্বর ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ওয়েবসাইট https://www.ebkray.in সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নংটি ব্যবহার করার জন্য।

তারিখ : ১৭.০২.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : পঙ্কজ কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৮৫২৭৭১৭৭৯৯
ঈশ্বর প্রসাদ শাও, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং- ৯৪৭৪৯১৪৪৫৬

ARMY PUBLIC SCHOOL, SUKNA
INVITATION OF TENDERS FOR OUTSOURCING OF MANPOWER (WATCH AND WARD (DAY AND NIGHT) AND UNSKILLED WORKERS) OUT OF SCHOOL FUND

1. Quotations in sealed envelope are invited by the Principal, Army Public School, Sukna on behalf of Chairman, SAMC, Army Public School, Sukna from eligible manpower service provider for outsourcing of 03 x Female MTS and 03 x Male MTS person for 11 Months **(01 June 2025 to 30 April 2026** on contact agreement. Details are as under :-
   (a) MTS (unskilled) - 03
   (b) Housekeeping Staff (Female) - 03
2. Please visit school website for details (**www.apssukna.com**) :-
   (a) Term & Conditions. (b) Documents to be submitted with quotation
3. Last date for submission of Quotation : **10 March 2025** up to 1400 hrs
4. Date of opening of Quotation : **11 March 2025 at 1100 hrs**
5. Right reserved by SAMC to reject any or all tenders without assigning any reason.
6. Based on performance of Contract or Mutual Consent of both parties, contract may be extended by another 11 months.

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনের চুক্তি প্রদান

নং. ঃ কমার্শিয়াল/টেন্ডার/এসটিএটি/মালদা/২০২৩ তারিখ ১৭.০২.২০২৫
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ - ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) (অকশন আহ্বায়ক অফিসার) নিম্নলিখিত কাজের জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনের (ডব্লুভিএম) চুক্তি প্রদান। **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ ডব্লুভিএম-এসবিজি-২৫-০২। অকশন শুরুর তারিখ ঃ ০৩.০৩.২০২৫। সিকোয়েন্স নং. ঃ এএ/১। লট নং./ক্যাটাগরি ঃ** এমএসএস-এমএলডিটি-এসবিজি-ডব্লুভিএম-১৪-২৪-১। **স্টেশন ঃ** গোড্ডা, হাঁসডিহা, মির্জা চেওকি, সাহেবগঞ্জ জংশন, বারহারওয়া জংশন, তিনপাহাড় জংশন ও রাজমহল। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
(MLD-219/2024-25) সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা কেটে যাবে। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। বৃষ : অপরিচিত কাউকে টাকা ধার দেবেন না। দাম্পত্যে অশান্তি কাটবে। মিথুন : কোনও কাজের জন্য কিছু অর্থ ধার করতে হতে পারে। প্রেমে শুভ। কর্কট : মূল্যবান কাগজপত্র হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। সিংহ : নিকট কোনও আত্মীয়ের মধ্যস্থতায় সাংসারিক সমস্যা কাটবে। কন্যা : সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার খরচ নিয়ে চিন্তা। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে আনন্দ। তুলা : অল্পেই সন্তুষ্ট থাকুন। অতিরিক্ত খেতে যাবেন না। কর্মপ্রার্থীরা সুসংবাদ পেতে পারেন। বৃশ্চিক : সামান্য কারণে রেগে গিয়ে সমস্যা। কর্মক্ষেত্র বদলের সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। ধনু : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। কোনও আত্মীয়ের দ্বারা প্রতারিত হতে পারে। মকর : প্রেমের সঙ্গীকে আজ সময় দিন। অফিসে আপনার জনপ্রিয়তা বাড়বে। কুম্ভ : সামান্য কারণে রেগে গিয়ে কোনও প্রিয়জনকে কটু কথা বলে ফেলবেন। ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। মীন : মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। আজ কোনও বিতর্কে যাবেন না।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ৩০ মাঘ, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ৬ ফাগুন, সংবৎ ৭ ফাল্গুন বদি, ২০ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৩, অঃ ৫।৩০। বুধবার, সপ্তমী অহোরাত্র। স্বাতীনক্ষত্র দিবা ৮।২৯। বৃদ্ধিযোগ দিবা ৯।৪। বিষ্টিকরণ সন্ধ্যা ৫।৫০ গতে ববকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ৮।২৯ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, শেষরাত্রি ৪।১৯ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ৮।২৯ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৯।২ গতে ১০।২৭ মধ্যে ও ১১।৫১ গতে ১।১৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৩।২ গতে ৪।৩৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ - দিবা ৭।৩১ মধ্যে ও ৯।৫১ গতে ১১।২৪ মধ্যে ও ৩।১৮ গতে ৪।৫৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১।৫১ গতে ৬।১২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪৪ গতে ৩।১৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৫ গতে ১০।৩৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রধানকে সরাতে তৎপর তৃণমূলই

রানিগঞ্জ-পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতে অনাস্থার প্রস্তুতি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : এ যেন উলটপুরাণ! খড়িবাড়ি ব্লকের রানিগঞ্জ-পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান ঘাসফুলের প্রধানকে সরাতে পদ্ম শিবিরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অনাস্থা আনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তৃণমূলেরই এক শ্রমিক ও শিক্ষক নেতা। বিষয়টি নিয়ে বর্তমান প্রধান সান্ত্বনা সিংহ বলেন, 'আমি ভালোভাবেই কাজ করছি। বোর্ড ভাঙার জন্য কে বা কারা চেষ্টা করছে বলতে পারব না।'

সূত্রের খবর, বর্তমান প্রধানকে সরিয়ে ওই শ্রমিক নেতার স্ত্রীকে প্রধান পদে বসিয়ে নিজে উপপ্রধান পদে বসতে চাইছেন শিক্ষক নেতা। এই ধরনের খবর কানাঘুষো হতেই দলের একাংশের বক্তব্য, এই ধরনের কাজকর্ম দলবিরোধী। বর্তমান প্রধানকে সরানোর চক্রান্ত হলে বিদ্রোহ হবে। এর দায় জেলা নেতৃত্বকেই নিতে হবে।

তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বললেন, 'রানিগঞ্জ-পানিশালিতে বর্তমান বোর্ড ভালোভাবেই কাজ করছে। দলীয়ভাবে প্রধানকে সরানোর কোনও পরিকল্পনা নেই। সেখানে অনাস্থা এনে বর্তমান প্রধানকে সরানোর পরিকল্পনা কে করছে বলতে পারব না। খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

২০২২ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে রানিগঞ্জ-পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৭টি আসনের মধ্যে ১৫টিতে জয়ী হয়ে ঘাসফুল শিবির বোর্ড গঠন করে। বিজেপি আটটি, সিপিএম সমর্থিত নির্দল তিনটি আসন পায়। একটি আসনে আদিবাসী বিকাশ পরিষদ সমর্থিত নির্দল প্রার্থী জয়ী হন। সান্ত্বনা সিংহ প্রধান এবং তাপস মণ্ডল উপপ্রধান হিসাবে মনোনীত হয়ে আড়াই বছর ধরে বোর্ড চালাচ্ছেন।

কিন্তু এখন দলের একাংশ এই বোর্ড ভেঙে দিয়ে নতুনভাবে বোর্ড গঠনের ছক কষছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, বেশ কয়েক মাস ধরেই বিজেপি এবং নির্দল সদস্যদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করে প্রধান বদল করতে তৃণমূলেরই একাংশ সক্রিয় হয়েছে। এনিয়ে এক শিক্ষক নেতার নেতৃত্বে কোয়ার্টার মোড় সংলগ্ন একটি হোটেলে দু'তিনবার বৈঠকও হয়েছে। সেখানে বোর্ড গঠনে সমর্থন দিলে প্রত্যেককে ১০ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

ওই শিক্ষক নেতার গোষ্ঠীর এক সদস্যের কথায়, 'বিজেপি এবং নির্দলদের প্রায় প্রত্যেকেই অনাস্থায় সমর্থন দিতে রাজি হয়েছেন। বর্তমান প্রধান এবং উপপ্রধান বোর্ডের প্রত্যেক সদস্যকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। কাজ বণ্টনের ক্ষেত্রেও তাঁরা স্বজনপোষণ করছেন। তাই তাঁকে সরাতে হবে।'

সূত্রের খবর, বর্তমান প্রধানকে সরিয়ে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত এই প্রধান পদে দলের শ্রমিক সংগঠনের এক নেতার স্ত্রীকে বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। তাঁকে মেনে নিতে যদি বিজেপি এবং সিপিএম রাজি না হয় তাহলে বিকল্প হিসাবে আরও দুই নেতার স্ত্রীর নাম প্রস্তাব করা হবে।

লক্ষ্য পদে

- বর্তমান প্রধানকে সরাতে অনাস্থা আনার প্রস্তুতি
- বিজেপি ও নির্দল সদস্যদের সঙ্গে এনিয়ে দফায় দফায় বৈঠক
- সমর্থন দিলে প্রত্যেককে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব
- দলেরই এক শিক্ষক ও শ্রমিক নেতা প্রস্তুতি নিচ্ছেন
- এমনকি পরবর্তী প্রধান ও উপপ্রধানের নাম চূড়ান্ত করে ফেলেছেন তাঁরা

রোজগারের তাগিদে

সাইকেলে হরেকমাল সাজিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন ফেরিওয়ালারা। মঙ্গলবার সুকনা রোডে। ছবি : সূত্রধর

বেহাল অবস্থায় পুলিশ আবাসন

নকশালবাড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ওপরতলায় পুলিশ আবাসন, নীচে ডিআইবি (ডিস্ট্রিক্ট ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ) দপ্তর এবং চাইল্ড ফ্রেন্ডলি কর্নারের অফিস। কিন্তু ভবনটি দেখলে মনে হবে এ যেন পোড়োবাড়ি। এমনই অবস্থা যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে। কিন্তু মেরামতির জন্য প্রশাসনিকভাবে কোনও উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। ফলে নকশালবাড়ি থানার সামনে থাকা এই জরাজীর্ণ ভবনেই দিনের পর বসবাস করছেন থানার এএসআই এবং এসআইরা।

এই ভবন এখন পুলিশের কাছে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের ভয়ে কোনও পুলিশকর্মীই মুখ খুলতে চাইছেন না। পুলিশকর্মীদের দাবি, বহুবার ঊর্ধ্বতন কর্তাদের জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। সদুত্তর নেই জেলা পুলিশকর্তাদের কাছেও। এটা পূর্ত দপ্তরের কাজ বলে দায় এড়াচ্ছেন অনেকে।

আবাসনের অধিকাংশে ছাদের ওপরের পলেস্তরা প্রায় সবসময়ই খসে পড়ছে। কোনও কোনও ঘরের জানলার কার্নিশ ভেঙে গিয়েছে। বৃষ্টি হলে দেওয়াল চুইয়ে জল পড়ে। দোতলায় ওঠার সিঁড়িতেও বিভিন্ন জায়গায় ফাটল ধরেছে। এই অবস্থায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছেন আবাসিকরা।

মর্টার শেল নিষ্ক্রিয়

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ফুলবাড়ির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে উদ্ধার হওয়া মর্টার শেল মঙ্গলবার নিষ্ক্রিয় করা হল। সোমবার ফুলবাড়ি স্থলবন্দর থেকে মাত্র ৮০০ মিটার দূরে শেলটি দেখা যায়। এদিন দুপুরে পুলিশের উপস্থিতিতে গজলডোবায় তিস্তার চরে মর্টার শেলটি নিষ্ক্রিয় করে সেনাবাহিনী। এ বিষয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'মর্টার শেলটি সেনাবাহিনীর। তাই তারাই নিষ্ক্রিয় করেছে।'

ফুলবাড়ির আমাইদিঘির ভুটান পার্কিং নামে পরিচিত একটি ফাঁকা জমিতে মজুত বোল্ডারের মধ্যে মর্টার শেলটি উদ্ধার হয়েছিল। ঘটনার পর জায়গাটি ঘিরে ফেলেছিল এনজেপি থানার পুলিশ। পাশাপাশি ট্রাকে বোল্ডার লোডিং, আনলোডিং সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর জেরে চিন্তায় পড়েন ব্যবসায়ীরা। শেল নিষ্ক্রিয় হওয়ার খবরে ফুলবাড়ির ট্রাকচালক ও মালিকরা স্বস্তির শ্বাস ফেলেছেন। এদিন দুপুর থেকে লোডিং, আনলোডিং স্বাভাবিক হয়।

ওদলাবাড়ির বিভিন্ন নদীর পাশে সেনা জওয়ানরা নিয়মিত অনুশীলন করেন। সেসময়ই কোনওভাবে মর্টার শেলটি নদীর চরে এসে পড়ে বলে মনে করা হচ্ছে।

চাঁদমণির স্কুল নিয়ে তদন্ত দাবি

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : চাঁদমণি টি এস্টেট জুনিয়ার বেসিক স্কুলের নতুন ভবনের রহস্য উন্মোচনের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষ। মঙ্গলবার তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে ই-মেলে চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠির কপি রাজ্যের মুখ্যসচিব, শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) চেয়ারম্যান, মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিককেও পাঠানো হয়েছে।

১৯৫৭ সালে স্থাপিত হয় চাঁদমণি টি এস্টেট জুনিয়ার বেসিক স্কুল। এই স্কুলে ২০১১ থেকে একটি জুনিয়ার হাইস্কুলও চলছে। সম্প্রতি স্কুলের বর্তমান ভবন থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে একটি নীচু জায়গায় নতুন দোতলা ভবন তৈরি হয়েছে। নীল-সাদা রং করে সেই ভবনের গায়ে স্কুলের নামও লেখা। কিন্তু ভবনটি কোনও সরকারি দপ্তর থেকে তৈরি করা হয়নি। তাহলে কে তৈরি করল? সূত্রের খবর, কোনও এক প্রোমোটিং এজেন্সি স্কুলের জায়গা কিনে নিয়েছে। তারাই নতুন জায়গায় স্কুল সরিয়ে স্কুলের বর্তমান জায়গায় বহুতল আবাসন তৈরি করবে। অভিযোগ, শাসকদল এবং প্রশাসনের একাংশকে হাত করে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে এজেন্সি। এ খবর জানাজানি হতেই ১৭ জানুয়ারি ওই ভবন ভেঙে ফেলার জন্য নোটিশ ইস্যু করে এসজেডিএ। সাতদিনের মধ্যে ভবন ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু এসজেডিএ পরবর্তীতে আর কোনও পদক্ষেপ করেনি।

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন সহ সভাপতি

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে ঘটনার তদন্ত চেয়েছেন ভোলা ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, 'এসজেডিএ নোটিশ করে সাতদিন সময় দেওয়ার পর এক মাস হতে চলল, এখনও পদক্ষেপ করেনি। প্রশাসনের বাকি কোনও দপ্তরও এখনও ব্যবস্থা নেয়নি। এভাবে একটা স্কুলের জমি দখলের ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না।' এসজেডিএ'র তরফে এদিন এনিয়ে কেউ কথা বলতে রাজি হননি।

সংঘর্ষে আহত

চোপড়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি : চোপড়া থানার কাঠগাঁও গ্রামে মঙ্গলবার জমি নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় লাঠি ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে উভয়পক্ষের ছ'জন জখম হন। তাঁদের প্রত্যেককে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। তবে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিশের কাছে কোনও পক্ষই লিখিত অভিযোগ জমা করেনি বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয়দের কথায়, কামালউদ্দিন ও মোসতেবুল-এর পরিবারের মধ্যে একাংশ জমি নিয়ে ঝামেলা চলছিল। বিতর্কিত জমিতে ঘর তৈরি করা নিয়ে এদিন দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

প্রশিক্ষণ শিবির

বাগডোগরা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : রেস্টোরেটিভ জাস্টিস বিষয়ক দু'দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন। মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটির সহায়তায় কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়ের অন্তর্গত পিস ক্লাবে দু'দিনের এই শিবিরটি শেষ হয় মঙ্গলবার। শিবিরে রেস্টোরেটিভ জাস্টিস বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল। পিস ক্লাবের মোট ১০ জন সদস্য এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

শিবির

চোপড়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর ও আশার আলো এডুকেশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে মঙ্গলবার চোপড়া কমলাপাল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক শিবির করা হয়। ক্রেতা সুরক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এদিন পড়ুয়াদের সচেতন করা হয়।

টুকরো খবর

দাবিদারহীন স্কুটার

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : দাবিদারহীন একটি স্কুটারকে ঘিরে মঙ্গলবার সকালে উত্তেজনা ছড়াল ফুলবাড়ির কাঞ্চনবাড়িতে। এদিন সকাল থেকে নম্বরবিহীন সাদা রঙের স্কুটারটি ক্যানাল ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও কেউ সেটা নিতে আসছেন না দেখে স্থানীয়দের মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। খবর দেওয়া হয় এনজেপি থানায়। পুলিশ এসে ওই স্কুটার নিয়ে গিয়েছে। খবর ছড়াতেই প্রায় শতাধিক মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় জমাতে শুরু করেন। স্কুটারটি নিয়ে ধন্দে পুলিশ।

ফের গোরু চুরি ফুলবাড়িতে

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ফের গোরু চুরির ঘটনা ঘটল ফুলবাড়ির গঠমাবাড়িতে। ভারতী রায় নামে এক বাসিন্দার বাড়ি থেকে গোরু দুটি চুরি হয়েছে। বিষয়টি মঙ্গলবার সকালে ভারতীর নজরে আসে বিষয়টি। খবর পেয়ে এদিন সকালেই ঘটনাস্থলে যায় এনজেপি থানার পুলিশ। ভারতী বলেন, 'চুরি রাতে না ভোরে হয়েছে বুঝতে পারছি না। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পাই গোরু দুটি নেই।' এর আগেও ফুলবাড়ি এলাকায় গোরু চুরির ঘটনা সামনে এসেছে। ফের গোরু চুরির ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে বেশ আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

চোপড়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ছিনতাইয়ের ঘটনায় ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করল চোপড়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, চলতি মাসের ৩ তারিখে একটি ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের হেপাজতে থাকা খাদিমুল ইসলামকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সোমবার রাতে তার বাড়ি থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি কার্তুজ উদ্ধার হয়।

প্রশিক্ষণ

বাগডোগরা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের তরফে নানা খাবার দিয়ে পুষ্টিকর খাবার (নিউট্রিমিক্স) তৈরির লক্ষ্যে এক প্রশিক্ষণপর্বের আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রশিক্ষণপর্বে মাটিগাড়া ব্লক এবং শিলিগুড়ি পুর এলাকার ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা মানসিক স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে চিকিৎসাধীন। আগামীতে যাতে নিজেরাই বাড়িতে এই ধরনের পুষ্টিকর খাবার তৈরি করতে পারেন সেজন্য তাঁদের এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে আয়োজকদের তরফে তরুণকুমার মাইতি জানিয়েছেন।

দ্রুত চালু হবে

ফাঁসিদেওয়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি : অবশেষে চটহাট বাসস্ট্যান্ডের শৌচাগারটি চালু হতে চলেছে। দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকায় এটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে এটি তৈরি করা হলেও সাফাইকর্মী না থাকায় চালু করা যাচ্ছিল না। ফলে নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে স্থানীয় বাজারে আসা ক্রেতা-বিক্রেতারা খুবই সমস্যায় পড়ছিলেন। শৌচাগার ব্যবহারের জন্য মহিলারা স্থানীয়দের বাড়ি যেতে বাধ্য হচ্ছিলেন। এবারে সেই সমস্যা মিটেছে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

রংবাহারি।। *নেওড়াভ্যালি ন্যাশনাল পার্কে ছবিটি তুলেছেন ধূপগুড়ির দেবাঞ্জন রায়।*

পাচারকারীর পক্ষে সওয়াল তৃণমূল নেতার

মোষ পাচার রুখতে পুলিশকে বাধা

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : বাইরে লেখা রয়েছে ডাক পার্সেলের গাড়ি। পুলিশের সন্দেহ হয়। গাড়িটি দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালাতেই ওই কনটেনারের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় ৪৬টি মোষ। পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করার পর ঘটনাটি এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু কাহানী মে আভি টুইস্ট বাকি হ্যায়।

মুহূর্তের মধ্যেই গাড়ি আটক করার খবর চলে যায় তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের ব্লক স্তরের এক নেতার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে দলবল নিয়ে গাড়িটি পুলিশের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিতে সেখানে হাজির হন তিনি। অদ্ভুতভাবে মোষ পাচারের পক্ষে সওয়াল করতে থাকেন ওই নেতা। বেশ কিছুক্ষণ চলে বাকবিতণ্ডা। কথা কাটাকাটি থেকে সামান্য ধাক্কাধাক্কির পর্যায়েও পৌঁছে যায় পরিস্থিতি। কিন্তু পুলিশ নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকায় শেষমেশ বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি ওই নেতা।

ঘটনাটি ঘটে সোমবার রাতে নকশালবাড়ির সাতভাইয়ায়। এশিয়ান হাইওয়ে টু-তে ওই মোষবোঝাই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মোষগুলি উদ্ধার করে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। গবাদিপশু পরিবহণের কোনও নথি না থাকায় তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হয় চালককে। ধৃতের নাম মহম্মদ ফরিদ, সে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা।

বাকবিতণ্ডা

- সোমবার রাতে সাতভাইয়া এলাকায় কনটেনার থেকে ৪৬টি মোষ উদ্ধার
- গবাদিপশু পরিবহণের কোনও নথি না থাকায় গ্রেপ্তার কনটেনার চালক
- গাড়িটি ছাড়াতে রাতেই সেখানে যান তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের নেতা
- পুলিশের সঙ্গে তাঁর বাকবিতণ্ডা হলেও শেষমেশ গাড়িটি থানায় আনা হয়

এদিকে, সেখানে গিয়ে ঘণ্টাখানেক ধরে পুলিশের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়ান ওই নেতা। অভিযোগ, তিনি পুলিশকে সেটিং করতে বলেন। পরে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে বাজেয়াপ্ত করা লরি থানায় নিয়ে আসে।

খবর চাউর হতেই রাতে থানার সামনে তৃণমূলের একাধিক দাপুটে নেতার ভিড় জমে। যদিও পুলিশ তাঁদের খুব একটা পাত্তা দেয়নি। থানার এক আধিকারিক বলেছেন, যা হয়েছে সমস্তটাই আইন মেনে। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে গাড়ির বাইরে ডাক পার্সেল লেখা হয়েছিল। এমনকি কনটেনারের পেছনে কোনও নম্বর প্লেট ছিল না।

মোষবোঝাই কনটেনারটি বিহার থেকে অসমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। সেই গাড়ি ছাড়াতে কেন শাসকদলের নেতা হাজির হলেন তা এখনও বোঝা যায়নি। এমনকি পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার পরেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হল না কেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

এদিকে শাসকদলের সংখ্যালঘু সেলের ওই নেতা ঘটনার সাফাই দিতে গিয়ে বলেছেন, 'গরিব ব্যবসায়ীদের পক্ষ নিতেই আমি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে। গাড়িটি ধূপগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। স্থানীয় কয়েকজন খাটাল ব্যবসায়ী মোষগুলি নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নিয়েছিলেন। পুলিশ আটক করতেই তাঁরা আমায় ফোন করেন।' কিন্তু কার থেকে অনুমতি নেওয়া হয়েছিল, নথি ছাড়া এভাবে গবাদিপশু নিয়ে যাওয়া যায় কি না এই প্রশ্নগুলির কোনও উত্তর তিনি দেননি।

ওই নেতা আরও বলেছেন, 'এটি এই এলাকার দীর্ঘদিনের ব্যবসা। এই ব্যবসায় পুলিশের নজরদারি করা ঠিক হয়নি।' তিনি প্রশ্ন তোলেন, কনটেনারের পাশ দিয়েই বোল্ডার পাচার হয়ে গেল, অথচ সেক্ষেত্রে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিল না কেন? এ ব্যাপারে অবশ্য পুলিশের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

কার্সিয়াংয়ে চিতাবাঘের আতঙ্ক

কার্সিয়াংয়ে সচেতনতা প্রচার চলছে।

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : কখনও ঘরের ছাদে বসে থাকছে, আবার কখনও রাস্তায় চলাফেরা করতে দেখা গেল চিতাবাঘকে। আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়েছে কার্সিয়াংয়ের বন সংলগ্ন গ্রামের বাসিন্দাদের। খবর পেতেই মাইকিং করে গ্রামবাসীদের বন বিভাগের তরফে সচেতন করা হচ্ছে।

কার্সিয়াংয়ের সিরিগাঁও, হুইসেল খোলা, ডাওহিল এলাকায় চিতাবাঘের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে। লোকালয়েও বেশ কয়েকবার চিতাবাঘ দেখেছেন গ্রামবাসী। চিতাবাঘের আতঙ্কে অনেকেই সন্তানদের স্কুল, কলেজে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন। তবে চিতাবাঘ যাতে মানুষের কোনও ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য কার্সিয়াং বন বিভাগের তরফে সকাল, বিকেল মাইকিং করে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। মাসখানেক আগেই কার্সিয়াংয়ের রাস্তায় দেখা মিলেছিল ব্ল্যাক প্যান্থারের। এবার চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে বন সংলগ্ন গ্রামগুলোতে।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, কার্সিয়াং ফরেস্ট রেঞ্জে সাত-আটটি লেপার্ড রয়েছে। অন্ধকারে একা যাতে কেউ বাড়ির বাইরে না বেরোয় সেজন্য লাগাতার মাইকিং করা হচ্ছে। চিতাবাঘ যাতে লোকালয়ে না আসে সেজন্য পটকা ফাটাচ্ছেন বনকর্মীরা। কার্সিয়াং রেঞ্জের অফিসার সম্বার্ত সাধু বলেন, 'আমরা গ্রামবাসীর কাছ থেকে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি। গ্রামবাসীর কারও যদি জঙ্গলে প্রবেশ করতে হয় তার জন্য আমাদের অনুমতি নিতে হবে। প্রয়োজনে বনকর্মীরা সঙ্গে যাবে।'

লোকালয়ে কোথাও চিতাবাঘ দেখা গেলে বন দপ্তরে জানালে সঙ্গে সঙ্গেই বনকর্মীরা ব্যবস্থা নেবে বলে জানান কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে। পাশাপাশি তিনি সমস্ত গ্রামবাসীকে সচেতন থাকারও আবেদন জানিয়েছেন।

কী কী সতর্কতা

- রাতে একা বাইরে বেরোনো যাবে না
- প্রয়োজনে দলবেঁধে সঙ্গে টর্চ নিয়ে বেরোতে হবে
- ঘরের আশপাশে আবর্জনা, ফেলা যাবে না
- ছোটদের রাতে একা বাইরে বেরোতে দেওয়া যাবে না
- চিতাবাঘের দেখা মিললেই সঙ্গে সঙ্গেই বন দপ্তরে খবর দিতে হবে

বিধানসভার লক্ষ্যে 'শিকড়ের খোঁজে'

পুরোনোদের ফেরাবে তৃণমূল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : সামনেই বিধানসভা ভোট। তার আগে দলীয় সংগঠনকে আরও চাঙ্গা করতে নয়া কর্মসূচি নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা নেতৃত্ব। 'শিকড়ের খোঁজে' নামে এই কর্মসূচির মাধ্যমে দলের প্রথম দিকের নেতা-নেত্রী যাঁরা পরবর্তীতে বয়সের ভারে বা অন্য কারণে দল থেকে দূরত্ব তৈরি করেছেন তাঁদের কাছে যাবে তৃণমূল। তাঁদের মতামত শুনে, তাঁদের দলের মূলস্রোতে ফেরানো এবং বয়স্কদের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিধানসভা ভোটের আগেই দলের সমস্ত স্তরের সম্মেলনগুলি সেরে ফেলার সিদ্ধান্তও নিয়েছে দলীয় নেতৃত্ব।

সোমবার রাতে শিলিগুড়িতে তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কমিটির বর্ধিত সভা হয়। সেখানে বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। দলীয় সূত্রে খবর, ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত বুথে চলো কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ওই কর্মসূচিতে প্রতিটি বুথে জনসংযোগ করে মানুষের অভাব অভিযোগ শোনা এবং তাঁরা রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলির সুবিধা পাচ্ছেন কি না সেই খোঁজ নেবেন দলের নেতা-নেত্রীরা। ১০ মার্চ থেকে বিধানসভা ধরে ধরে শহরের ওয়ার্ড এবং গ্রামাঞ্চলে অঞ্চল সম্মেলন করা হবে। তার পরেই ব্লক এবং বিধানসভাভিত্তিক সম্মেলন করা হবে। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার মধ্যে থাকা ১৪টি ওয়ার্ডকে নিয়ে পৃথক সম্মেলন হবে। এর পরেই দলের জেলা সম্মেলনও করার পরিকল্পনা রয়েছে। সম্মেলনের কাজগুলি ১০ মে'র মধ্যে শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ জানিয়েছেন।

নয়া কর্মসূচি

- সংগঠনকে চাঙ্গা করতে নয়া কর্মসূচি নিয়েছে তৃণমূল
- পুরোনো নেতা যাঁদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছে তাঁদের কাছে যাবে তৃণমূল
- ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত বুথে চলো কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে
- ১০ মার্চ থেকে বিধানসভা ধরে ধরে শহরের ওয়ার্ড এবং গ্রামাঞ্চলে অঞ্চল সম্মেলন করা হবে

পাপিয়া বলেছেন, 'তৃণমূলের প্রতিষ্ঠার দিন থেকে দলের সঙ্গে ছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে বয়সজনিত বা অন্য কারণে নিজেকে দল থেকে সরিয়ে নিয়েছেন এমন নেতা-নেত্রীদের আমরা খুঁজে বের করব। তাঁদের কাছে গিয়ে বক্তব্য শোনা হবে। যাঁদের এখনও সক্রিয়ভাবে পার্টিকে সময় দেওয়ার সুযোগ রয়েছে তাঁদের পুনরায় সহযোগিতা চাওয়া হবে। বয়সজনিত কারণে যাঁরা সক্রিয়ভাবে আমাদের সঙ্গে হাঁটতে পারবেন না তাঁদেরও পরামর্শ নিয়ে আগামীতে যাতে চলা যায় সেই চেষ্টা করা হবে।'

প্রশ্ন উঠছে, শিলিগুড়িতে তৃণমূলে সক্রিয় নেতা-নেত্রীর সংখ্যা কি কমছে? তাই বসে যাওয়া নেতা-নেত্রীদের ফেরানোর তৎপরতা শুরু হয়েছে? পাপিয়া অবশ্য বলেছেন, 'এমন কোনও বিষয় নেই। আমাদের দলীয় সংগঠন যথেষ্ট শক্তিশালী। কিন্তু আমরা অতীতকেও তো ভুলতে পারি না। সবাইকে নিয়েই এগোতে চাই।' তবে তাঁর বক্তব্য, 'পদলোভী, পদ না পেয়ে অভিমানে বসে যাওয়া নেতা-নেত্রীদের এই কর্মসূচিতে ধরা হচ্ছে না।'

কলকাতায় শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের সঙ্গে সাক্ষাৎ অনীত থাপার।

জমি সমীক্ষা স্থগিত রাখার আর্জি অনীতের

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : দার্জিলিং পার্বত্য এলাকার চা বাগান শ্রমিকদের জমির পাট্টা দেওয়া নিয়ে বিরোধীদের চাপের মুখে পিছু হটল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। মঙ্গলবার কলকাতায় জিটিএ চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের সঙ্গে দেখা করে বর্তমানে শ্রমিকদের দখলে থাকা পুরো জমিরই পাট্টা দেওয়ার দাবি করেছেন। সেই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত পাহাড়ের চা বাগানে জমির পাট্টার সমীক্ষার কাজ বন্ধ রাখার আবেদন করেছেন। শ্রমমন্ত্রী দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন বলে অনীত দাবি করেছেন।

জিটিএ এলাকায় ৮৭টি বড় চা বাগান রয়েছে। এই বাগানগুলিতে শ্রমিকদের জমির পাট্টার দাবি দীর্ঘদিনের। এই দাবি নিয়ে বহু আন্দোলন হয়েছে। ২০২২ সালে অনীত থাপার নেতৃত্বে জিটিএ বোর্ড গঠনের পরে রাজ্য সরকার পাহাড়ের চা শ্রমিকদের পাঁচ ডেসিমাল করে জমির পাট্টা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সেইমতো সমীক্ষার কাজও অনেকটাই হয়েছিল। মিরিকের কয়েকটি পরিবারের হাতে সেই পাট্টার নথিও তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু এরপরেই বিরোধীরা পাঁচ ডেসিমাল জমির পাট্টা দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হন। তাঁরা শ্রমিক মহল্লায় গিয়ে বোঝান যে, পাঁচ ডেসিমাল জমি দিয়ে বাকি জমি কেড়ে নেওয়া হতে পারে। আর এতেই চা বাগানগুলিতে হইচই পড়ে যায়। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝেই জিটিএ রাজ্য সরকারকে বলে সেই সময় জমির সমীক্ষার কাজ বন্ধ করেছিল।

কিন্তু গত বছর থেকে আবার সেই সমীক্ষার কাজ শুরু হয়। মিরিকের চা বাগানে বেশ কয়েকটি পরিবারকে দ্বিতীয় দফায় জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে। জিটিএ দাবি করেছিল যে শ্রমিক পরিবারের দখলে যতটা জমি রয়েছে পুরোটারই পাট্টা দেওয়া হবে। কিন্তু বিরোধীদের বক্তব্য, আইন সংশোধন না করলে একেকটি শ্রমিক পরিবারকে পাঁচ ডেসিমাল জমির বেশি সরকার দিতে পারবে না। বিশেষ করে ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট পাঁচ ডেসিমাল জমির প্রতিবাদে বেশি সরব হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে কলকাতায় গিয়ে এদিন শ্রমমন্ত্রীর কাছে দরবার করেন অনীত। তিনি শ্রমমন্ত্রীকে একটি দাবিপত্র দিয়ে যেটুকু দখলে রয়েছে পুরোটারই পাট্টা দেওয়া হবে বলে এমন বিজ্ঞপ্তি জারি করার অনুরোধ করেছেন। তিনি শ্রমমন্ত্রীকে বলেছেন, বিরোধীরা এটাকে ইস্যু করে পাহাড়ে অশান্তির ছক কষছে। তাই রাজ্য সরকারের নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি না হওয়া পর্যন্ত পাহাড়ের চা বাগানে জমির সমীক্ষার কাজ বন্ধ রাখুক।

ডিপিএস-এর সাফল্য

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : চলতি শিক্ষাবর্ষে আইআইটি জেইই মেইন-এ চমৎকার ফল করল দিল্লি পাবলিক স্কুল, শিলিগুড়ির পড়ুয়ারা। এদের মধ্যে সুমেধা ভট্টাচার্য ৯৯.৭ পার্সেন্টাইল স্কোর করেছে। সে বরাবরই মেধাবী হিসেবে পরিচিত। সুমেধার সাফল্যে ডিপিএস শিলিগুড়ির ম্যানেজমেন্ট ও সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা গর্বিত, উচ্ছ্বসিত। এই প্রতিষ্ঠানের আরও এক ঝাঁক পড়ুয়া জেইই মেইন-এ ভালো ফল করেছে। যেমন- ইয়ানা বিন্দল (৯৭ পার্সেন্টাইল), অনুষ্কা (৯৫.৬), পিউল দাস (৯৩.৫), সৌম্যদীপ গঙ্গোপাধ্যায় (৯৩.৩৯), অর্কদীপ দত্ত (৯২), গৌরব দত্ত (৯০), সুজল আগরওয়াল (৮৯.৭৭) এবং তৃষা সরকার (৮৮.৫৫)। ডিপিএস শিলিগুড়ির অধ্যক্ষা অনিশা শর্মা সফল শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন এবং তাদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন।

লালদাসজোতে খেতে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে টমেটো।

টমেটোয় ধসা, দুশ্চিন্তায় চাষিরা

ফাঁসিদেওয়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি : টমেটোতে ধসা রোগের আক্রমণ বাড়ছে। তার ফলে জেরবার ফাঁসিদেওয়ার টমেটোচাষিরা।

এমনিতেই ফাঁসিদেওয়া কৃষিপ্রধান এলাকা। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই মরশুমে জমিতে টমেটো লাগিয়েছেন। এখন তাতে ধসা রোগের হানায় বিপাকে পড়েছেন কৃষকরা। কীটনাশক দিয়েও মিটছে না এই সমস্যা। চাষ করে লাভ হওয়া তো দূরস্থান, উৎপাদন খরচ উঠবে কি না, সেটা নিয়েই চিন্তা তাঁদের।

শিলিগুড়ি গ্রামীণ এলাকায় এমনিতেই টমেটো চাষের প্রবণতা বেড়েছে। তবে ধসা রোগ সেইসব চাষিদের কাছে দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃষকদের অধিকাংশ কীটনাশক ব্যবহার শুরু করেছেন। ব্লক কৃষি দপ্তরের তরফেও কৃষকদের সুবিধার্থে কীটনাশক সরবরাহ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কাজ হচ্ছে না। ফসল বাঁচানো মুশকিল হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করছেন।

ফাঁসিদেওয়ার ব্লক কৃষি আধিকারিক লোকনাথ শর্মা বলেন, 'এই মুহূর্তে ব্লকের অনেক কৃষক টমেটো চাষ করছেন। সম্প্রতি টানা কুয়াশার জেরে টমেটোতে ধসা রোগের উপদ্রব বেড়ে যেতে পারে। যে সমস্ত কৃষকরা আমাদের দপ্তরে এসেছিলেন তাঁদের কীটনাশক সরবরাহ করা হয়েছে।' তবে ফাঁসিদেওয়া ব্লকে মোট কতজন টমেটো চাষ করেছেন, সেকথা অবশ্য বলতে পারেননি তিনি।

লালদাসজোতের কৃষক সুখলাল সিংহ এক বিঘার বেশি জমিতে টমেটো চাষ করেছেন। তিনি বলছিলেন, 'পুরো জমির ফসলেই ধসার আক্রমণ হয়েছে। খরচের টাকাও উঠবে না। তবে ফসল বাঁচানোর জন্য কীটনাশক দিয়েছি। তাতেও কাজ হচ্ছে না।' জালাস নিজামতারার কৃষক মনোজ রায়েরও মাথায় হাত। দু'বিঘা জমির অনেকটা জুড়েই টমেটো লাগিয়েছেন তিনি। মনোজের কথায়, 'কয়েকদিন আগে ব্যাপক কুয়াশা পড়েছিল। তারপর থেকেই টমেটো নষ্ট হতে শুরু করেছে। অনেক টাকার ক্ষতি হয়ে গেল।'

গবাদিপশু পাচারে জঙ্গি যোগের প্রমাণ

রায়গঞ্জ, ১৮ ফেব্রুয়ারি : দশ মাসে উদ্ধার ৫ কোটি টাকার গবাদিপশু। উত্তরবঙ্গের ওই ঘটনায় তদন্তে জানা গিয়েছে, গোরু পাচারের নেপথ্যে রয়েছে জঙ্গি সংগঠন। জওয়ানদের উপর হামলার আশঙ্কায় দিল্লিতে বিএসএফের সদর অফিস থেকে উত্তরবঙ্গের ফ্রন্টিয়ার আধিকারিকদের সতর্ক বার্তা দেওয়া হয়েছে। পাচারকারীদের হামলায় আহত হয়েছেন কয়েকজন বিএসএফ জওয়ানও।

উত্তর দিনাজপুর জেলার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় গোরু পাচারের নেপথ্যে জেহাদি জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লা বাংলা টিম (এবিটি)। গত দশ মাসে উত্তর দিনাজপুর সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সীমান্ত থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার গোরু উদ্ধারের পর এই ঘটনায় স্তম্ভিত যাওয়ার অবস্থা আধিকারিকদের।

বর্ধমানের খাগড়াগড় বিস্ফোরণের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি) সদস্য, তারিকুল ওরফে সাদিকের সঙ্গে আনসারুল্লার বাংলা টিম (এবিটি) এর অসম মডিউলের মাথা নুর ইসলাম মণ্ডলকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করতে চায় রাজ্য পুলিশের এসটিএফের আধিকারিকরা। গত ডিসেম্বরের অসম এসটিএফ জঙ্গি দমনে নেমে ১৪ জন এবিটি জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করে। তার মধ্যে রয়েছে এই রাজ্যের দুজন। তাদের নাম মিনারুল শেখ আর আব্বাস আলি। ওই দুজনকে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পাশাপাশি এবিটির অসম মডিউলের মাথা নুর ইসলাম মণ্ডল এবং শাদরাডিকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

ধৃত জঙ্গি ভুয়ো নথি দিয়ে নিজের রাজ্য থেকে একাধিক পাসপোর্ট বানিয়েছিল বিভিন্ন নামে। একইসঙ্গে তাদের সন্দেহ, সীমান্তে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরাও এবিটি জঙ্গিদের টার্গেট। ইতিমধ্যে গোরু পাচারে বাধা দেওয়ায় হেমতাবাদ থানার চৈনগর বিওপি সীমান্তে কর্তব্যরত গোয়েন্দা আধিকারিক মহেন্দ্র পাল চৌহান সহ তিনজন বিএসএফের আধিকারিক গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সীমান্তের রাস্তায় টহল দিচ্ছিলেন।

আচমকাই ১৫ জন বাংলাদেশি সীমান্তের তার কেটে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন। ভারতীয় পাচারকারীরা গোরু নিয়ে সীমান্তেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাদের বাধা দিতে গেলে বিএসএফের আধিকারিককে লক্ষ্য করে গুলি করে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয় তিনজন বিএসএফের আধিকারিককে ধারালো চপার দিয়ে খুন করার চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা।

নেশা ছেড়ে সুস্থ জীবনে সর্বহারা কিশোর

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ছেলেটির বয়স মাত্র ১৩ বছর। এখনও দাড়ি-গোঁফ গজায়নি। অথচ এই বয়সেই জীবনের আলো-আঁধার দুটো দিকই দেখে ফেলেছে সে। তার বয়সে অন্যরা যেখানে স্কুল, পড়াশোনা, খেলাধুলো, পরিবারের আদর এসব নিয়ে বাঁচছে, তখন এই ছেলেটি জীবনযুদ্ধে শামিল।

শুরুটা হয়েছিল দুই বছর বয়সে। ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে বাবার মৃত্যু হয়। মাসকয়েকের মধ্যেই মা-কে হারায় ছেলেটি। তারপর থেকে দিদিমাই তার অভিভাবক। ভিক্ষাবৃত্তি করে নাতির মুখে দুটো ভাত তুলে দিতেন দিদিমা। মদ্যপ রিকশাচালক মামার সংসারের প্রতি কোনও দায়বদ্ধতা ছিল না। একটু বয়স বাড়তেই নাতিকে স্থানীয় একটি স্কুলে ভর্তি করে দেন দিদিমা। সেই থেকে শুরু নতুন লড়াই।

ওই স্কুলের এক শিক্ষিকা বলছিলেন, 'ছেলেটি তখন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ছে। একদিন অনেক দেরি করে আসে। আমায় এসে বলে- 'দিদিভাই আমাদের বাড়িতে একটু যেতে পারবে?' কিছুক্ষণ চুপ থেকে নিজেই বলে, ওর দিদিমা নাকি মারা গিয়েছেন।'

একমাত্র আশ্রয় খুইয়ে ওই বয়সে দিশেহারা অবস্থা হয়ে যায় ছেলেটির। মামার সংসারে ঠিকমতো খাবার জুটত না। তাই মাত্র আট বছর বয়সে টোটো চালাতে শুরু করে সে। পরে অন্য একটি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয়। তারপর জীবনে আসে আঁধার।

শুরু হয় অসৎ সঙ্গে ওঠাবসা। নেশা করতে শুরু করে ছেলেটি। এর ফলে একসময় নিজের পাড়ায় ঢোকা বন্ধ হয়ে যায় তার। কিন্তু রাত কেটে দিন তো আসেই। ছেলেটিকে এভাবে অসৎ সঙ্গে চলে যেতে দেখে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারেননি শিলিগুড়ির এক ব্যক্তি। ছেলেটিকে দত্তক নিতে চান তিনি। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে আইনি জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় সেই সময় আর দত্তক নেওয়া সম্ভব হয়নি।

ছবি : এআই

এরপর পেট চালাতে কখনও লোকের বাড়িতে, কখনও বা দোকানে কাজ করতে শুরু করে ছেলেটি। বছরখানেক আগে বিষয়টি নজরে আসে শিলিগুড়ির এক তরুণের। তিনি ওই কিশোরকে নিজের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। পড়াশোনা, খাওয়ার দায়িত্ব নেন। স্ত্রী এবং ছয় বছরের কন্যাসন্তান থাকার পরেও নিজের ছেলের মতোই মানুষ করছেন ওই তরুণ।

সম্প্রতি ওই ছেলেটির সঙ্গে দেখা করে বোঝা গেল, সে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। তার কথায়, 'আর ভুল পথে যাব না। দাদা (দোকানদার তরুণ) বলেছে ভালোভাবে পড়াশোনা করতে।' ওই তরুণের মেয়ে অসুস্থ। একজায়গায় ঠিক করে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে না। তবে ছেলেটিকে নিজের দাদার মতোই ভালোবাসে সে। এতটাই দাদা অন্তপ্রাণ যে, ওকে ছাড়া একবিন্দুও চলে না। হাসিমুখে এমনটাই জানাচ্ছিলেন ওই তরুণ।

জানা যাচ্ছে, ছেলেটির কোনও নথি নেই ওই তরুণের কাছে। তিনি বলছেন, 'আধার কার্ড তৈরি করা গেলে আমি ওর নামে একটা ব্যাংকের বই করে দিতে চাই। প্রতি মাসে অন্তত কিছু টাকা করে ওর নামে জমানো যাবে সেখানে।'

ছেলেটির এভাবে অন্ধকার থেকে আলোয় আসার বিষয়টি শুনে খুশি শহরের সমাজকর্মী সুনন্দা দত্ত সরকার। তিনি বলছেন, 'এই সমাজ একটি শিশুর থাকা-খাওয়া, পড়াশোনার দায়িত্ব নিতে পারেনি। অথচ আইনের প্যাঁচে ওর জীবন ভেসে যেতে বসেছিল। শুনেছি এখন ছেলেটি ভালোই আছে।'

পাগড়ি পরে ধর্না। মঙ্গলবার বিধানসভার গাড়িবারান্দায়।

পাগড়ির ধর্নায় হিন্দুত্বের বার্তা

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : পরিকল্পনা ছিল, বিধানসভা অধিবেশন কক্ষে মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছোলেই কক্ষের বাইরে বিধানসভায় গাড়িবারান্দায় ধর্না ও নকল অধিবেশন শুরু করবে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী জবাবি ভাষণ দেওয়া শুরু করলে ধর্না মঞ্চ থেকে সরকারের সমালোচনায় সরব হবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর জবাবি ভাষণকে ভেস্তে দিতে এটাই ছিল বিজেপির কৌশল। তবে সেই কৌশলে তারা সফল বলে দাবি করলেও তৃণমূলের মতে বিজেপির এই নাটক মানুষ ধরে ফেলেছে।

মঙ্গলবার ঠিক ১২টায় মাথায় গেরুয়া পাগড়ি আর সাদা টি-শার্ট পরে পরিষদীয় দলের ঘর থেকে মিছিল করে গাড়ি বারান্দায় ধর্না মঞ্চে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে পৌঁছোন বিজেপির বিধায়করা। টি-শার্টের সামনে বুকের ওপর লেখা বিবেকানন্দের সেই বাণী 'গর্ব করে বলো আমি হিন্দু'। বুকের ওপর প্ল্যাকার্ডে লেখা, মা সরস্বতীর অপমান মানছি না, মানব না। কারোর প্ল্যাকার্ডে লেখা 'হিন্দুবিরোধী সরকার নিপাত যাক', 'গণতন্ত্রবিরোধী সরকার আর নেই দরকার'। একে একে বিশ্বনাথ কারক, শংকর ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পালের মতো বিজেপির বিধায়করা মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধিতায় সরব হলেন। ঘড়ির কাঁটায় তখন ২টো ৫৩ মিনিট। বিধানসভার অধিবেশনে জবাবি ভাষণ দেওয়া শুরু করলেন মুখ্যমন্ত্রী। চকিতে ধর্না মঞ্চের চেহারা গেল বদলে। এল দুটো সাউন্ড সিস্টেম। হাতে দুটো মাইক্রোফোন নিয়ে সরকারবিরোধী তর্জায় নামলেন বিরোধী দলনেতা স্বয়ং।

নিয়মমাফিক ভাষণ চললেও প্রতি মুহূর্তে নজর মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে। মহাকুম্ভ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পরেই পালটা হুঁশিয়ারি দিয়ে সরব হন শুভেন্দু। এভাবেই চলল প্রায় এক ঘণ্টা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ আর শেষ হয় না। কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রী যতক্ষণ অধিবেশন কক্ষে ভাষণ দেবেন ততক্ষণই পালটা ভাষণ চালিয়ে যাবেন শুভেন্দু। মুখ্যমন্ত্রীর লাইভ টেলিকাস্টের সঙ্গে পাল্লা দিতে ফেসবুক লাইভের পরিকল্পনা ছিল শুভেন্দুর। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের জন্য বরাদ্দ ছিল ৪০ মিনিট। সেটা বেড়ে ঘণ্টাখানেক হবে এটা ধরেই নিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু এক ঘণ্টার পরেও মুখ্যমন্ত্রী ভাষণ চালিয়ে যাওয়ায় থামতে হল শুভেন্দুকে। তবে শুভেন্দুর ভাষণ থামলেও চলল স্লোগান। জয় শ্রী রাম থেকে জয় মহাকুম্ভ। ঘুরেফিরে এল সবকিছুই। আর এসবের মধ্যেই বার বার খোঁজ নেওয়া চলল মুখ্যমন্ত্রী কি থামলেন? এভাবেই চলল দিনভর তৃণমূল-বিজেপির লুকোচুরি খেলা। ধর্না মঞ্চে বাজল শাঁখ, কাঁসি, বাঁশি। কবিয়াল বিধায়ক অসীম সরকারের লোকগানও পরিবেশিত হল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ আর থামে না। প্রায় দেড় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ভাষণ দেওয়ার পর অবশেষে থামলেন মুখ্যমন্ত্রী। অধিবেশন কক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর 'জয় বাংলা' স্লোগান শুনে হাঁফ ছেড়ে বাজল বিজেপি।

ভাঙচুরের কথায় চ্যালেঞ্জ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভায় ভাঙচুরের ঐতিহাসিক ঘটনায় তিনি যুক্ত ছিলেন না বলে মঙ্গলবার বিধানসভায় দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'অনেকে বলছে আমি নাকি সেদিন বিধানসভায় ভাঙচুর করেছিলাম। আমাকে সিঙ্গুরে ঢুকতে দেয়নি। তাই আমি বিধানসভায় তৎকালীন বিরোধী দলনেতা পার্থদার (পার্থ চট্টোপাধ্যায়) সঙ্গে আমি বিধানসভায় দেখা করতে এসেছিলাম। কিন্তু আমাকে সেদিন ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তাই আমার দলের বিধায়করা ক্ষুব্ধ হয়ে কিছু গোলমাল করেছিল। কিন্তু আমি একটা জিনিসে হাত দিইনি। তার প্রমাণও আছে।'

টাটাদের ন্যানো গাড়ি কারখানার জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২০০৬ সালে ৩০ নভেম্বর সিঙ্গুরে ধর্নায় বসার কর্মসূচি নিয়েছিলেন তৎকালীন বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভায় থাকা তৃণমূল বিধায়করা সেদিন বিধানসভায় ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়েছিলেন। মঙ্গলবার ভাঙচুর প্রসঙ্গে মমতাকে কটাক্ষ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর ওই বক্তব্যের জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

ইস্পাত কারখানায় আগ্রহী ছয় সংস্থা

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যে এই মুহূর্তে ৬টি ইস্পাত কারখানা তৈরিতে আগ্রহী বিনিয়োগকারীরা। মঙ্গলবার বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের ওপর বক্তৃতা দিতে উঠে এই তথ্য জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'এবারের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৫৯৫ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে। এবারের সম্মেলনে ২১২টি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর আগের বাণিজ্য সম্মেলনগুলিতে ১৯ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছিল। তার মধ্যে এই রাজ্যে ১৩ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়ে গিয়েছে। বাকি টাকার বিনিয়োগের কাজ চলছে। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে ২ কোটি কর্মসংস্থান হয়েছে। আরও ৬টি ইস্পাত কারখানা এই রাজ্যে আসতে চাইছে। কারণ, বিনিয়োগের সেরা ডেস্টিনেশন বাংলা। আগামী দিনে এই রাজ্য গোটা বিশ্বের কাছে বিনিয়োগের আদর্শ স্থান হয়ে উঠবে।' এদিন মমতা আরও জানান, দেউচা পাচামিতে কাজ শুরু হয়েছে। সেখানে ১ লক্ষ কর্মসংস্থান হবে। এছাড়াও তাজপুর গভীর সমুদ্রবন্দরেও বিনিয়োগ হবে।

ধর্ষণে ফাঁসির সাজা

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : বড়তলায় ৭ মাসের শিশুকন্যাকে ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত তরুণের ফাঁসির সাজা ঘোষণা করল ব্যাংকশাল আদালত। এই মামলায় সোমবার অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। মঙ্গলবার রায় ঘোষণা করে আদালত মন্তব্য করে, এই ঘটনা বিরল থেকে বিরলতম। এই ধরনের মানুষের সমাজে বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই। মেয়েটির দেহ নিয়ে খেলা করা হয়েছে। তাই মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কোনও শাস্তি হতে পারে না। সঙ্গে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে।

স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাবে বিদ্ধ শুভেন্দু

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : সাসপেন্ডের পর এবার বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ। সোমবার বিধানসভায় সরস্বতী কাণ্ডে হইচইয়ের জেরে শুভেন্দু সহ ৪ বিজেপি বিধায়ককে আগামী ৩০ দিনের জন্য সাসপেন্ড করেছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যক্ষের সেই সিদ্ধান্তের পালটা জবাব দিতে গিয়ে তাঁর করা মন্তব্যে মঙ্গলবার স্বাধিকার ভঙ্গের মুখে পড়তে হল বিরোধী দলনেতাকে।

যদিও তাঁর বিরুদ্ধে সরকারের সাসপেনশন ও স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ দুটোকেই কার্যত তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন শুভেন্দু। বলেন, 'গত চার বছরে চারবার সাসপেন্ড করেছে আমাকে।' এর পিছনে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করে চক্রান্তের অভিযোগ করেছেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'বিরোধী দলের কণ্ঠ রোধ করতেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই চক্রান্ত। ওয়েলে নেমে প্রতিবাদ করার জন্য, কাগজ ছোড়ার জন্য যদি আমাকে সাসপেন্ড করতে হয় তাহলে মুখ্যমন্ত্রীকে মনে করিয়ে দিতে চাই, ২০০৫-এ ৪ অগাস্ট লোকসভায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কে কাগজ ছুড়েছিলেন ডেপুটি স্পিকারের দিকে।'

মহাকুম্ভ এখন মৃত্যুকুম্ভ : মমতা

গঙ্গাসাগরের সঙ্গে তুলনা টেনে নিশানা পদ্মকে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মহাকুম্ভে একের পর এক দুর্ঘটনায় আগেই কেন্দ্রীয় সরকার ও উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারের দিকে নিশানা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের ওপর বক্তৃতা দিতে উঠে ফের 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মহাকুম্ভ এখন মৃত্যুকুম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কুম্ভের প্রতি আমার ভক্তি আছে। কিন্তু যেভাবে পরিকল্পনা ছাড়াই সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এখনও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা যথেষ্ট উদ্বেগের।'

কুম্ভে পদপিষ্টের ঘটনায় ৩০ জন মারা গিয়েছেন বলে দাবি করেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকারের এই দাবিকে সন্দেহজনক মনে করে এদিন মমতা বলেন, 'বলছে নাকি ৩০ জন মারা গিয়েছেন। কত হাজার জন মারা গিয়েছেন? মৃতদেহ নিয়ে যাঁরা হাইপ তুলছেন, আর কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছেন, তাঁদের আমি ঘৃণা করি।' এদিন কুম্ভের ঘটনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে গঙ্গাসাগর মেলার

প্রসঙ্গও টানেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'গঙ্গাসাগর মেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ আসেন। অনেকটা রাস্তা জলপথে তাঁদের যেতে হয়। কিন্তু আমরা সুষ্ঠু পরিকল্পনা করি। মেলা চলাকালীন কোনও ভিআইপিকে সেখানে পাঠাই না। কারণ লালবাতি নিয়ে ভোঁ ভোঁ করে গেলে মানুষের সমস্যা হয়। মেলা সুষ্ঠুভাবে করতে কয়েকজন মন্ত্রী ও অফিসারকে আমরা আগে থেকে সেখানে পাঠিয়ে দিই।' এরপরই মমতা বলেন, 'এইসব সিরিয়াস বিষয় নিয়ে এত হাইপ তুলতে নেই। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে হয়। এত মানুষ মারা গেলেন, ক'টা কমিশন করেছেন? এমনকি আমাদের রাজ্যে যে মৃতদেহগুলি এসেছে, সেগুলির জন্য একটি ডেথ সার্টিফিকেট পর্যন্ত দেননি। এরপর তো বলবেন যে হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছেন। তাতে আর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।'

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, 'অক্ষয় তৃতীয়ায় দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন হবে। সেখানেও অনেক মানুষ যাবেন। আমি বলব, সবাই একসঙ্গে যাবেন না। ধীরেসুস্থে যান। আমরা গঙ্গাসাগরমেলা যেভাবে পরিকল্পনা করে করি, দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনও একইভাবে পরিকল্পনা করেই করা হবে।'

পার্থ ফের জেলে

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : হাসপাতাল থেকে মঙ্গলবার ছাড়া পেলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সেখান থেকে বেরোনোর পর প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। অন্যদিকে, নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের মামলায় ৩১ মার্চ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। যদিও একাধিক শর্ত বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তবে, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কুন্তল ঘোষের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করেছে সিবিআই।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা টুম্পা দলুই - কে 01.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 80D 29545 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমি একজন মহিলা হিসাবে নিজেকে গর্বিত বোধ করছি। আমি বর্তমানে আমার পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে পারবো। ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির মাধ্যমে আমার কাজ অনেক সহজতর হয়ে গিয়েছে এবং আমি একজন কোটিপতি হতে পেরেছি। আমার কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আমার পরিবারের আর্থিক স্থিতি বজায় রাখা এবং আমি এটা পালন করতে সক্ষম হচ্ছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

সম্পাদকীয়

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৭১ সংখ্যা, বুধবার, ৬ ফাল্গুন ১৪৩১

অশুভ উন্মাদনা

মহাকুম্ভ ও উরস উৎসবের সময়টা প্রায় কাছাকাছি। আপন আপন ধর্মবিশ্বাসে মানুষের এসবে শামিল হওয়া নিশ্চয়ই স্বাভাবিক প্রবণতা। উৎসবগুলি যাতে নিরুপদ্রবে উতরে যায়, সকলে নিজের ধর্মাচরণ যাতে নির্বিঘ্নে করতে পারেন, তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের, সরকারের অবশ্য কর্তব্য। ধর্মনিরপেক্ষ দেশের পাশাপাশি সাংবিধানিকভাবে নির্দিষ্ট কোনও ধর্মের রাষ্ট্রেরও একই কর্তব্য হওয়া উচিত। ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত দেশেও রাষ্ট্রীয় ধর্মের পাশাপাশি ভিনধর্মাবলম্বীরা থাকতে পারেন।

সেই 'অপর' ধর্মবিশ্বাসীরা যদি দেশের নাগরিক হন, তাহলে তাঁদের ধর্মাচরণের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় রেষারেষি কিংবা ভিনধর্মের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে সেই অধিকার থেকে বঞ্চনার ঘটনা আজকাল আকছার ঘটছে। বারোয়ারিপুজোয় বাধাদান এখন সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ভারত ও বাংলাদেশে প্রায়ই হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের স্কুলে সরস্বতীপুজো করতে দেওয়া হয়নি বলে চর্চায় বেশ কিছু অভিযোগ আছে। বাংলাদেশে দুর্গা, সরস্বতী- দুই দেবীর পুজোয় মণ্ডপে হামলা পর্যন্ত হয়েছে।

উভয় ক্ষেত্রে প্রশাসনকে কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। আবার দুই দেশের মধ্যে টানাপোড়েনের জেরে দীর্ঘদিন পর এবার উরস উৎসবে বাংলাদেশের ভক্তপ্রাণ মুসলিমদের মেদিনীপুরে আসা স্থগিত হয়ে গিয়েছে। কোচবিহার জেলার হলদিবাড়িতে হুজুর সাহেবের মেলায় দীর্ঘদিন থেকে ওপার বাংলা থেকে আসা বন্ধ হয়ে রয়েছে। দু'দেশের সরকারই পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এই ধর্মীয় কর্মসূচিগুলিতে সকলের অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

আবার প্রয়াগরাজের কুম্ভে গিয়ে আপন ধর্মীয় আচার পালন করতে গিয়ে বাধা পেয়েছেন অনেকে। অথচ মাজার বা গির্জায় বেড়াতে যাওয়ায় যেমন বাধা নেই, তেমনই হিন্দু ধর্মের অনুগামী না হলেও কুম্ভে কিংবা মন্দির দেখে আসতে সকলের অধিকার থাকা উচিত। সেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হলেও তার প্রতিকারে কোনও দেশ এগিয়ে আসছে না। বাংলাদেশে লালনমেলা, বসন্ত উৎসবের মতো সংস্কৃতিচর্চায় বাধা দেওয়া হচ্ছে নির্দিষ্ট ধর্মীয় বিধিতে না থাকার যুক্তিতে।

সরকার সকলের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক আচার পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত তো করছেই না। উপরন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীরব থাকছে। কখনও নামমাত্র সমালোচনা বা এসব বরদাস্ত করা হবে না বলে নীচুস্বরে বিবৃতি দিয়ে দায় সারছে। তার মধ্যে শুরু হয়েছে ভিনধর্মের উপাসনাস্থল বা ঐতিহ্যের স্মারক বলপূর্বক ভেঙে ফেলার হিড়িক। ভারতে বাবরি মসজিদকে ধূলিসাৎ করার মধ্যে দিয়ে যার সূচনা।

বাংলাদেশে আবার অনেক মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ হচ্ছে প্রায়ই। ভারতে একের পর এক মুসলিম ধর্মীয় স্থানে হিন্দু দেবতার অধিষ্ঠান কোনও সময় ছিল যুক্তি দেখিয়ে তা দখলের চেষ্টা হচ্ছে। বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়ার পাশাপাশি আদালতে একের পর এক মামলা হচ্ছে। সেই মামলার সংখ্যা এত বেড়ে যাচ্ছে যে, শেষপর্যন্ত সদ্য সুপ্রিম কোর্টকে বলতে হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। আর একটি নতুন মামলাও করা যাবে না।

ঐতিহাসিক সত্য যে, অতীতে ভারতে বহুবার ভিনদেশ থেকে মুসলিম হানাদাররা এসে শাসন কায়েমে কিছু হিন্দু প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছিল। কিন্তু কালক্রমে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শক-হুন-দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন' বাস্তব চেহারা পেয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের চেহারা নিশ্চিত করতে তাই স্বাধীন দেশে আইন হয়েছিল, ১৯৪৭-এর ১৫ অগাস্ট যে ধর্ম প্রতিষ্ঠানের যা চেহারা ছিল, তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

সেই আইনকে চ্যালেঞ্জ করার যে হিড়িক চলছে, তার মধ্যে আর যাই হোক পরমতসহিষ্ণুতা নেই, পরধর্মের প্রতি মর্যাদাবোধ নেই। দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র অটুট রাখার তাগিদ নেই। বরং ইতিহাসকে মুছে ফেলার মরিয়া চেষ্টা আছে। যেভাবে হাসিনা পরবর্তী জমানায় স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, মুক্ত চেতনার ঐতিহ্য ধ্বংসের উন্মত্ত প্রয়াস চলছে, কোনও দেশ, কোনও ধর্মের অনুসারীদের জন্যই এই পরিস্থিতি শুভ নয়। বরং এ এক আত্মঘাতী উন্মাদনা।

অমৃতধারা

ভগবৎ দর্শন নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী হয়। যে যে স্তরে উঠেছে, সে সেই স্তরের সত্য দর্শন পায় মাত্র। তার বেশি সে দেখতে পায় না কারণ দেখলেও কিছু বুঝতে কি ধারণা করতে পারে না। হিন্দুর বেদান্ত প্রত্যক্ষ এবং জাগ্রত, এর মতো মধুর আর কিছুই নাই। বেদান্ত জ্ঞান হইলেই প্রকৃত প্রেমিক হওয়া যায়, ভাবের সম্যক বিকাশ তখনই হয়, কেননা ভাব তখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু-পরমাণুতে তার অনুভূতি হয়। বৈদান্তিক কৃষ্ণকে যেমন বোঝেন, ভক্তিপন্থীও তেমন বুঝতে পারেন না। যার বিষয় কিছু জানলাম না, বুঝলাম না, শুধু শুধু কি তার উপর তেমন টান হয়? তা হয়না। জ্ঞানেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

-স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব

আলোচিত

আপনারা ক্রিসমাসে লাইটিং করেই খুব গর্ব করেন। ওদিকে বলা হচ্ছে, ১০ শয্যার হাসপাতাল যথেষ্ট। গ্রামের মানুষ চিকিৎসা না পেয়ে এই হাসপাতাল থেকে ওই হাসপাতালে ছুটে বেড়ান। একবার আমার হোমটাউন চেন্নাইয়ে আসুন, চিকিৎসকরা কী করেন দেখুন।

-টিএস শিবজ্ঞানম
(কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি)

ভাইরাল

অটোয় কত লোক উঠতে পারে? ১৯ জন! সম্প্রতি ঝাঁসির রাস্তায় পুলিশ একটি অটোতে তল্লাশি চালায়। অটো থেকে যাত্রীদের নেমে আসতে বলা হয়। চালক সহ ১৯ জন ছিল অটোতে। চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ। ভাইরাল ভিডিও।

আজ

১৯১৫

আজকের দিনে প্রয়াত হন স্বাধীনতা সংগ্রামী গোপালকৃষ্ণ গোখলে।

১৮৬১

রানি রাসমণির জীবনাবসান হয়েছিল আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

এক মহাভয়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। মনে হল- আমিত্বের নাশেই মরণ, সেই মরণ আমার সামনে, অতি নিকটে। সামলাতে না পেরে চিৎকার করে উঠলাম, ওগো, তুমি আমার এ কি করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝেছিলেন, নরেন নররূপী নারায়ণ

শংকর

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। তাঁর জন্মতিথি পালন করা হলেও ইংরেজি তারিখটিকেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। রামকৃষ্ণদেবের সেই জন্মতারিখটি ১৮ ফেব্রুয়ারি। সবে আমরা পেরিয়ে এলাম দিনটি। এমন পরম পুরুষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আরেক মহামানবের। তিনি নরেন্দ্রনাথ, পরবর্তীকালের বিবেকানন্দ। কেন এবং কীভাবে সাক্ষাৎ, কিছু আপাত না চেনা কথা আমরা ইতিহাস খুঁড়ে উল্লেখ করতে পারি।

স্বামীজিরা ছিলেন দশ ভাইবোন। নরেন্দ্রনাথ ষষ্ঠ সন্তান। এঁদের সম্বন্ধে আজও বহুকিছু অজানা। কিছু কিছু কথা বিবেকানন্দ নানা সময়ে উল্লেখ করেছেন। সেগুলি থেকে দু-এক আঁজলা আমরা পাঠকদের জন্য তুলে ধরতে পারি। গর্ভধারিণী ভুবনেশ্বরী ছিলেন মা-বাবার একমাত্র সন্তান। স্বামীর আকস্মিক অকালমৃত্যু ও বড়ছেলের গৃহত্যাগের পর নিঃসম্বল অবস্থায় তাঁর একমাত্র আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে উত্তর কলকাতার রামতনু বসু লেনের পিত্রালয়। অসহায়া কন্যার পাশে সারাজীবন দাঁড়িয়েছেন জননী রঘুমণি বসু। স্বামীজিও তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। যাইহোক, মায়ের আকস্মিক মৃত্যু হলে মায়ের অবস্থা কী হবে, কীভাবে ভরণ-পোষণ হবে, তার মর্মস্পর্শী ইঙ্গিত রয়েছে স্বামীজির চিঠিতে।

আমরা কথায় ফিরব সেই সময়ে, যখন পিতাকে হারিয়ে নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী দিশেহারা। কালচক্রে রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা সরাসরি স্বামীজির নিজের কথা তুলে ধরব এখানে। নরেন্দ্রনাথের জন্মের পর তাঁর পিতৃদেব একটি জন্মকুণ্ডলী করান, কিন্তু তিনি তা পুত্রের কাছে কখনও প্রকাশ করেননি। পিতৃদেবের মৃত্যুর পর কিছু কাগজপত্রের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ সেই জন্মকুণ্ডলী খুঁজে পান। তাতে তিনি দেখেন, তাঁর পরিব্রাজক হওয়ার কথা সেখানে নির্দিষ্ট ছিল।

ছোটবেলা থেকেই ধর্ম ও দর্শনচর্চায় নরেন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি শাস্ত্রের উপদেশ মেনে চলার চেষ্টা করেন। বুঝতে পারেন, মানুষের পক্ষে ত্যাগই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। পরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর বুঝতে পারেন, 'আমাদের যা শ্রেষ্ঠ আদর্শ তা তিনি জীবনে পরিণত করেছেন। ফলে শ্রীরামকৃষ্ণ যে পথের পথিক, সেই পথ অবলম্বন করবার প্রবল আকাঙ্খা আমার মধ্যেও জেগে উঠল। আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করবার সংকল্প নিলাম।' বিবেকানন্দ বলেছেন, 'এক বৃদ্ধকে আমি গুরুরূপে পেয়েছিলাম, তিনি অদ্ভুত লোক। পাণ্ডিত্য তাঁর কিছুই ছিল না। পড়াশোনাও বিশেষ করেননি। কিন্তু শৈশব থেকেই সত্যের প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করার তীব্র আকাঙ্খা তাঁর মনে জেগেছিল। স্বধর্ম-চর্চার মধ্য দিয়ে তাঁর সাধনার শুরু। পরে তিনি অন্যান্য ধর্মমতের মধ্যে দিয়ে সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় একের পর এক অন্য ধর্মসম্প্রদায়ে যোগদান করলেন। কিছুকাল তিনি সম্প্রদায়গুলির নির্দেশ অনুযায়ী সাধন করতেন, সেই সেই সম্প্রদায়ের ভক্তদের সঙ্গে বাস করে তাদের ভাবাদর্শে তন্ময় হয়ে থাকতেন। কয়েক বছর পরে আবার তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ে যেতেন। এইভাবে সব সাধনার শেষে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, সব মতই ভালো। কোনও ধর্মমতেরই তিনি সমালোচনা করতেন না। তিনি বলতেন, বিভিন্ন ধর্মমতগুলো একই সত্যে পৌঁছোবার বিভিন্ন পথ মাত্র। তিনি আরও বলতেন, এতগুলো পথ থাকা তো খুবই গৌরবের বিষয়, কারণ, ঈশ্বরলাভের পথ যদি একটিমাত্র হত, তবে সেটা একজন ব্যক্তির পক্ষেই উপযোগী হত। পথের সংখ্যা যত বেশি থাকবে, ততই আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে সত্যলাভের বেশি সুযোগ ঘটবে। যদি এক ভাষায় শিখতে না পারি, তবে আরেক ভাষা শিখবার চেষ্টা করব, সব ধর্মমতের প্রতি তাঁর এমনই গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

হাজার হাজার লোক এই অপূর্ব মানুষটিকে দেখতে এবং সরল গ্রাম্যভাষায় তাঁর উপদেশ শুনতে আসতে লাগল। তাঁর প্রত্যেকটি কথায় বিশেষ শক্তি মেশানো থাকত। তাঁর প্রত্যেক কথা হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে দিত। অদ্ভুত এই মানুষটি সেকালের ভারতের রাজধানী এবং আমাদের দেশের শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র, যেখানে প্রতি বছর শত শত সন্দেহবাদী ও জড়বাদীর সৃষ্টি হচ্ছিল, সেই কলকাতা শহরের কাছে বাস করতেন। তবু অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী, অনেক সন্দেহবাদী এবং অনেক নাস্তিক তাঁর কাছে এসে তাঁর কথা শুনতেন। এমন আশ্চর্য মানুষটির খবর একসময় পেলেন নরেন্দ্রনাথ। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন, 'এই মানুষটির খবর পেয়ে আমিও তাঁকে দর্শন করতে গেলাম। কিন্তু তাঁকে একজন সাধারণ লোকের মতো বোধ হল, কিছু অসাধারণত্ব খুঁজে পেলাম না।'

প্রথম দর্শন দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে। তাঁরই ঘরে। সেইদিন দুটি গান গেয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ। গান শুনে তাঁর ভাব হয়ে গিয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ রামবাবুদের জিজ্ঞেস করলেন, 'এ ছেলেটি কে? আহা কি গান!' গান তো গাইলেন নরেন্দ্রনাথ। কিন্তু তার পরেই ঠাকুর হঠাৎ উঠে আমার হাত ধরে তাঁর ঘরের উত্তরের দিকের বারান্দায় নিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজাটি বন্ধ করে দিলেন। তখন শীতকাল, উত্তুরে হাওয়া আটকাবার জন্যে বারান্দাটা ঝাঁপ দিয়ে ঘেরা ছিল। তাই বাইরের কাউকে আর দেখা যাচ্ছিল না। তারপর তিনি সেখানে যা বললেন এবং করলেন তা কল্পনাতীত। তিনি হঠাৎ নরেন্দ্রনাথের হাত ধরে চোখের জল ফেলতে ফেলতে পূর্ব পরিচিতের মতো বলতে লাগলেন, 'এতদিন পরে আসতে হয়? আমি তোমার জন্যে যে কীভাবে প্রতীক্ষা করে আছি, তা একবার ভাবতে নেই? বিষয়ী লোকের কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝলসে গেল, প্রাণের কথা কাউকে বলতে পাইনে।'

এইভাবে অনেক কথা বলতে লাগলেন। সেইসঙ্গে কাঁদতেও লাগলেন। তারপর নরেন্দ্রনাথের সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, 'জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি— নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি দূর করবার জন্যে আবার শরীর ধারণ করেছ।' ইত্যাদি।

নরেন্দ্রনাথ তো শুনে নির্বাক। স্তম্ভিত। মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এ তিনি কাকে দেখতে এসেছেন? এ তো একেবারে উন্মাদ। নাহলে বিশ্বনাথ দত্তের পুত্রকে এইসব কথা কেউ বলে! নরেন্দ্রনাথ চুপ করে গেলেন। ঘরের ভিতর গিয়ে ঠাকুর মাখন, মিছরি ও কতকগুলি সন্দেশ এনে নরেন্দ্রনাথকে নিজে হাতে খাওয়াতে লাগলেন। নরেন্দ্রনাথ বারবার বললেন, 'খাবারগুলো আমাকে দিন, আমাদের সঙ্গীদের সঙ্গে ভাগ করে খাব।' কিন্তু ঠাকুর কিছুতেই সেসব কথা শুনলেন না। বললেন, 'ওরা খাবে এখন, তুমি খাও।' বলেই হাতে যা ছিল সব নরেন্দ্রনাথকে খাইয়ে তবে নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর তাঁর হাত ধরে বললেন, 'বলো, তুমি শীঘ্র আর একদিন একা আমার কাছে আসবে!'

ঠাকুরের এই একান্ত অনুরোধ এড়াতে পারলেন না নরেন্দ্রনাথ। মুখে বললেন, 'আসব'। তারপর নরেন্দ্রনাথ আবার ঘরে এসে সঙ্গীদের পাশে বসলেন। সেখানে বসেই ঠাকুরকে লক্ষ করতে লাগলেন নরেন্দ্রনাথ। না, ইনি তো উন্মাদ নন। তাঁর চালচলন, কথাবার্তা ইত্যাদিতে উন্মাদের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। বরং ভক্তদের প্রতি তাঁর উপদেশ শুনে ও তাঁর অদ্ভুত ভাবসমাধি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তখন নরেন্দ্রনাথের মনে হল, তিনি সত্যি-সত্যি একজন ঈশ্বর-জানিত মানুষ। তিনি মুখে যা বলছেন, তা তিনি নিজেও অনুভব করেছেন। তাই ধীরে ধীরে তাঁর দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন নরেন্দ্রনাথ, 'মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?' বিন্দুমাত্র দেরি না ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, দেখেছি। তোমাদের যেমন দেখছি, তোমাদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলছি, ঠিক তেমনি ভাবেই তাঁকে দেখা যায় ও তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়। কিন্তু কে তা চায়? লোকে স্ত্রী, পুত্র, ধন-সম্পত্তি ইত্যাদির শোকে কত চোখের জল ফেলে, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে ওইরূপ করে? তাঁকে পাবার জন্যে কেউ যদি তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকে, তবে তিনি নিশ্চয়ই তাকে দেখা দেন।'

ঠাকুরের এই উত্তর শুনে নরেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করলেন, মানুষটি তাঁর নিজ উপলব্ধি থেকেই কথাগুলো বলছেন। কিন্তু কোনও ভাবেই একটু আগে উন্মাদের মতো তাঁর আচরণের সঙ্গে এই কথার সামঞ্জস্য খুঁজে পেলেন না। তা সত্ত্বেও মনে হতে লাগল, উন্মাদ হলেও ইনি মহাত্যাগী ও মহাপবিত্র এবং শুধু এই জন্য মানবহৃদয়ের শ্রদ্ধা, পূজা ও সম্মান পাবার যথার্থ অধিকারী। এইসব নানাবিধ চিন্তা করতে করতে সেদিন ঠাকুরকে প্রণাম করে নরেন্দ্রনাথ বিদায় নিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়বার দুজনের দেখা সেই দক্ষিণেশ্বরে। সেবার নরেন্দ্রনাথকে দেখে স্তব করেছিলেন ঠাকুর। বলতে লাগলেন, 'নারায়ণ, তুমি আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছ!'

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি যে কলকাতা থেকে অনেকটা দূরে তা প্রথমবার গাড়িতে গিয়ে নরেন্দ্রনাথ ঠিক ঠাহর করতে পারেননি। তারপর গিয়েছেন হাঁটাপথে। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে করে পৌঁছে গেলেন কালীবাড়ি। সোজা চলে গেলেন ঠাকুরের ঘরে। নরেন্দ্রনাথ দেখলেন, ঠাকুর তাঁর ছোট তক্তপোশখানির উপরে বসে আছেন। নরেন্দ্রনাথকে দেখেই তিনি আনন্দের সঙ্গে ডেকে তাঁর বিছানার উপর বসালেন। বসেই দেখলেন, তিনি যেন কীরকম ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছেন। এবং নরেন্দ্রনাথের উপর স্থির দৃষ্টি রেখে অস্পষ্ট স্বরে কিছু বলতে বলতে তাঁর দিকে সরে এলেন।

নরেন্দ্রনাথ ভাবলেন, আগের দিনের মতো বুঝি আবার একটা পাগলামি করবেন। কিন্তু তা নয়। ঠাকুর করলেন কী, তাঁর ডান পা নরেন্দ্রনাথের গায়ের উপর রাখলেন। ওই স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে একটা অদ্ভুত উপলব্ধি হল। চোখ মেলে নরেন্দ্রনাথ দেখলেন, দেয়ালগুলো ও ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র বেগে ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে কোথায় যেন সব অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বিবেকানন্দ বলেছেন, 'আমার আমিত্ব সহ সারা বিশ্বটাই যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে বিলীন হতে ছুটেছে। তখন আমি এক মহাভয়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। মনে হল— আমিত্বের নাশেই মরণ, সেই মরণ আমার সামনে, অতি নিকটে। সামলাতে না পেরে চিৎকার করে উঠলাম, ওগো, তুমি আমার এ কি করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন!'

নরেন্দ্রনাথের কথা শুনে সেদিন ঠাকুর উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলেন। হাত দিয়ে বুকে টুক টুক করে চাপড় দিয়ে বললেন, 'তবে এখন থাক, একেবারে কাজ নেই, কালে হবে।' আশ্চর্যের বিষয়, ঠাকুর একথা বলতে না বলতেই নরেন্দ্রনাথের ওই অদ্ভুত উপলব্ধি নিমেষে থেমে গিয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে এই দুই মণি-কাঞ্চনযোগে সমাজে, দেশে, বিশ্বে কী ঘটেছে তা কম-বেশি সকলের জানা।

জনমন জনমত

দলের নাম বাংলা, ক্রিকেটার ভিনরাজ্যের

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) শুধুমাত্র একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট নয়, এটি একটি আবেগ এবং গর্বের বিষয়। প্রতিটি রাজ্যের মানুষ চান, তাঁদের অঞ্চলের খেলোয়াড়রা দলকে নেতৃত্ব দিক, মাঠে পারফর্ম করুক। কিন্তু বাঙালিদের জন্য এক দুঃখজনক সত্য হল, কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর), যাতে বাংলার নাম রয়েছে, সেই দলে বাঙালি খেলোয়াড়ের সংখ্যা একেবারে হাতেগোনা, কখনো-কখনো শূন্য।

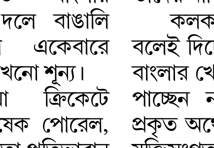

বাংলার ঘরোয়া ক্রিকেটে ঋদ্ধিমান সাহা, অভিষেক পোরেল, অনুষ্টুপ মজুমদারের মতো প্রতিভাবান ক্রিকেটাররা থাকলেও কেকেআর তাদের নিয়মিত সুযোগ দেয় না। আইপিএলে যেভাবে কর্ণাটক, তামিলনাড়ু বা মুম্বই খেলোয়াড়রা সুযোগ পান, সেভাবে বাংলার ক্রিকেটারদের কেকেআর দলে দেখা যায় না। বাংলার মানুষ চান তাঁদের নিজস্ব খেলোয়াড়দের মাঠে দেখতে। স্যোশাল মিডিয়ায় বহুবার কেকেআরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু তবুও দল তাদের নীতিতে পরিবর্তন আনেনি।

কলকাতা নাইট রাইডার্স নামটি বলেই দিচ্ছে এটি বাংলার দল। কিন্তু বাংলার খেলোয়াড়রা যেখানে সুযোগ পাচ্ছেন না, সেখানে এই দলকে প্রকৃত অর্থে বাংলার দল বলা কতটা যুক্তিসংগত - এটাই বড় প্রশ্ন।

রিতম হালদার
সংহতি মোড়, শিলিগুড়ি।

মুক্ত অরণ্যনীতিতে বনাঞ্চলের বিপদ

প্রবেশ অবাধে মুক্ত অরণ্যনীতিতে বন ও বন্যপ্রাণের বিপদের সম্ভাবনাই প্রবল। প্রবেশ অবাধ ও প্রবেশমূল্য পূর্ণ প্রত্যাহারের ফলে অরণ্য যেন হয়ে উঠেছে আমোদক্ষেত্র। সবচেয়ে বেশি অবহেলিত উত্তরবঙ্গের অরণ্য ও বন্যপ্রাণ। কংক্রিটের রাহুগ্রাস থাবা বসিয়েছে অরণ্যে, বেড়েছে অপরিকল্পিত পর্যটনক্ষেত্র। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পে পর্যটনের নামে স্বার্থান্বেষীদের যথেচ্ছাচার দুর্ভাগ্যজনক। সস্তা পর্যটনের নামে প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর শোষণকে রোধ করতে হলে সদর্থক ভূমিকা নিতেই হবে।

বিগত দুই দশকে বক্সা অরণ্যের চরিত্রে পরিবর্তন এসেছে। জলবায়ুর তারতম্য স্পষ্টই অনুধাবন করা যায়। সেইসঙ্গে দূষণ বেড়েছে নদী ও বনাঞ্চলের মাটিতে। পলিথিন, দৈনন্দিন বর্জ্য ও বাহ্যিক প্রভাব পরিবেশকেই শুধু প্রভাবিত করছে না, দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করছে বন্যপ্রাণের। স্বভাবতই বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে মানুষের নিত্য সংঘাত বাড়ছে। বন ও বন্যপ্রাণ রক্ষায় বন দপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও জনগণের ক্ষোভে তা বাস্তবায়িত হয় না। সরকারি সিদ্ধান্তের পাশাপাশি নাগরিক সদিচ্ছা আরও বেশি প্রয়োজন।

ভারতের অরণ্যনীতিতে সুস্থায়ী উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে তা হচ্ছে না। বন্যপ্রাণীদের নিরাপদ আশ্রয়ে মানুষের অধিকার কায়েম হলে প্রকৃতির রোষ তো আসবেই। জয়ন্তী, বালা ও পাহাড়ি ঝোরাতে দূষণ এক জ্বলন্ত সমস্যা। ক্রমাগত দূষণের ফলে বন্যপ্রাণীদের ক্ষতি হচ্ছে, এদের অস্তিত্ব আরও কমবে। অন্যদিকে, বক্সায় বাঘের উপযুক্ত ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরি না হলে এই বৃহৎ ব্যাঘ্র-প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। পশ্চিমবঙ্গের অরণ্যনীতিতে শিথিলতা আনলেই বিপদ।

শুভময় দত্ত
নিউটাউন, আলিপুরদুয়ার।

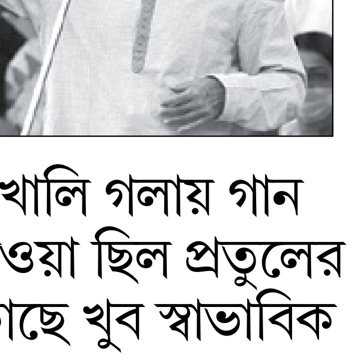

খালি গলায় গান গাওয়া ছিল প্রতুলের কাছে খুব স্বাভাবিক

প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে প্রথম দেখি কলকাতা বইমেলায়। তখন কলেজে পড়তাম। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বইমেলায় গিয়েছিলাম। সেখানে তাঁকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, দ্যাখ, দ্যাখ প্রতুল মুখোপাধ্যায়। একটু বেশিই জোরে চেঁচিয়ে ফেলেছিলাম বোধহয়, তিনি কারও সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, ফিরে দেখলেন একবার আমাদের, মুখে স্মিত হাসি।

এখনকার দিনে যন্ত্রানুষঙ্গ ছাড়া অনেক শিল্পীই হয়তো গান গাইতে স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন না। যন্ত্রানুষঙ্গ ছাড়া গাইতে চান না এমন উদাহরণও আছে। অথচ খালি গলায় প্রতুল মুখোপাধ্যায় যখন গাইতেন, বোঝা যেত শুধু গলা দিয়ে নয়, অন্তর থেকে উঠে আসছে তাঁর গান।

আসলে খালি গলায় গান গাওয়াকে এমন স্বাভাবিক এবং সহজ করে তুলেছিলেন তিনি, যে তাঁর খালি গলায় গান শুনলে খেয়ালই থাকত না বাড়তি কোনও কিছুর কথা।

আকাশজোড়া খ্যাতি পেয়েও অনাড়ম্বর থাকার, সহজ ও স্বাভাবিক থাকার মানুষ আমাদের চারপাশে কমে আসছে ক্রমশ। প্রতুল মুখোপাধ্যায় ছিলেন সেই বিরল, হারিয়ে যাওয়া মানুষজনের একজন। এখন এমন একসময়, যেখানে বাংলা ভাষাকে প্রতিদিন অপমানের ধুলো গায়ে মাখতে হচ্ছে, সেখানে তাঁর 'আমি বাংলায় গান গাই' যতবার গাওয়া হবে, সেই গানের প্রতিটি পংক্তি যেন প্রতিবাদ হয়ে উঠে আসবে। আসলে এখনকার ছেলেমেয়েরা যে বাংলা ভাষাটা শিখছে না, সেই নিয়ে চিন্তা করতেন, ভাবতেন তিনি। বাংলা গান, সর্বোপরি বাংলা ভাষা তাঁর ঋণ কখনও ভুলবে না।

অরিন্দম ঘোষ
মাস্টারপাড়া, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৬৯

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। পড়ুয়ারা যেখানে একসঙ্গে থাকে ৫। তরল ধাতু ৬। যার পেট চালানোর সম্বল নেই ৮। যা এখনও হয়নি তবে হবে ৯। সাধারণ জনতা অথবা ফলের নাম ১১। ভীষণ অত্যাচারী এবং নিষ্ঠুর ইতিহাসের শাসক ১৩। মুসলমান পণ্ডিত এবং কোরান বিশেষজ্ঞ ১৪। সমান জায়গা।

উপর-নীচ : ১। অক্ষম বা অসমর্থ ২। ঘরের ওপরে থাকে ৩। বনজঙ্গল ৪। প্রদীপ জ্বালাতে লাগে ৬। আকন্দ ফলের যে অংশ তুলোর মতো হাওয়ায় ওড়ে ৭। যে ঘরে পুরুষদের ঢোকা বারণ ৮। হঠাৎ আসা বান ৯। আড়াল বা অন্তরাল ১০। বোকামি বা ঝঞ্ঝাট ১১। সুতো জড়িয়ে রাখার কাঠের বস্তু ১২। নিষিদ্ধ বস্তু ১৩। ভেড়ার লোম দিয়ে তৈরি সুতো।

সমাধান ■ ৪০৬৮

পাশাপাশি : ১। মোলায়েম ৩। অন্তিম ৫। দানখয়রাত ৬। জায়গা ৭। বাবলা ৯। কথোপকথন ১২। নালিক ১৩। কটকার।

উপর-নীচ : ১। মোলাহেজা ২। মলিন ৩। অভয় ৪। মদত ৫। দাগা ৭। বান ৮। লাগাতার ৯। কল্পনা ১০। পলক ১১। থমক।

ভালো খবর

কেরল থেকে আফ্রিকার মালওয়ি দেশে কাজ করতে যান এক দম্পতি। সেখানে বহু গ্রামে শিক্ষা নেই, পানীয় জল নেই। এসব দেখে মালয়ালি তরুণ-তরুণী সেখানে অন্তত সাতটি কুয়ো বানিয়ে দিয়েছেন সাতটি গ্রামে। শিক্ষারও ব্যবস্থা করেছেন। ওদেশে তাঁরা এখন প্রচণ্ড জনপ্রিয়।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মধ্যরাতের সিদ্ধান্ত অসম্মানজনক : রাহুল

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়ে সুপ্রিম শুনানি আজ

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : সোমবার মাঝরাতে দেশের নতুন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বা সিইসি হিসেবে জ্ঞানেশ কুমারকে নিয়োগের ঘটনায় বিতর্ক উসকে উঠেছে। গতকাল নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটির বৈঠকে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি যে ডিসেন্ট বা অসম্মতি নোট পেশ করেছিলেন সেটি মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, 'সুপ্রিম কোর্টে ৪৮ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে নিয়োগ কমিটির গঠন এবং প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের হওয়া মামলার যখন শুনানি হওয়ার কথা, তখন প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেভাবে মধ্যরাতে নতুন সিইসির নাম ঘোষণা করেছেন তা একইসঙ্গে অসম্মানজনক এবং অসৌজন্যমূলক।'

নিয়োগ নিয়ে রাহুলের আপত্তির মধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট এদিন জানিয়ে দিয়েছে, ২০২৩ সালে তৈরি সিইসি এবং ইসিদের নিয়োগ সংক্রান্ত আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যে মামলাটি দায়ের করা হয়েছে, বুধবার তার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শুনানি হবে। বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংয়ের বেঞ্চে এদিন মামলাকারীদের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ জানিয়েছেন, সংবিধান বেঞ্চের রায় থাকা সত্ত্বেও যেভাবে প্রধান বিচারপতিকে বাদ দিয়ে নিয়োগ কমিটি গঠন করা হয়েছে তাতে গণতন্ত্রের উপহাস করা হয়েছে। প্রশান্তের আর্জি, সংবিধান বেঞ্চের অবস্থান খারিজ করে ২০২৩ সালের আইন অনুযায়ী সিইসি এবং ইসিদের নিয়োগ করা হয়েছে। ২০২৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের সংবিধান বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, সিইসি এবং ইসিদের

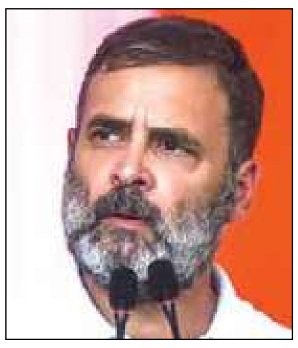

প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেভাবে মধ্যরাতে নতুন সিইসির নাম ঘোষণা করেছেন, তা একইসঙ্গে অসম্মানজনক এবং অসৌজন্যমূলক।

রাহুল গান্ধি

নিয়োগ করতে যে কমিটি গঠন করা হবে তাতে প্রধান বিচারপতিকেও রাখতে হবে।

সোমবার নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটিতে প্রায় আধঘণ্টা ধরে বৈঠক হয়েছিল। সেখানে সরকারের তরফে পরবর্তী সিইসি হিসেবে পাঁচজনের একটি তালিকা পেশ করা হয়। তাতে বর্তমান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারেরও নাম ছিল। কিন্তু রাহুল গান্ধি নিয়োগ কমিটির গঠন নিয়ে প্রথমেই আপত্তি তোলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তখন বিরোধী দলনেতাকে নামের তালিকা দেখার অনুরোধ করেন। কিন্তু রাহুল তাতে রাজি হননি। বরং নিজের অবস্থানে অনড় থাকেন। ডিসেন্ট নোটটিও জমা দিয়ে আসেন। সেটি এদিন সমাজমাধ্যমে শেয়ার করে রাহুল বলেছেন, 'প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ইসি এবং সিইসি বাছাই প্রক্রিয়া। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘন করে এবং দেশের প্রধান বিচারপতিকে কমিটি থেকে সরিয়ে আমাদের ভোটপ্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতার ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ ভোটারের উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে মোদি সরকার।'

মঙ্গলবার অবসর নেন সিইসি রাজীব কুমার। তাঁর জায়গায় ১৯৮৮-র ব্যাচের কেরল ক্যাডারের আইএএস জ্ঞানেশ কুমারকে সোমবার মধ্যরাতে যেভাবে দেশের ২৬তম সিইসি হিসেবে ঘোষণা করা হয়, তাকে কেন্দ্রের মধ্যরাতের অভ্যুত্থান বলে আখ্যা দিয়েছে কংগ্রেস। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র ঘনিষ্ঠ এই প্রাক্তন আমলাকে লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের ঠিক আগের দিন গত বছর ১৪ মার্চ নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। ২০২৯ সালের ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত সিইসি পদে থাকবেন তিনি। জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রত্যাহারের সময় তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিবের পদে ছিলেন। সেই সময় ভূস্বর্গে কেন্দ্রের একাধিক সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি। রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট গঠন এবং মাল্টিস্টেট কোঅপারেটিভ সোসাইটিজ সংশোধনী আইন পাশ করানোর ব্যাপারেও গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন জ্ঞানেশ কুমার। তাঁর পাশাপাশি ১৯৮৯-র ব্যাচের হরিয়ানা ক্যাডারের আইএএস বিবেক যোশিকে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে সোমবার।

স্বাগতম....কাতারের আমির সহ প্রতিনিধিদের রাষ্ট্রপতি ভবনে অভ্যর্থনা দ্রৌপদী মুর্মুর। পাশে খোশগল্পে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার।

ভারতকে হুঁশিয়ারি খালেদা-পুত্রের

প্রতিবাদে উঠল গজলডোবার নাম

ঢাকা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : তিস্তার জলের ভাগ চেয়ে ভারতকে হুঁশিয়ারি, হুমকি দিয়েই চলেছে বাংলাদেশ। তবে এবার শুধু মাঠে দাঁড়িয়ে নয়, তিস্তার জলে নেমেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন বিএনপি-র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ছেলে তারেক রহমান। মঙ্গলবার লালমণিরহাটের তিস্তার জল নিয়ে সমাবেশের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল বক্তৃতা দেন তিনি। তারেক বলেন, 'ভারতের অপ্রতিবেশীসুলভ আচরণের কারণে আজ তিস্তাপারের লক্ষ লক্ষ মানুষ বন্যা ও খরায় দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে। জলের অভাবে এখন তিস্তার বুক ধু ধু বালুচর। বিএনপি ক্ষমতায় এলে জলের ন্যায্য ভাগ চেয়ে রাষ্ট্রসংঘের দ্বারস্থ হবে। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে অসম, অন্যায্য এবং একতরফা সমস্ত চুক্তি পুনর্বিবেচনা করা হবে।' তারেকের সাফ কথা, 'বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ সীমান্তে ফেলানির ঝুলন্ত লাশ আর দেখতে চায় না। ভারত যদি তিস্তার ন্যায্য ভাগ না দেয় অনীহা দেখায় তাহলে দেশ ও জনগণের স্বার্থে, কৃষককে বাঁচাতে, আমাদেরই বাঁচার পথ খুঁজে নিতে হবে।' রাষ্ট্রসংঘ সহ সমস্ত আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশের দাবি তোলার বার্তাও দেন তারেক।

'জাগো বাহে, তিস্তা বাঁচাই' স্লোগান দিয়ে গাইবান্ধা, রংপুর, লালমণিরহাট, নীলফামারি এবং কুড়িগ্রামের ১১টি স্থানে সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন হয়। তারেক বলেন, 'তিস্তাপারের লক্ষ লক্ষ মানুষ ন্যায্য জলের ভাগ থেকে

তিস্তার জলে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ বাংলাদেশে। মঙ্গলবার।

বঞ্চিত। উত্তরাঞ্চলের মানুষ আজ সারাবিশ্বকে জানিয়ে দিতে চায় ভারতের সঙ্গে যে অভিন্ন ৫৪টি নদী রয়েছে সেই নদীগুলির জলের ন্যায্য ভাগ থেকে আমরা বঞ্চিত। কারো করুণার বিষয় নয়। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী এটা বাংলাদেশের প্রাপ্য। অথচ তিস্তার জলের জন্য আমাদের আন্দোলন করতে হচ্ছে।' তারেকের তোপ, 'ফারাক্কার অভিশাপ থেকে বাংলাদেশ মুক্তি পায়নি। এখন তিস্তা বাংলাদেশের জন্য আরও একটি অভিশাপ হয়ে গিয়েছে। সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে প্রতিবেশী দেশ গজলডোবায় বাঁধ নির্মাণ করেছে।'

মঙ্গলবার লালমণিরহাটে তিস্তা রেলসেতুর পাশে নদীর জলে নেমে কয়েক হাজার মানুষ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন। তিস্তা নদী রক্ষা আন্দোলন কমিটির ব্যানারে তাঁদের দাবি একটাই, তিস্তার জলের ন্যায্য ভাগ দিতে হবে। এদিকে তিস্তা নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের তিক্ততার ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে চিন। বাংলাদেশে নিযুক্ত চিনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন, 'তিস্তা মহাপ্রকল্পের বাস্তবায়নে প্রস্তুত রয়েছে চিন। তবে এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তিস্তা আপনাদের এলাকার নদী। কাজেই সিদ্ধান্ত আপনাদেরই নিতে হবে। এই প্রকল্প দ্রুত শুরু করলে বাংলাদেশই উপকৃত হবে।' এদিন শেখ হাসিনার ভারতে পালিয়ে যাওয়া নিয়ে তারেক রহমান বলেন, 'ভারত শুধু স্বৈরাচার ও পলাতককেই মনে রেখেছে। বাংলাদেশের জনগণকে মনে রাখেনি।'

রমজানে মুসলিমদের আগে ছুটি

হায়দরাবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মার্চের ২ তারিখে শুরু হচ্ছে মুসলিমদের পবিত্র রমজান মাস। এই উপলক্ষ্যে তেলেঙ্গানা সরকার সমস্ত দপ্তরের মুসলিম কর্মীদের, সরকার স্বীকৃত সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারীদের স্বাভাবিক সময়ের এক ঘণ্টা আগে ছুটি করার অনুমতি দিয়েছে। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রমজান মাসে বিকেল ৫টার পরিবর্তে ৪টের সময় অফিস থেকে বেরোতে পারবেন সব মুসলিম কর্মী। স্থায়ী, অস্থায়ী, চুক্তি ভিত্তিক ও আউট সোর্সিং কর্মীরাও এই সুবিধা পাবেন। এই নিয়ম ৩১ মার্চ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। রেবন্ত সরকারের এই সিদ্ধান্তে বিজেপি একে তোষণের রাজনীতি বলে মন্তব্য করেছে। তাদের প্রশ্ন, নবরাত্রির উপবাসে হিন্দুদের অনুরূপ ছাড় দেওয়া হয় কি? বিজেপি বিধায়ক টি রাজা সিং জানিয়েছেন, মুসলিম ভোটের ওপর নির্ভর করেই কংগ্রেস তেলেঙ্গানায় ক্ষমতায় এসেছে। এই সিদ্ধান্ত ধর্মীয় বিভাজনকে আরও গভীর করবে। তেলেঙ্গানা প্রদেশ কমিটির মুখপাত্র নিজামুদ্দিন সরকারি সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে বলেছেন, 'বিজেপি সাম্প্রদায়িক কথা বলতেই অভ্যস্ত।'

ওয়েবসাইট বন্ধ

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্যঙ্গচিত্র ছেপে কেন্দ্রের রোষে পড়েছে তামিল সাপ্তাহিক ভিকটন। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রকের নির্দেশেই ওই পত্রিকার ওয়েবসাইট ব্লক করা হয়েছে। পত্রিকার অভিযোগ, কেন্দ্রের তরফে তাদের কোনও নির্দেশ পাঠানো হয়নি। ভিকটন অবশ্য সাফাই দিয়েছে, রাজনৈতিক নেতাদের ব্যঙ্গচিত্র আঁকার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে তাদের।

মোছা হল শহিদের নাম

লখনউ, ১৮ ফেব্রুয়ারি : যোগীরাজ্যে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কোপ থেকে বাদ পড়ছে না পরমবীর চক্রে সম্মানিত শহিদ ভারতীয় সেনা জওয়ানের নামাঙ্কিত স্কুলও। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধে ৮টি পাকিস্তানি ট্যাংককে একার হাতে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন শহিদ আবদুল হামিদ। এই বীরত্বের জন্য তাঁকে পরমবীর চক্র সম্মান দেওয়া হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের গাজিপুর জেলার ধামুপুরের যে স্কুলে আবদুল হামিদ ছেলেবেলায় পড়াশোনা করেছিলেন সেই সরকারি প্রাথমিক স্কুলটির নাম বদলে রাখা হয়েছিল অমর শহিদ আবদুল হামিদ বিদ্যালয়। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের বুনিয়াদি শিক্ষা দপ্তর সম্প্রতি স্কুলের নাম পরিবর্তন করে পিএম শ্রী কম্পোজিট বিদ্যালয় রাখে। যোগী সরকারের এহেন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলে পরমবীর চক্র প্রাপকের পরিবার।

সংসদে ঋষি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক মঙ্গলবার স্ত্রী অক্ষতা মূর্তি, কন্যা কৃষ্ণা ও অনুষ্কাকে সঙ্গে নিয়ে ভারতের সংসদ ভবন পরিদর্শন করেন। তাঁদের সঙ্গে রাজ্যসভার সাংসদ ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী সুধা মূর্তিও উপস্থিত ছিলেন। সুধা আবার সুনকের শাশুড়ি। তাঁরা সংসদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ ঘুরে দেখেন এবং ভারতীয় গণতন্ত্রের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁরা সংসদের বিভিন্ন গ্যালারি, চেম্বার, সংবিধান হল এবং সংবিধান সদন সহ গুরুত্বপূর্ণ ভবনগুলি দেখেন।

আজ টিভিতে

প্রতিকার দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ অপরাজিতা, ১০.০০ রাজাবাবু, দুপুর ১.০০ প্রতিকার, বিকেল ৪.০০ পরিবার, সন্ধে ৭.৩০ বন্ধন, রাত ১০.৩০ ক্রিমিনাল, ১.০০ অপুর পাঁচালী

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ তোমায় পাবো বলে, দুপুর ২.০০ অমর প্রেম, বিকেল ৫.০০ সংঘর্ষ, রাত ১০.০০ কমলার বনবাস, ১২.০০ এফআইআর নম্বর ৩৩৯/০৭/০৬

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পাগলু টু, বিকেল ৪.১৫ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড, সন্ধে ৬.৫০ অন্ধ বিচার, রাত ৯.৫৫ গোত্র

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ওরা থাকে ওধারে

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ অন্তরের ভালোবাসা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে

জি সিনেমা : দুপুর ২.১৪ রোডসাইড রোমিও, বিকেল ৪.৫৫ ইন্টারন্যাশনাল রাউডি, সন্ধে ৭.৫৫ ধমাল, রাত ১০.৩৪ ভোলা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.১৫ খো গ্যায়ে হম কহাঁ, দুপুর ১.৩৩ মম, বিকেল ৪.০১ চক্রব্যূহ, সন্ধে ৬.৩৩ গুডবাই, রাত ৯.০০ বাওয়াল, ১১.১৮ নীল বট্টে সন্নাটা

অ্যাড পিকচার্স : বেলা ১১.৩২ কেদারনাথ, দুপুর ১.৪৬ কোই মিল গ্যায়া, বিকেল ৫.০১ এন্টারটেইনমেন্ট, সন্ধে ৭.৩০ ড্রিম গার্ল, রাত ১০.০২ কাকুদা

রমেডি নাউ : বেলা ১১.৩০ গেস হু, দুপুর ১.১২ মাই সুপার এক্স-গার্লফ্রেন্ড, বিকেল ৪.০৪ ডাউন উইথ লভ, রাত ৯.০০ ফার্স্ট ডটার, ১০.৪৬ হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ভেগাস

মুভিজ নাউ : দুপুর ১.৫০ নো টাইম টু ডাই, বিকেল ৪.৩০ স্পিড, রাত ৮.৪৫ স্পাইডারম্যান- অ্যাক্রস দ্য স্পাইডার-ভার্স ১১.০৫ শাটার

ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড বিকেল ৪.১৫ **জলসা মুভিজ**

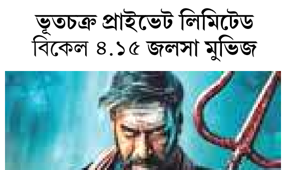

ভোলা রাত ১০.৩৪ **জি সিনেমা**

নো টাইম টু ডাই দুপুর ১.৫০ **মুভিজ নাউ**

ওয়ার্ল্ডস মোস্ট ডেঞ্জারাস রোডস বিকেল ৪.৪৪ **সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি**

জেলেনস্কির সঙ্গে কথা বলতে রাজি পুতিন

মস্কো, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করাতে মরিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি শান্তি আলোচনা চাইলেও রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে এখনও সরাসরি আলোচনা শুরু হয়নি। মঙ্গলবার সৌদি আরবের রিয়াধে রুশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মার্কিন প্রতিনিধিদলের বৈঠকে আমন্ত্রিত ছিল না ইউক্রেন। প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি জানিয়েছেন, বৈঠকে ইউক্রেনকে যুক্ত না করে কোনও চুক্তি হলে কিভ তা প্রত্যাখ্যান করবে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার ক্রেমলিন বলেছে, পুতিন তাঁর প্রতিপক্ষ জেলেনস্কির সঙ্গে 'প্রয়োজনে আলোচনা করতে প্রস্তুত।'

ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভের বক্তব্য, পুতিন নিজেই জানিয়েছেন, দরকার পড়লে তিনি জেলেনস্কির সঙ্গে কথা বলবেন। চুক্তির আইনি ভিত্তি নিয়ে অবশ্যই আলোচনা দরকার কিন্তু তাতে জেলেনস্কির বৈধতা প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে। জেলেনস্কি কিন্তু বলে দিয়েছেন, মধ্যস্থতাকারীদের শান্তিচুক্তি ইউক্রেন গ্রহণ করবে না। অন্যদিকে, ইউক্রেন ও রাশিয়া জানিয়েছে, কেউ কারও দখল করা এলাকা ছাড়বে না।

ট্রাম্প কয়েক দিন আগে পুতিন ও জেলেনস্কির সঙ্গে ফোনে আলাদাভাবে কথা বলেছেন। সৌদি আরবে এদিন মার্কিন বিদেশসচিব মার্ক রুবিওর নেতৃত্বে মার্কিন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী ও পুতিনের কূটনৈতিক উপদেষ্টা বৈঠক করেছেন। লড়াইয়ের অবসান ঘটাতে আলোচনার মধ্যেও কিভে ড্রোন হামলা চালিয়েছে রাশিয়ার সেনাবাহিনী।

ভারতে নিয়োগ শুরু টেসলার

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সদ্য সমাপ্ত আমেরিকা সফরে মার্কিন ধনকুবের তথা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপদেষ্টা এলন মাস্কের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। মোদি দেশে ফেরার কয়েকদিনের মধ্যে ভারতে কর্মী নিয়োগের কথা ঘোষণা করল মাস্কের সংস্থা টেসলা।

বৈদ্যুতিন গাড়ি (ইভি) নির্মাণ শিল্পে অন্যতম নাম টেসলা নয়াদিল্লি ও মুম্বইয়ের শহরতলিতে আপাতত ১৩টি পদে কর্মী নিয়োগ করবে। পদগুলি হল পরিষেবা প্রযুক্তিবিদ, পরিষেবা উপদেষ্টা, গ্রাহক-সম্পর্ক ম্যানেজার, ব্যবসায়িক কাজ বিশ্লেষক, ডেলিভারি অপারেশন বিশেষজ্ঞ এবং স্টোর ম্যানেজার। সোমবার থেকে আবেদনপত্র নেওয়া শুরু হয়েছে। লিঙ্কডইনের বিজ্ঞাপনে ইভি প্রস্তুতকারী সংস্থাটি ভারতে ১৩টি পদে নিয়োগের কথা জানিয়েছে।

এলন মাস্কের সংস্থাটি ভারতের বাজারে ঢোকার চেষ্টা বহুদিন থেকে করছে। টেসলা ২০১৯ সালে ভারতে ব্যবসা শুরু করার অনুমতি চেয়েছিল। ২০২৩-এও এই নিয়ে মোদি ও মাস্কের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। মোদির আমেরিকা সফরের পর টেসলার লিঙ্কডইনের বিজ্ঞাপনি পোস্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে, এবারের বৈঠকে দু'পক্ষ একমত হয়েছে।

রণবীরকে ভর্ৎসনা

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : সুপ্রিম কোর্টে রক্ষাকবচ পেলেন ইউটিউবার রণবীর আল্লাহবাদিয়া। তাঁকে আপাতত গ্রেপ্তার করা যাবে না। 'ইন্ডিয়াজ গট ল্যাটেন্ট' শো-তে তাঁর আপত্তিকর মন্তব্য সংক্রান্ত ভিডিও নিয়ে নতুন এফআইআর-ও দায়ের করা যাবে না তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু তদন্তে সবরকম সহযোগিতা করতে হবে 'বিয়ার বাইসেপস' নামে পরিচিত ওই ইউটিউবারকে। মঙ্গলবার রক্ষাকবচ দিলেও জনপ্রিয় টিভি শো-তে 'বাবা-মায়ের যৌনতা' নিয়ে করা মন্তব্যের প্রেক্ষিতে রণবীরকে তীব্র ভর্ৎসনা করে সুপ্রিম কোর্ট আপত্তিকর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে মুম্বই, গুয়াহাটি এবং জয়পুরে রণবীরের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ, শো-তে তিনি বাবা-মায়ের সম্পর্ক নিয়ে 'অশ্লীল' ও 'অবমাননাকর' মন্তব্য করেছেন, যা কখনই জনসমাজ অনুমোদন করে না।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত ও এন কোটিশ্বর সিং-এর ডিভিশন বেঞ্চ রণবীরের ভাষার তীব্র সমালোচনা করেছে।

দুই বিচারপতির বেঞ্চ বলেছে, 'এমন ভাষা যদি অশ্লীলতা না হয়, তবে অশ্লীলতা কাকে বলে? এমন কথা শুনে বাবা-মায়েরা লজ্জিত হবেন, সমাজ লজ্জিত হবে। এটা বিকৃত মানসিকতার প্রকাশ।'

বিচারপতি সূর্যকান্ত প্রশ্ন তোলেন, 'এ ধরনের ভাষা কি মুক্তচিন্তার নাম করে বলা যায়? একটা প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে কি কোনও দায়বদ্ধতা থাকতে নেই?' তিনি আরও বলেন, 'এই মন্তব্য শুধু অশ্লীল নয়, এতে বাবা-মায়েদেরও অপমান করা হয়েছে। এমন নোংরা মনোভাব কেন প্রকাশ পেল?'

রণবীরের পক্ষের আইনজীবী মন্তব্যের পক্ষে না দাঁড়িয়ে জানান, 'এই ভাষা অস্বাভাবিক এবং আপত্তিকর, তবে এটি অপরাধমূলক কি না, সেই প্রশ্ন রয়েছে।'

বিচারপতি বলেন, 'আপনি যদি সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য এমন কথা বলতে পারেন, তবে হুমকির মাধ্যমেও কেউ সস্তা জনপ্রিয়তা পেতে চাইতে পারে।'

রণবীরকে যেমন আপাতত গ্রেপ্তার করা যাবে না, ঠিক তেমনই আদালতের পরবর্তী নির্দেশের আগে পর্যন্ত তিনি কোনও শো-ও সম্প্রচার করতে পারবেন না। থানে পুলিশের কাছে নিজের পাসপোর্টও জমা রাখতে হবে তাঁকে। যেতে পারবেন না দেশের বাইরেও।

রক্ষা পেলেন ৮০ যাত্রী

টরন্টো, ১৮ ফেব্রুয়ারি : বড় দুর্ঘটনা থেকে বাঁচল ডেল্টা এয়ারলাইন্সের একটি বিমান। কানাডার টরন্টোর পিয়ারসন বিমানবন্দরে তুষারপাত ও ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে অবতরণের সময় ডেল্টা এয়ারলাইন্সের একটি বিমান উলটে যায়। তবে এই দুর্ঘটনায় ১৮ জন যাত্রী অল্পবিস্তর আহত হলেও কারও জীবনহানি হয়নি। অল্পের জন্য প্রাণরক্ষা হয় ৭৬ জন যাত্রী ও ৪ জন বিমানকর্মীর।

প্রবল তুষারপাত সঙ্গে ঘণ্টায় ৬৫ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যেই বিমানটি অবতরণ করতে গেলে হঠাৎ উলটে যায়। টরন্টো পিয়ারসন বিমানবন্দরের প্রধান নির্বাহী ডেবোরা ফ্লিন্ট জানান, 'কোনও প্রাণহানি না হওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ। আহতদের আঘাতও যৎসামান্য।' বিমানবন্দরের ফায়ার চিফ টড আইটকেন বলেন, দুর্ঘটনায় জখম একজন শিশু সহ ১৮ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মিশেলকে জামিন

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ছয় বছর পর জামিন মিলল অগস্তাওয়েস্টল্যান্ড মামলায় অভিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী ব্রিটিশ নাগরিক ক্রিশ্চিয়ান মিশেল জেমসের। মঙ্গলবার মিশেলকে জামিন দিতে গিয়ে শীর্ষ আদালতের বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, মিশেল গত ছয় বছর ধরে জেল হেপাজতে রয়েছেন এবং মামলাটির তদন্ত এখনও চলছে। এই পরিস্থিতিতে অভিযুক্তকে জেলে আটকে রাখার কোনও প্রয়োজন নেই। তবে একইসঙ্গে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট আদালত যে শর্ত নির্ধারণ করবে, সেই অনুযায়ী মিশেলকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হবে।

কর্মী বরখাস্ত, পড়ুয়াদের ফিরিয়ে 'ড্যামেজ কন্ট্রোল'

ওড়িশায় নেপালি ছাত্রীর আত্মহত্যায় ক্ষুব্ধ নেপালের প্রধানমন্ত্রী

ভুবনেশ্বর ও কাঠমান্ডু, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ওড়িশার কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনলজির (কেআইআইটি) হস্টেলে নেপাল থেকে আসা প্রকৃতি লামসালে নামে এক ছাত্রীর আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। ঘটনার পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তরফে যেভাবে নেপালি শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাস থেকে বার করে দিয়ে অবস্থা সামাল দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, তা নিয়েও উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। ভারত-নেপাল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কেও কেআইআইটির ঘটনা ছায়া ফেলেছে।

মঙ্গলবার অবশ্য আগের অবস্থান থেকে সরে এসে নেপালি পড়ুয়াদের ফিরিয়ে আনার কথা জানিয়েছে কেআইআইটি। এজন্য একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। ওই কন্ট্রোল রুম থেকে নেপালি পড়ুয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের হস্টেলে ফিরে আসতে বলা হচ্ছে। পাশাপাশি অবাঞ্ছিত মন্তব্য এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার অভিযোগে ৩ কর্মীকে বরখাস্ত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাঁদের মধ্যে ২ জন নিরাপত্তা আধিকারিক। প্রকৃতিকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে অদ্বিক শ্রীবাস্তব নামে এক ছাত্রকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁকে জেরা করা হচ্ছে। অভিযোগ, নেপালি পড়ুয়ার আত্মহত্যার পর তাঁর সহপাঠীরা যখন বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন, সেইসময় হস্টেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। বিদেশি পড়ুয়াদের জোর করে ক্যাম্পাসের বাইরে বার করে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। নেপালি ছাত্রদের দাবি, তাঁদের জোর করে বাসে চাপিয়ে কটক রেলস্টেশনে পৌঁছে দেওয়া হয়। সেখানেও বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাঁরা। এর জন্য মঙ্গলবার ক্ষমা চেয়েছেন কেআইআইটি কর্তৃপক্ষ।

এদিকে মঙ্গলবার কাঠমান্ডুতে ভারতীয় দূতাবাসের বাইরে বিক্ষোভ দেখিয়েছে নেপালের একাধিক ছাত্র সংগঠন। ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলিও। কেআইআইটি কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে নেপালের দিল্লি দূতাবাসের দুই আধিকারিককে ভুবনেশ্বর যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ওলি বলেন, 'সরকার কূটনৈতিক স্তরে বিষয়টি মোকাবিলা করছে। দূতাবাসের ২ আধিকারিক মঙ্গলবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন। নেপালি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলবেন তাঁরা।' কাঠমান্ডুর ভারতীয় দূতাবাস এক বিবৃতিতে বলেছে, 'ভারতে পাঠরত নেপালি শিক্ষার্থীরা দু-দেশের স্থায়ী সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভারত সরকার নেপালি শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সব ধরনের পদক্ষেপ করছে।'

নেপাল সরকারের বার্তা পাওয়ার পরেই কেন্দ্র যে পরিস্থিতি সামাল দিতে ময়দানে নেমেছে, কেআইআইটি কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপে সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। গোটা ঘটনায় হতাশ প্রকৃতি লামসালের পরিবার। মৃত ছাত্রীর বাবা সুনীল লামসাল বলেন, 'একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমার মনে হয় সে-ই এইসবের পিছনে রয়েছে। তার ফোন, ল্যাপটপ এবং ডায়েরি ফরেন্সিক বিভাগকে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ এবং সরকার আমাদের সাহায্য করছে। আমি শুনেছি যে নেপালের ছাত্রদের চলে যেতে বলা হচ্ছে। এটা ঠিক নয়। আমরা ন্যায়বিচার চাই, আর কিছু নয়।'

নায়িকা সেই মোনালিসা

মহাকুম্ভে স্নান করে বিখ্যাত হয়েছেন মোনালিসা ভোঁসলে। রোজগারের জন্য মালা বিক্রি করতে যান সেখানে, তারপরই ভাগ্য খুলে যায় তাঁর। অভিনয় করার আমন্ত্রণ পেয়ে যান। সেই প্রস্তাব গ্রহণও করেছেন। প্রথমে শোনা গিয়েছিল আল্লু অর্জুনের নায়িকা হবেন তিনি। এখন জানা গিয়েছে, বলিউডেই পা ফেলছেন তিনি। সনোজ মিশ্রের ডায়রি অফ মণিপুর-ছবির নায়িকা তিনি। পারিশ্রমিক? ২১ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে ১ লক্ষ টাকা অগ্রিম পেয়েছেন। অভিনয়ের আগেই তিনি রীতিমতো সেলেব হয়ে গিয়েছেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন, ইতিমধ্যেই এক গয়না প্রস্তুতকারী সংস্থার দূত হয়েছেন। দারুণ গ্ল্যামারাস হালকা রঙের চোখের এই মালকিন সম্প্রতি বিমানে চড়ে কোজিকোড়ে গিয়ে জনৈক এক ব্যবসায়ীর শোরুম উদ্বোধন করছেন। মালায়ালাম ভাষায় কথা বলে বিস্মিত করেছেন কেরলবাসীকে। সনোজের সঙ্গেই মোনালিসা গিয়েছেন কেরলে। ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই ডায়রি অফ মণিপুর-এর শুটিং হবে বলে জানা গিয়েছে।

২০০ কোটির ক্লাবে ‘ছাওয়া’

মাত্র চারদিনেই ‘ছাওয়া’ বক্স অফিসে সুনামি এনেছে। এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে, ১৯৫ কোটি টাকার ওপর ব্যবসা করে ফেলেছে এই ছবি। বছরের সবথেকে বেশি আয় করা ছবি হয়ে উঠেছে এটি। এদিকে ছবিকে ঘিরে অনুরাগীদের উন্মাদনা ক্রমশ বাড়ছে এবং তার চেহারাও নানাভাবে পালটাচ্ছে। কিছুদিন আগে একটি বছর বারোর ছেলে হলে বসে রীতিমতো কাঁদতে কাঁদতে শিবাজি ও সম্ভাজি মহারাজের নামে স্লোগান দিচ্ছে---এমন ছবি ভাইরাল হয়েছে। ওই ছবি সম্ভাজি বা ছবির নায়ক ভিকি কৌশলকে আবেগতাড়িত করে দিয়েছে। তিনি লিখেছেন, আমাদের সবথেকে বড় উপার্জন।

এবার এক অনুরাগী ঘোড়ায় চড়ে সম্ভাজির মতো পোশাক পরে হলে গিয়েছেন, এই ছবি নেটে ঘুরছে। ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে আরও অনেকে ছিল যারা জয় ভবানী স্লোগান দিচ্ছেন, ঢোল বাজাচ্ছেন। এই ঘটনা ছবির জনপ্রিয়তা যেমন প্রমাণ করছে, তেমনি আবার এই ঘটনা সমালোচিতও হয়েছে। একজন লিখেছেন, আমি একটা চিপসের প্যাকেট নিয়ে যেতে পারি না, আর ওরা ঘোড়া নিয়ে ঢুকে গেল! আর একজন লিখেছেন, এবার সম্ভাজি যে সিংহটার সঙ্গে লড়েছেন, তাকেও নিয়ে এসো। সমালোচনা

থাক, ছাওয়া যে দর্শকদের মনের মতো হয়েছে, তা বক্স অফিস কালেকশন থেকেই বোঝা যাচ্ছে। সোমবারের ব্যবসা একটু কমেছে, তবে পরে তা ধরে নেবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

ভিকি কৌশল ছাড়াও ছবিতে আছেন রশ্মিকা মানডানা, অক্ষয় খান্না প্রমুখ। পরিচালক লক্ষ্মণ উতেকর। মিউজিক কম্পোজিশন এ আর রহমান।

হৃদান রোশনে মুগ্ধ নেটমহল

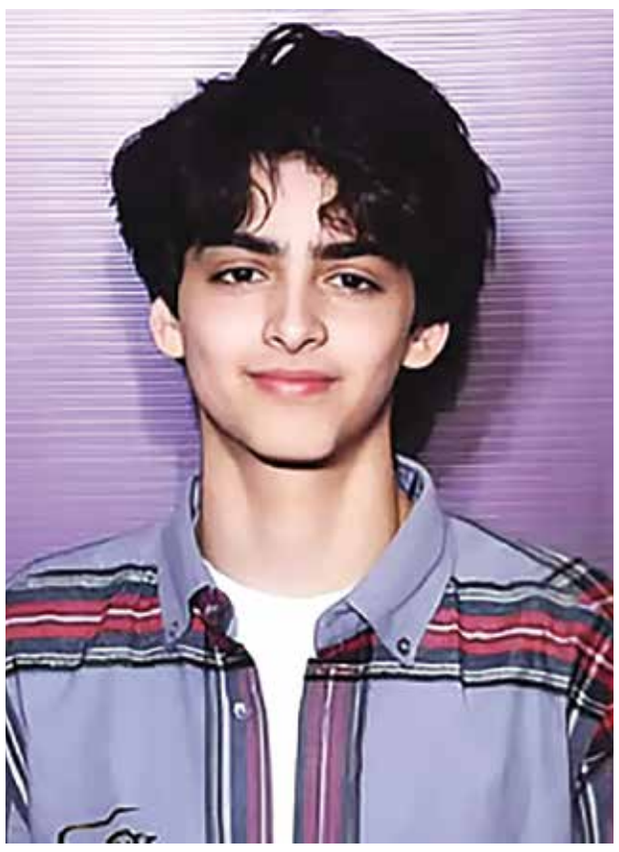

দ্য রোশনস-এর সাকসেস পার্টিতে এসেছিলেন হৃতিক রোশনের পুত্র হৃদান রোশন। তাঁর বয়স ১৬। তাঁকে দেখে নেটমহল মুগ্ধ। তাদের বক্তব্য, এত সুন্দর দেখতে তাঁকে! এ নিশ্চয় জিন-এর কারিগরি। হৃতিক ও সুসানে খানের দুই পুত্র, বড় রিহানের বয়স ১৮, পরে হৃদান । দুই ছেলেই অসম্ভব সুন্দর। হৃদানের সঙ্গে অনেকে হৃতিকের মিল খুঁজে পেয়েছেন, অনেকে তো ফরাসি-আমেরিকান অভিনেতা ও কাইল জনারের প্রেমিক টিমোথি শলামেটের সঙ্গে তুলনা করছেন। দ্য রোশনস—এই তথ্যচিত্রের সাফল্যের অনুষ্ঠানে হৃতিকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাকেশ রোশন, রাজেশ রোশন, হৃতিকের মা পিংকি, দিদি সুনয়না, অভিনেত্রী রেখা, অনুপম খের, জ্যাকি শ্রফ প্রমুখ।

একনজরে সেরা ৫

ছাওয়া নিয়ে

ছাওয়ার বক্স অফিসে সাফল্যের মধ্যে মুম্বাইয়ের ডাব্বাওয়ালা অ্যাসোসিয়েশন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের কাছে আবেদন করেছে, ছবিকে ট্যাক্স ফ্রি করে দেওয়া হোক। এটি যথাযথভাবে সম্ভাজি মহারাজের জীবনগাঁথা পর্দায় তুল ধরেছে। ফ্রি হলে আরও বেশি মানুষ, বিশেষত তরুণ সম্প্রদায় এই ছবি দেখতে পারবে। ছাওয়া নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে, তারিখ জানা যায়নি।

সঞ্জয়, সলমন

সঞ্জয় দত্ত ও সলমন খান একটি আন্তর্জাতিক প্রোজেক্টে কাজ করবেন একসঙ্গে। এই থ্রিলারে দুজন ক্যামেও করবেন, শুটিং হবে দুবাইতে। তিনদিনের শুটিং সারতে সলমনের টিম রবিবার চলেও গিয়েছেন সেখানে। নন ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্টের কারণে ছবি নিয়ে কিছু জানাতে পারেনি ছবির টিম। মধ্যপ্রাচ্যে এই দুই নায়কের জনপ্রিয়তাকেই কাজে লাগাবেন নির্মাতারা।

চুম্বনের দাবি

উদিত নারায়ণ দ্য রোশনস-এর সাফল্যের পার্টি থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে পাপারাৎজিরা তাঁকে বলেন স্যার, এক কিস হো জায়ে। অপ্রস্তুত উদিত নিজেকে সামলে হেসে বেরিয়ে যান। তাঁর এক ভক্ত বলেন, নিজেই নিজেকে ছোট করেছেন। প্রসঙ্গত, এক অনুষ্ঠানে এক অনুরাগিনীর সঙ্গে সেলফি তোলার সময় তাঁর ঠোঁটে চুম্বন করেছিলেন গায়ক।

করণের অনুপ্রেরণা

করণ জোহার স্ত্রী ২-এর সাফল্যে অনুপ্রাণিত এবং ভীষণ খুশি। তিনি বলেছেন, বড় স্টার নেই, কিন্তু পরিচালক অমর কৌশিক ও প্রযোজক দীনেশ ভিজানের দৃষ্টিভঙ্গী, নির্মাণের পরিকল্পনা, বিপণন, কোন সময়ে ছবির মুক্তি হবে, তার প্রচার পরিকল্পনা সবকিছুই যথাযথ হয়েছে। এখন ছবির নির্মাণে প্রযোজকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও তিনি তুলে ধরেছেন।

রাধিকার কীর্তি

ব্রিটিশ অ্যাকাডেমি ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডে রাধিকা আপ্তের সিস্টার মিডনাইট মনোনীত। সেখানে বাথরুমের ভিতর ডানহাতে স্তনদুগ্ধ নিষ্কাশনের যন্ত্র আর বাঁ হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস হাতে ছবি তুলে পোস্ট করে লিখেছেন, এটাই এখন আমার বাফটা... সহকারী নাতাশাকে ধন্যবাদ এই যন্ত্র আর গ্লাস এনে দেবার জন্য। এরপর তাঁকে ট্রোল করা শুরু হয়।

নতুন পোস্টারে সিকন্দর

সলমন খানের আগামী ছবি সিকন্দর-এর নতুন পোস্টার প্রকাশ্যে এল। তাঁর বাঁ দিকে সবুজ ও ডানদিকে লাল আলো। ঠোঁটের ওপর গোঁফ, মাঝে দৃশ্যমান তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্বলিত চোখ—বোঝা যায়, মিয়াঁ দারুণ এক চরিত্রে আসছেন ছবিতে। সলমন তাঁর এক্স হ্যান্ডলে এই পোস্টার শেয়ার করেছেন ছবির প্রযোজক সাজিদ নাডিয়াডওয়ালার জন্মদিনে। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, সিকান্দর আসছে ইদে। মঙ্গলবার সিকান্দর নিয়ে বিশেষ কিছু আসছে, এমন কথা শোনা গিয়েছিল, প্রযোজনা সংস্থা মারফত। ছবির পোস্টার এনেই তা প্রমাণ করে দিলেন কর্তৃপক্ষ। ছবি দেখে বোঝা যাচ্ছে, তাঁর চরিত্র ভয়ংকর, শক্তিমান। কোনও আক্রমণকে প্রতিহত করার পরিকল্পনা করছেন তিনি, রোমাঞ্চিত করেছে তাঁর লুক। বোঝা যায়, ছবিটি অ্যাকশনে ভরপুর একটি থ্রিলার হবে, তবে তাঁর চরিত্র নিয়ে কিছু জানা যায়নি। ছবিতে আছেন কাজল আগরওয়াল ও রশ্মিকা মানডানা। পরিচালক এ পি মুরুগাদোস। হিন্দি ও তেলুগুতে ছবিটি মুক্তি পাবে।

প্রিয়ার মঙ্গলসূত্রে স্মিতা পাতিল

প্রতীক বব্বর এবং প্রিয়া ব্যানার্জির বিয়েতে সামনে না থেকেও একজন বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে দেখা না গেলেও, সর্বত্র তাঁর ছায়া ছিল। প্রিয়াকে আশীর্বাদও করে গেছেন তিনি। তিনি প্রতীকের মা স্মিতা পাতিল। শুনে অবাক হচ্ছেন তো? প্রিয়া ব্যানার্জির সঙ্গে স্মিতার সম্পর্ক নেই, ভাবছেন? তাহলে ভুল ভাবছেন। তাঁর পুত্রবধূকে জুড়ে আছেন স্মিতা পাতিল।

না, শুধু যে তাঁর আশীর্বাদ বা শুভেচ্ছা দিয়ে জুড়ে আছেন, তা নয়। প্রিয়া ব্যানার্জির মঙ্গলসূত্রে স্মিতা পাতিল রয়েছেন। কীভাবে? স্মিতার কানের দুল ভাঙিয়ে প্রিয়ার জন্য মঙ্গলসূত্র গড়িয়েছেন প্রতীক। প্রতীক জন্মানোর পরে এই দুলটা গড়েছিলেন স্মিতা। সর্বক্ষণ সেটা পরে থাকতেন কানে। সেই দুলটাই প্রতীকের কাছে মায়ের আশীর্বাদ। তাই প্রিয়ার মঙ্গলসূত্রে তাঁর মাকেই চিরকালের জন্য আটকে রাখলেন প্রতীক।

এমনকী তাঁদের বিয়েও হয়েছে স্মিতার বাড়িতেই। যে বাড়িতে প্রতীককে মানুষ করে তুলতে চেয়েছিলেন স্মিতা, সেই র‍্যাটক্লিফ হাউজেই প্রতীক আর প্রিয়া বিয়ে করেন।

অক্ষয়ের মহাকাল চলো নিয়ে বিতর্ক

পলাশ সেনের ভক্তিগীতির অ্যালবাম মহাকাল চলোর মিউজিক ভিডিওতে দেখা গিয়েছে অক্ষয় কুমার শিবলিঙ্গের পুজো করছেন। এরপরই শুরু বিতর্ক। পুরোহিতদের এক সংগঠনের প্রধান মনিশ শর্মা বলেছেন, এটা সনাতন ধর্মের পরিপন্থী। গানটি ভালো। কিন্তু যেভাবে শিবলিঙ্গকে জড়িয়ে বসেছেন অক্ষয়, সেটা ঠিক নয়। তাছাড়া, একমাত্র উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে মহাদেবকে ছাই অর্পণ করা যায়, আর কোথাও নয়। এভাবে সেট বানিয়ে মহাদেবের পুজো করাও সনাতন ধর্মের অপমান। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে এই ভিডিও প্রকাশিত। অক্ষয়কে আগামীতে দেখা যাবে ভূত বাংলা ছবিতে।

অ্যাইতরাজ ২ ছবিতে তাপসী

সুভাষ ঘাই তাঁর অ্যাইতরাজ ছবির সিক্যুয়েল অ্যাইতরাজ ২ বানাচ্ছেন। শোনা গিয়েছে এই ছবিতে তাপসী পান্নুকে প্রধান নারী চরিত্রে নির্বাচন করা হয়েছে। তিনি চিত্রনাট্য পড়ে দেখার সময় নিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে তাঁর চরিত্র পছন্দ হয়েছে, তবে ছবি করবেন কিনা, সে ব্যাপারে তিনি এখনও কিছু জানাননি। ২০০৪-এর এই ছবির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রিয়াংকা চোপড়া কৃত খলনায়িকার চরিত্রটি। সুভাষ কিছুদিন আগে লিখেছেন, প্রিয়াংকা সাহস করেছিল এই চরিত্র করতে এবং করে দেখিয়েছে। তাঁর শক্তিশালী অভিনয় ২০ বছর পরেও তাই মানুষ ভোলেনি।... ছবিতে ছিলেন অক্ষয় কুমার ও করিনা কাপুরও। প্রিয়াংকার কেরিয়ারের সেই সময় ভিলেন হওয়া সহজ ছিল না, তবে তিনি করেছিলেন। তাপসীও স্বাধীন, শক্তিশালী নারীচরিত্রই বেছে নেন অভিনয়ের জন্য। অ্যাইতরাজ ২-তে তিনি এলে আবারও তেমনই এখন শক্তিশালী চরিত্রে তাঁকে দেখা যাবে।

MAYA DIAGNOSTIC
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED DIAGNOSTIC CENTER
LOWEST PRICE
SAME DAY REPORT DELEVERY
OUR SERVICES
FIBRO SCAN ● MRI ● CT SCAN
NABL Accredited Lab
ASRAMPARA, SILIGURI
CALL - 84369-71546 / 80012-22020

‘মাথার দাম’ নেই সন্তানের

অভিভাবকদের প্রশ্ন করলেই প্রথম যে উত্তরটি আসে তা হল, ‘ওহ! ভুলে গিয়েছি।’ ব্যাপারটা কি স্রেফ ভুলে যাওয়া? নাকি সচেতনতার অভাব? উঠছে প্রশ্ন। এই ব্যাপারে প্রশাসনের বিশেষ নজরদারি প্রয়োজন বলে মনে করছেন অনেকেই।

শিলিগুড়িতে নিয়মভঙ্গের ছবি। ছবি : তপন দাস

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে। সব বাবা-মায়ের কাছে তাঁদের সন্তানের সুখ, নিরাপত্তা সবার আগে। তবে অভিভাবকরা ঘরের ভেতরে সন্তানের যতটা খেয়াল রাখেন, তাঁরা রাস্তায় বেরোলে একইভাবে ছেলেমেয়ের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবছেন কি? শিলিগুড়ির রাস্তায় বেরোলে মাঝেমধ্যেই যে ছবি ধরা পড়ছে, তা থেকে এই প্রশ্নের উদ্রেক হয়।

শহরে অনেকেই নিজেদের সুরক্ষার খাতিরে হেলমেট পরেন। অনেকে আবার চালান কাটার ভয়ে নিজের মাথাটুকু ঢেকে দায় সারেন। পেছনে বসা ব্যক্তিকেও পরিয়ে দেন। এসবের মাঝেই দেখা যায় ‘ফ্যামিলি ম্যান’দের। বাবা বাইক কিংবা স্কুটার চালাচ্ছেন। মা পেছনে বসা। তাঁদের মাঝে সন্তান।

বাবা-মা হেলমেট পরলেও সন্তানের মাথা উন্মুক্ত। সেই অভিভাবকদের এ নিয়ে প্রশ্ন করলেই প্রথম যে উত্তরটি আসে তা হল, ‘ওহ! ভুলে গিয়েছি।’ ব্যাপারটা কি স্রেফ ভুলে যাওয়া? নাকি সচেতনতার অভাব? উঠছে প্রশ্ন। বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়ার আর্জি জানাচ্ছেন শহরের সচেতন বাসিন্দারা।

এই ব্যাপারে প্রশাসনের বিশেষ নজরদারি প্রয়োজন বলে মনে করছেন অনেকেই। শহরের বাসিন্দা গোপাল সাহার কথায়, ‘হেলমেটবিহীনদের যেভাবে ধরপাকড় হচ্ছে, ফাইন করা হচ্ছে, তেমনই শিশুদের হেলমেট না পরালে জরিমানা করা উচিত।’ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য, ‘আমরা এই বিষয়ে একাধিকবার সচেতন করেছি। তারপরেও যদি না মানা হয়, সেক্ষেত্রে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে।’

কয়েকদিন আগের কথা। এয়ারভিউ মোড়ে সিগন্যালে দাঁড়িয়ে একটি স্কুটার। চালক বাবা, পেছনে স্ত্রী এবং ছোট ছেলে। বাবা-মায়ের মাথায় হেলমেট। সন্তানের মাথা উন্মুক্ত। প্রশ্ন করতেই এড়িয়ে গেলেন তিনি। হাসাপাতাল মোড় দিয়ে ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছিলেন রাজা ঘোষ। তাঁর মাথায় হেলমেট থাকলেও ছেলের মাথায় নেই। একই প্রশ্ন তাঁকেও করা হল। খানিকটা অবাক হয়ে হেসে বললেন, ‘সেভাবে বিষয়টা ভাবা হয়নি।’ ছেলের সুরক্ষার জন্য তাকে হেলমেট দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন তিনি। কিন্তু ‘আসলে কোনওদিন ব্যাপারটা মাথায় আসেনি’ বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন।

সকলেই নিজেদের ভুল স্বীকার করছেন বটে কিন্তু একটা ইতস্তত বোধ রয়েছে। রয়েছে ক্ষোভ। এই যেমন ভুটিয়া মার্কেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হল, মেয়েকে কেন হেলমেট পরাননি? তা শুনেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন তিনি। তারপর অদ্ভুত যুক্তি খাড়া করে বললেন, ‘আমি প্রধান রাস্তায় এখন যাচ্ছি না। আর আমার কিছু হলে দায়িত্ব আমারই।’

অন্যের সংসারে ‘লক্ষ্মীলাভ’

খোলা জানালা

পারমিতা রায়

ভরছে পেট মিটছে শখ

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : রোদ-বৃষ্টি-কনকনে শীত, বছরভর ওঁরা কাজ করেন। সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে ওঠেন। তারপর নিজের সংসার গুছিয়ে বেরিয়ে পড়েন কর্মক্ষেত্রের উদ্দেশে। কারও বাহন সাইকেল, কেউবা রওনা দেন হেঁটে। অধিকাংশের বাড়ি শহরতলিতে। বাকিরা থাকেন শহরের অলিগলিতে।

ভোর সাড়ে ছ’টার মধ্যে ঢুকতে হবে ফুলেশ্বরীর একটি বাড়িতে। সেখানে কাপড় কাচা শেষ করে সাড়ে সাতটার মধ্যে পৌঁছাতে হয় সুভাষপল্লির ফ্ল্যাটে। কম দূর তো নয়। তাই সাইকেলের প্যাডেলে জোরে চাপ দিতে হবে, আরও জোরে। ওই ফ্ল্যাটে জমে বাসনের পাহাড়। সময়ের মধ্যে না মেজে দিতে পারলে দিদি রাগ করেন। দাদাকে খেয়েদেয়ে দশটার মধ্যে অফিসের জন্য বেরিয়ে যেতে হয়। তারপর বাকি কাজ সেরে ফের ফুলেশ্বরী। সেখানে খাওয়াদাওয়ার পর মাজতে হয় বাসন।

এভাবেই সারামাস ছুটে বেড়ান সুকু, রানি, মিতালিরা। পুষ্টিকর খাবার যে সবদিন পেটে পড়ে, তা নয়। মানসিক শান্তি যে নিজের সংসারের সদাসঙ্গী, সেটাও না।

তবে কীসের জোরে এতটা সম্ভব?

-‘দায়িত্ব আর মাতৃত্ব।’

মাসের শেষ বা পরের মাসের শুরুতে গৃহস্থ মাইনে

প্রতীকী ছবি : এআই

দেওয়ার আগেই মাথায় হাজারো হিসেবনিকেশ চলতে থাকে। সন্তানের টিউশনের ফি, মাইক্রোফিন্যান্স সংস্থা থেকে নেওয়া লোনের কিস্তি, শাশুড়ির প্রেশারের ওষুধ, মুদির দোকানে বকেয়া ইত্যাদি এবং ইত্যাদি। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজের প্রয়োজন ভুলে যান ওঁরা। বাড়তি টাকা থাকলে সংসারে শখের জিনিস কেনেন। সুকু যেমন প্রায় এক বছর আগে একটি আলমারি কিনেছিলেন। কিস্তিতে দাম মেটাচ্ছেন একটু একটু করে।

স্বামী পাশে থাকলে ব্যাপারটা সহজ, নয়তো জীবনযুদ্ধ আরও কঠিন হয়ে পড়ে। ফাড়াবাড়ির মিতালি বর্মনের কথা বলা যাক। জীবনসঙ্গী দিনের অধিকাংশ সময় নেশাসক্ত থাকেন। তাঁর ভরসায় থাকলে যে দু’বেলা ভাত জোটানো কিংবা বাচ্চাকে পড়ানো কার্যত অসম্ভব, তা বুঝে গিয়েছিলেন আট বছর আগে। সেসময় শিলিগুড়িতে এসে পরিচারিকার কাজ নেন।

এখন দিনেরবেলায় সুভাষপল্লির দুটো বাড়িতে কাজ করেন। সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ির কাছে আরেকটি বাড়িতে শুধু বাসন মাজার দায়িত্ব মিতালির কাঁধে। এই করে মাস শেষে যা আয় হয়, তা দিয়ে সংসার চলে। দুই মেয়ের প্রয়োজনও মিটছে। মঙ্গলবার আলাপ হল তাঁর সঙ্গে। বললেন, ‘নিজের সাধ্যমতো যতটা পারি, করি। আগে বাড়িতে যা কিছু ছিল, সবই স্বামী মদ কিনতে বেচে দিয়েছে। একটা একটা করে আবারও বানাচ্ছি। গতমাসে কিস্তিতে একটি ড্রেসিং টেবিল কিনলাম, মেয়েদের খুব শখ ছিল।’

পাশে দাঁড়িয়ে মিতালির কথা শুনছিলেন রিনা দাস। বাড়ি আশিঘরে। তিনটে বাড়িতে সবধরনের কাজ করেন। পাশাপাশি আরও দুটো বাড়ির নির্দিষ্ট কিছু কাজ উতরে দেন।

-এত কাজ একদিনে সামলাচ্ছেন কীভাবে?

রিনার ব্যাখ্যায়, ‘সকাল ছয়টায় বাড়িতে কোনওরকমে ভাত আর ডাল রান্না করে রেখে আসি। এরপর সারাদিন কাজ করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বিকেল পাঁচটা বেজে যায়।’ স্বামীর সঙ্গ ছেড়েছেন বহুদিন আগে। বললেন, ‘স্বামীর ঘর আর করি না। একটা সময় ভীষণ জ্বালিয়েছে। সবমিলিয়ে প্রায় পনেরো হাজার টাকা আয় হয়। সেখান থেকে লোনের কিস্তি মেটাই। ছেলের পড়াশোনা, সারামাসের খাওয়াদাওয়ার খরচ চলে। তারপর অসুখবিসুখ তো আছেই।’

রবীন্দ্রনগরে দুটো বাড়িতে কাজ করেন চয়নপাড়ার বাসিন্দা পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই মুন্নি বর্মন। স্বামী বেঁচে নেই। সব দায়িত্ব এখন তাঁর কাঁধে। মুন্নির কথায়, ‘স্বামী চলে যাওয়ার পরে আমাকে সবটা দেখতে হয়। বেতনের বড় অংশ কিস্তি মেটাতে চলে যাচ্ছে। আমাদের মতো মানুষের পক্ষে নগদ দিয়ে বড় কিছু

কেনা সম্ভব নয়। তাই কিস্তিতে শখ মেটে। কখনও আবার অন্য দরকারে টাকা ধার নিতে হয়। সেটা ভাগে ভাগে ফিরিয়ে দিই।’

অন্যের সংসার সামলে যা উপার্জন, তা দিয়ে নিজের সংসারের প্রয়োজন মেটান ওঁরা। উদ্দেশ্যে একটাই, পরিবারের গায়ে যেন আঁচ না লাগে।

শিলিগুড়িজুড়ে যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং

ট্রাফিক আইনকে বুড়ো আঙুল

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : কলেজপাড়ার একটি বাড়ির দেওয়ালে একাধিক জায়গায় ‘নো পার্কিং’ লেখা। মঙ্গলবার দুপুরে সেখানেই বেশ কয়েকটি গাড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। দিনকয়েক আগে রাত আটটা নাগাদ গেটবাজার থেকে এনজেপি থানার দিকে যাওয়ার রাস্তায় বাঁক নেয় একটি কালো চার চাকার গাড়ি। বাঁক নিয়েই গাড়িটি রাস্তার ডানদিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ে। চালকের আসনে থাকা এক ব্যক্তিকে হাত বাড়িয়ে পাশের পানের দোকান থেকে কিছু কিনতে দেখা যায়।

পেছনে আটকে যাওয়া অনেকেই বিরক্তি প্রকাশ করতে থাকলেও ভাবলেশহীনভাবে কয়েক মিনিট সেভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন গাড়িচালক। পেছন থেকে এক বাইকচালক বলে ওঠেন, ‘এভাবে রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করাতে নেই সেটা এঁকে কে বোঝাবে!’ দিনকয়েক আগে শিলিগুড়িতে ঘটা করে ট্রাফিক সপ্তাহ পালন করা হয়। উদ্দেশ্য একটাই, সাধারণ মানুষকে ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতন করা। কিন্তু এই ‘সচেতনতার বার্তা’র পরও যে কারও হুঁশ ফেরেনি, তা এমন দাঁড়িয়ে থাকা যানবাহন ও নিয়ম ভেঙে গাড়ি চালানো দেখলেই বেশ বোঝা যায়।

অনেকেই শহরের বাজারগুলির ভেতরের রাস্তা, স্কুল-কলেজ হাসপাতালের সামনে ইচ্ছেমতো গাড়ি রেখে চলে যাচ্ছেন অন্যত্র। স্বাভাবিকভাবে দুর্ভোগও বাড়ছে। ঘটনায় প্রশাসনও নাকি উদাসীন, এমনই অভিযোগ সাধারণ মানুষের। তবে শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থার এই হাল দেখে বিরক্ত শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ট্রাফিক বিভাগের অনেকেই।

বিভাগীয় ডিসিপি বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেছেন, ‘কিছু মানুষ স্বার্থ দেখতে গিয়ে অনেক বড় ধরনের সমস্যা তৈরি করে থাকেন। পুলিশ ব্যবস্থা নিতে শুরু করলে আবার অনেকে

নিবেদিতা মার্কেটে দোকানের সামনে পার্কিং। মঙ্গলবার।

হেনস্তার অভিযোগ তুলবেন। আমরা কখনোই নাগরিকদের বিরক্তির কারণ হতে চাই না, কিন্তু বারবার সচেতন করার পরও যদি কিছু মানুষ সমস্যার সৃষ্টি করতেই থাকে তবে কঠিন পদক্ষেপ করা ছাড়া উপায় নেই।’

শহরের বিভিন্ন রাস্তায় যত্রতত্র গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখছেন অনেকে। একই অবস্থা দেশবন্ধুপাড়া, সুভাষপল্লি, হাকিমপাড়ার মতো জনবহুল এলাকাগুলিতেও। বাদ যায় না শহরতলির ফুলবাড়ি, অম্বিকানগর, শান্তিনগরের মতো এলাকা। পাশাপাশি নিবেদিতা মার্কেট, হকার্স কর্নার, তিনবাত্তি বাজারগুলির ভেতরের অবস্থাও শোচনীয়। মঙ্গলবার নিবেদিতা মার্কেটে কেনাকাটা করতে এসেছিলেন মাটিগাড়ার বাসিন্দা সমর মজুমদার। তাঁর গলায় স্পষ্ট বিরক্তির সুর। বলেন, ‘রাস্তার বেশিরভাগ জায়গা তো দোকানদাররাই দখল করে রেখেছে। মানুষ চলাফেরা করবে কোন পথে?’ বাজারগুলির ভেতরে ব্যবসায়ীদের অনেকে রাস্তার ওপরই গাড়ি রেখে দেন সারাদিনের জন্য। এনজেপির বাসিন্দা মুকেশ প্রসাদের অভিজ্ঞতা, ‘মাসকয়েক আগে তিনবাত্তি বাজারের ভেতর একটি দোকানের সামনে রাস্তার অর্ধেক অংশজুড়ে আড়াআড়িভাবে বাইক রাখা ছিল। পাশে একটি রিকশা থেকে সামগ্রী নামানোর কারণে চলতে গিয়ে আটকে যেতে হয়। বাইকটি কার জিজ্ঞাসা করতেই এক ব্যক্তি এসে হম্বিতম্বি করতে শুরু করেন।’ এবিষয়ে ট্রাফিক পুলিশ আরও কড়া মনোভাব নিক, চাইছেন শহরবাসী।

সন্ধের পর নেশার আসর

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : সন্ধ্যা নামলে বদলায় পাড়ার ছবি। মহিলাদের কটূক্তি করা থেকে নেশার আসর বসানো- নানা ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ হচ্ছে পুরনিগমের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডে বঙ্কিমনগরের তারাচাঁদ মাঠ সংলগ্ন রাস্তাটিতে। অভিযোগ, নিজেদের সুবিধার্থে দু’ধারে থাকা একাংশ পথবাতি ভেঙে ফেলেছে দুষ্কৃতীরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ‘মাঝেমধ্যে পুলিশ টহলদারি চালায় ঠিকই, তবে ফাঁক বুঝে ফের দৌরাত্ম্য শুরু হয়ে যায় সমাজবিরোধীদের। এব্যাপারে স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার শিবিকা মিত্তাল বলছেন, ‘ওই সমস্যা সম্পর্কে আমি জানি। পুলিশকে বলেছি, টহলদারিতে জোর দিতে।’

বঙ্কিমনগর

বঙ্কিমনগরে পথের পাশে একটি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। রাস্তাটি ধরে শাস্ত্রীনগর হয়ে একেবারে ডন বসকো রোড পর্যন্ত যাওয়া যায়। যদিও মূল সমস্যা একটি অংশকে ঘিরে। এ নিয়ে প্রশ্ন করায় ক্ষোভ উগরে দিলেন এলাকাবাসী অভিরূপ রায়। বললেন, ‘নির্জনতার সুযোগ নিয়ে বেআইনি কার্যকলাপ চলছে। পরিস্থিতি এমন যে, সন্ধ্যার পর সেদিকে যেতে পারি না।’ অবিলম্বে পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন, মনে করেন অভিরূপের মতো অনেকে।

আরেক স্থানীয় মোহিত দাসের সঙ্গে কথা হচ্ছিল দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য নিয়ে। বলেছেন, ‘বাইরে থেকে তরুণ-তরুণীরা আসছেন। বসছে নেশার আসর। অশ্লীল কার্যকলাপে জড়াচ্ছেন তাঁরা। আমাদের এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। দুর্ঘটনা ঘটে গেলে দায় কার?’

বারবার অভিযোগ জানানো হলেও সুরাহা মেলেনি, অভিযোগ এলাকার প্রিয়া সরকারের। কতদিনে হাল ফেরে, সেই অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন পাড়ার মানুষ।

বাড়িতে চুরি

বাগডোগরা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : বাড়িতে তালা মেরে চিকিৎসার জন্য সপরিবারে দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলেন সুব্রত দেবনাথ। গোঁসাইপুরের নেমারুজোতে বাড়ি তাঁর। সেখান থেকে ফিরে যান বালুরঘাটে আত্মীয়ের বাড়িতে। মঙ্গলবার প্রতিবেশীদের নজরে পড়ে, সুব্রতর বাড়ির তালা ভাঙা। তাঁরাই খবরটা দিয়েছিলেন।

সুব্রতর আত্মীয় কবিতা দাস বললেন, ‘আমার বোন জামাই সুব্রত আর বোন সুমিতা বাড়ি ফাঁকা রেখে বাইরে গিয়েছিলেন। গেট ও ঘরের তালা ভেঙে আলমারি সহ যাবতীয় আসবাবপত্র তছনছ করেছে কেউ বা কারা। গায়েব নগদ টাকা, গয়না। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।’ বাগডোগরা থানার পুলিশ জানিয়েছে, একাধিক জায়গায় খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। তারা আশাবাদী, দুষ্কৃতীরা ধরা পড়বে দ্রুত।

কুয়োতে তরুণী

শিলিগুড়ি ১৮ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডাবগ্রামে এক বধূ আচমকা বাড়ির কুয়োতে পড়ে যান। তাঁর চিৎকার শুনে পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। খবর দেওয়া হয় শিলিগুড়ি দমকলকেন্দ্রে। দমকলের একটি ইঞ্জিন অবশেষে ওই তরুণীকে কুয়ো থেকে উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, স্নানের জল তুলতে গিয়েই বিপত্তি হতে পারে। তবে সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য বাজেটে মদ ও মাদক দ্রব্যের প্রসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন ও যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও-র তরফে রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হল। মঙ্গলবার সংগঠন দুটির দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে শিলিগুড়ির আবগারি দপ্তরের সামনে বাজেটের প্রতিলিপি পোড়ানো সহ বিক্ষোভ দেখানো হয়।

বারের ভোটে ভবনই যেন তুরুপের তাস

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : এপ্রিলে বারের নির্বাচন। তার আগে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের নতুন কোর্ট বিল্ডিং তৈরি নিয়ে সরকারের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেতে আইনজীবীদের একাংশ কোনও কসুর রাখতে চাইছে না। গত বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, সম্পাদক সহ চারজন কোর্ট বিল্ডিংয়ের আবেদন জানাতে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে দেখা করেন। চিঠি দেন।

মঙ্গলবার ফের আইনজীবীদের একটি দল একই ইস্যুতে মেয়রের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁর হাতে তুলে দেন স্মারকলিপি। গৌতমের কথায়, ‘বিভিন্ন স্তরে আলোচনা করছি। সরকার নিজের মতো সিদ্ধান্ত নেবে। আইনজীবীদের স্মারকলিপির বিষয়েও কথা হচ্ছে।’

আইনজীবী মহলে একটি প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে, হঠাৎ করে কোর্ট বিল্ডিং নিয়ে এত তৎপরতা কেন? যা গত দু’বছরে চোখে পড়েনি। আইনজীবীদের প্রতিনিধি হিসেবে যখন বারের সভাপতি ও সম্পাদক মেয়রের সঙ্গে দেখা করে চিঠি দিলেন, তখন একই দাবিতে আলাদা স্মারকলিপির প্রয়োজন কেন পড়ল? যদিও বারের সভাপতি পীযূষকান্তি ঘোষ এই ঘটনায় ভোট-রাজনীতির ছায়া দেখতে নারাজ। তাঁর কথায়, ‘নতুন আদালত ভবন যেন দ্রুত নির্মাণ হয়, সেটা সমস্ত আইনজীবী চাইছেন। তাই যে কেউ আদালত ভবন তৈরি নিয়ে নিজেদের মতো চেষ্টা করতে পারেন। সকলের উদ্দেশ্য, নতুন ভবন তৈরি।’

শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের জমিতে আদৌ কি নয়া ভবন তৈরি হবে, তা নিয়ে চর্চার শেষ নেই। তবে ভবন তৈরি নিয়ে রাজ্যের উদ্যোগে জট কাটতে শুরু করেছে। বেশ কয়েকবছর বারের সম্পাদকের দায়িত্বে সামলেছেন আইনজীবী ইউসুফ আলি। তিনিও এদিন মেয়রের সঙ্গে দেখা করেন। পরে বলেন, ‘মহকুমা আদালতে দিন-দিন মামলার চাপ বেড়েই চলেছে। এদিকে, ঘরের অভাবে কাজ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেই কারণে দলমত নির্বিশেষে আমরা মেয়রের কাছে নতুন ভবন তৈরির উদ্যোগ নেওয়ার আবেদন জানিয়েছি। তিনি আশ্বাস দেন।’

ফের মেয়রের দ্বারস্থ আইনজীবীরা

জল্পনায় জল ঢেলে তাঁর প্রতিক্রিয়া, ‘আমরা বার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গেই রয়েছি। বারের তরফে অনেকদিন ধরে তদ্বির করা হচ্ছে। বিল্ডিংয়ের গুরুত্ব কতটা, তা যাতে মেয়র বুঝতে পারেন, সেজন্য আমরাও তাঁর কাছে এলাম। সবাই চাইছি, এখানে নয়া ভবন তৈরি হোক দ্রুত।’

আলিপুরদুয়ার, ইসলামপুরে রাজ্য নতুন করে কোর্ট বিল্ডিং তৈরি করেছে। আইনজীবী চাঁদ শীলের বক্তব্য, ‘শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে কাজের চাপ অনুযায়ী আরও এজলাস দরকার। নয়তো প্রতিটা মামলার শুনানি পিছিয়ে যাচ্ছে। বিচারের আশায় কাটছে বছরের পর বছর। এভাবে বিচার প্রক্রিয়া চললে মানুষের ভরসা উঠে যাবে।’ ভবন তৈরি হলে সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়ে যাবে বলে আশাবাদী তিনি।

জুয়ার আসর থেকে ধৃত পাঁচ

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মাঝে বহুদিন বন্ধ ছিল কারবার। মাসখানেক থেকে পুনরায় এনজেপির ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (আইওসি) সংলগ্ন এলাকায় বসতে শুরু করেছে জুয়ার আসর। গত কয়েকদিন থেকে এনিয়ে খবর আসতে থাকে এনজেপি থানায়। মঙ্গলবার রাত ১১টা নাগাদ আইওসি সংলগ্ন রায় কলোনিতে হানা দিয়ে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ধৃতদের নাম মিন্টু মণ্ডল, শ্রীবাস মল্লিক, শম্ভু মণ্ডল, গোবিন্দ বিশ্বাস এবং পবন অধিকারী। প্রত্যেকেই এনজেপি এলাকার বাসিন্দা। জুয়ার আসর থেকে প্রায় ৭৭ হাজার ৭০০ টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। বছর দেড়েক আগে এই এলাকাতেই অবৈধ তেলের কারবার ও জুয়ার আসরে অশান্তিকে কেন্দ্র করে খুনের ঘটনা ঘটেছিল। তারপর কিছুদিনের জন্য বন্ধ ছিল জুয়ার কারবার। পুনরায় কারবার শুরু হতেই অভিযান পুলিশের।

৫ কোটির বিক্রি ফুলমেলায়, সেরা কৌস্তভ

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : রেকর্ড ফুল বিক্রি হল উত্তরবঙ্গ ফুলমেলায়। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি হর্টিকালচারাল সোসাইটি আয়োজিত উত্তরবঙ্গ ফুলমেলা শেষ হল। মেলার শেষে বিক্রেতাদের মুখে চওড়া হাসি। এবছর মেলায় পাঁচ কোটি টাকার ফুল বিক্রি হয়েছে। এই সাফল্য নিয়ে শিলিগুড়ি হর্টিকালচারাল সোসাইটির সম্পাদক প্রশান্ত সেন বলেন, ‘গত বছর ৩ কোটি টাকার ফুল বিক্রি হয়েছিল, এবার তা বেড়ে পাঁচ কোটি হয়েছে। শিলিগুড়ি যাতে ফুল বাজার করা যায় আমরা সে চেষ্টা করব।’

এদিন মেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে বিভিন্ন বিভাগে সেরাদের পুরস্কৃত করা হয়। ছাদ বাগানে আশি থেকে নব্বই প্রজাতির ফুল চাষ করে উত্তরবঙ্গ ফুলমেলায় সেরার সেরা খেতাব পেয়েছেন শিলিগুড়ির কৌস্তভ বিশ্বাস। বাড়ির সাড়ে তিন হাজার স্কোয়ার ফিটের ছাদে চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ, পিটুনিয়া সহ আরও অনেক রকমের ফুল চাষ করেছেন তিনি। কৌস্তভের হাতে তৈরি চন্দ্রমল্লিকা গাছে ফুটেছে পনেরোশোরও বেশি ফুল। যা এই মেলায় অন্যতম আকর্ষণ ছিল। শুধু ফুলই নয়, কৌস্তভের ছাদ বাগানে ফলেছে ফল-সবজিও।

শিলিগুড়ি হর্টিকালচারাল সোসাইটি আয়োজিত মেলার শেষ দিনে ভিড়। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

সেরার সেরা খেতাব পেয়ে কৌস্তভ বলেন, ‘ফুলমেলায় মোট ছয়টি বিভাগে আমি পুরস্কৃত হয়েছি। ফুল ও ফল মিলিয়ে ৭০ রকমের গাছ আমি মেলায় দিয়েছিলাম প্রদর্শনীর জন্য।’ ফুলমেলায় ছাদ বাগান বিভাগে বিশেষ পুরস্কৃত করা হয়েছে মেয়র গৌতম দেবের ছাদ বাগানও।

শুধু ফুল বিক্রি নয়, কীভাবে গাছের পরিচর্যা করতে হয় তা নিয়েও ফুলমেলায় আগত দর্শনার্থীদের বোঝানো হয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত ছ’দিনের এই মেলায় প্রায় তিন হাজার রকমের ফুল দেখতে পাওয়া গিয়েছে। ফুলের পাশাপাশি মেলায় ফলের গাছ ও ইন্ডোর প্ল্যান্টও পাওয়া গিয়েছে। মেলায় ডুয়ার্স, পাহাড়, সমতলের পাশাপাশি গ্যাংটক থেকে আসা নাসারির স্টলও বসেছিল। পাশাপাশি ফুলপ্রেমীরা নিজেদের চাষ করা ফুলও প্রদর্শন করার সুযোগ পায়।

এদিনের অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য, ডাঃ শঙ্খ সেন, সমাজসেবী রবীন্দ্র জৈন, পুরনিগমের কাউন্সিলার দিলীপ বর্মন, মঞ্জুশ্রী পাল প্রমুখ।

হুজুর সাহেবের মাজারে থিকথিকে ভিড়। মঙ্গলবার। হলদিবাড়িতে। -সংবাদচিত্র

শুরুতেই জমে উঠল হুজুরের মেলা

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার থেকে শুরু হল দু'দিনব্যাপী হলদিবাড়ির ঐতিহ্যবাহী হুজুর সাহেবের ইসালে সওয়াব। এদিন সকালের দিকে মেলা প্রাঙ্গণে বেশি পুণ্যার্থীর সমাগম না হলেও বেলা বাড়তেই থিকথিকে ভিড়ে প্রাঙ্গণে পা রাখার জায়গা ছিল না। যদিও মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায় প্রত্যাশামতো সমাগম হয়নি বলেই মত আয়োজক কমিটির। অন্যদিকে, দিনভর ভিআইপিদের সমাগম ঘটে মেলা প্রাঙ্গণে।

তবে, মেলায় গিয়ে দেখা গেল নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই হুজুরের মাজারে জ্বালানো হল ধূপকাঠি ও মোমবাতি। তার জন্য আগের থেকেই কমিটির তরফে মাজার প্রাঙ্গণে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনা থেকে রক্ষার জন্য সবসময় জলের পাইপ নিয়ে সতর্ক ছিলেন স্বেচ্ছাসেবকরা। এদিকে যত সময় গড়াচ্ছে ততই বাড়ছে হুজুরের মেলার ভিড়।

আয়োজনকে ঘিরে পুণ্যার্থীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। মাজার চত্বরে গোলাপ ফুল বিক্রি করতে দেখা যায় ব্যবসায়ীদের। চড়া দামে সেই ফুল কিনে মাজারে দেন পুণ্যার্থীরা। এদিকে, মেলার আনন্দ উপভোগ করতে ও আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে মেলাকে কেন্দ্র করে জনসংযোগ তৈরি করতে মেলায় আসতে শুরু করেছেন নেতা-মন্ত্রীরা। এদিন মেলায় আসেন প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়, স্থানীয় বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কমিটির সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ মেলায় অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি আসতে পারেননি।

কড়া নিরাপত্তা

- বিকেলের আগেই চার-পাঁচ লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটেছে
- ইভটিজিং ও পকেটমার থেকে পুণ্যার্থীদের রক্ষা করতে মেলা প্রাঙ্গণে টহল দিচ্ছে সাদা পোশাকের পুলিশ
- স্বাস্থ্য দপ্তর, বিএসএফ ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছে

এদিকে, মেলাকে ঘিরে জোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে কোচবিহার জেলা পুলিশ। ইভটিজিং ও পকেটমার থেকে পুণ্যার্থীদের রক্ষা করতে মেলা প্রাঙ্গণে টহল দিচ্ছে সাদা পোশাকের পুলিশ। স্বাস্থ্য দপ্তর, বিএসএফ ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছে। মেলা প্রাঙ্গণে সর্বদা মোতায়েন রয়েছে দমকলের একটি ইঞ্জিন ও দুটি বাইক। প্রশাসন সূত্রের দাবি, বিকেলের আগেই চার-পাঁচ লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটেছে। রাতে এই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হবে বলে তাদের অনুমান।

হলদিবাড়ি থানা সূত্রে খবর, মেলাকে কেন্দ্র করে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। পকেটমার, ইভটিজিং সহ বিভিন্ন কারণে বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। মেলার পাশাপাশি এদিন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষা শুরু ও শেষের সময় হলদিবাড়ি শহরে পুণ্যার্থীদের যানবাহনকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি।

এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব কমিটির সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান বলেন, 'পির মাওলানা শাহ সুফি সায়দ মহম্মদ এক্রামুল হকের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে বার্ষিক এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়। একে ঘিরে বসে হুজুরের মেলা। ভিড়ে মেলা জমে উঠেছে।'

রেলের যুক্তি ওড়াল আরপিএফ

তদন্ত কমিটির কাছে রিপোর্ট জমা, একাধিক অসংগতির হদিস

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : রেল পুলিশের (আরপিএফ) রিপোর্টে কার্যত নস্যাৎ নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় রেল কর্তৃপক্ষের দাবি। শুধু তাই নয়, মৃতের সংখ্যাতেও রেলের দাবি আমল পেল না আরপিএফের রিপোর্টে। দু'দিন অনেক টালবাহানার পর রেল প্রশাসন ১৮ জনের মৃত্যু স্বীকার করেছিল শেষপর্যন্ত। কিন্তু আরপিএফের রিপোর্টে সেই সংখ্যা ২০ বলে জানা গিয়েছে।

প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তনের ঘোষণার জেরেই যে হুড়োহুড়ির সূত্রপাত এবং তাতে রেল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ও গা-ছাড়া মনোভাব রিপোর্টটি থেকে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। রেল প্রথম থেকেই প্রয়াগরাজগামী ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তনের ঘোষণা মানতে চায়নি। রেল পুলিশের রিপোর্টে এরকম বহু তথ্যগত ফারাক নজরে এসেছে। পদপিষ্টের ঘটনাটি খতিয়ে দেখে ইনস্পেকটর পদমর্যাদার এক আরপিএফ আধিকারিক রিপোর্টটি তৈরি করেছেন।

দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে রেলের তৈরি দুই সদস্যের তদন্ত কমিটির কাছে ওই রিপোর্ট জমা পড়েছে। উত্তর রেলের জনসংযোগ আধিকারিক হিমাংশুশেখর উপাধ্যায় অবশ্য জানিয়েছেন, আরপিএফ ছাড়াও আরও একাধিক দপ্তর থেকে রিপোর্ট আসবে। সমস্ত রিপোর্ট খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট কর্মী ও আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তার ভিত্তিতে চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি করবে তদন্ত কমিটি।

তাঁর দাবি, 'আরপিএফের প্রাথমিক রিপোর্টে মৃত্যুর সংখ্যার উল্লেখ নেই। রেল ইতিমধ্যে ১৮ জনের মৃত্যু জানিয়েছে।' রিপোর্টে রেলের দাবির সঙ্গে একাধিক অসংগতি উঠে এসেছে। আরপিএফের বক্তব্য, ঘটনার দিন রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে নয়াদিল্লি স্টেশনে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, প্রয়াগরাজ স্পেশাল ট্রেনটি ১২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসবে। কিছুক্ষণ বাদে ঘোষণা করা হয় ট্রেনটি ১৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসবে। তখন ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস নামে অন্য একটি ট্রেনের জন্য বহু মানুষ অপেক্ষা করছিলেন।

মহাকুম্ভে যেতে ট্রেনে ওঠার জন্য হুড়োহুড়ি। - ফাইল চিত্র

অথচ তখনও ওই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে মগধ এক্সপ্রেস। যে ট্রেনটি চলে গেলে প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস আসার কথা। পাশের ১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ছিল উত্তর সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস। এমন সময় ১৬ নম্বরে প্রয়াগরাজ স্পেশাল ট্রেনের আসার ঘোষণায় ১২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষারত প্রয়াগরাজ স্পেশালের পাশাপাশি প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেসের যাত্রীদের একাংশ ১৪ থেকে ১৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তাতে ১২-১৩ এবং ১৪-১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ওঠার ফুটব্রিজে ভিড় উপচে পড়ে।

রিপোর্টটি অনুযায়ী ঠিক সেই সময় শয়ে-শয়ে যাত্রী ফুটব্রিজ দিয়ে ১৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে এগোতে থাকেন। আবার ওই ২টি ফুটব্রিজ দিয়ে নেমে মগধ এক্সপ্রেস এবং সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেসের যাত্রীরা ১৪ ও ১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। ছিলেন প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেসের কিছু যাত্রীও। দু'দিক থেকে যাত্রীদের চাপ প্রবল হওয়ায় হুড়োহুড়ি শুরু হয়। ধাক্কাধাক্কিতে কয়েকজন সিঁড়িতে পড়ে যান। তাঁদের মাড়িয়ে চলে যান অন্যরা। যার জেরে মৃত্যু ঘটে। এছাড়া অসংরক্ষিত কোচের টিকিটের অস্বাভাবিক বিক্রি হচ্ছে দেখেও রেল পদক্ষেপ না করায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছিল বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে আরপিএফের রিপোর্টে।

ঘণ্টায় প্রায় দেড় হাজার অসংরক্ষিত টিকিট বিক্রি হয়েছিল বলে রিপোর্টে জানানো হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে গাইডলাইন তৈরির আবেদন জানিয়ে মঙ্গলবারই সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন বিশাল তিওয়ারি।

শেষ হল সেতুর কাজ

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের ৬ নম্বর সেতুর কাজ সম্পন্ন হল। প্রকল্পটির ১৩টি বড় সেতুর মধ্যে ৭টি নির্মিত হল। বাকি ৬টি সেতুর কাজ দ্রুততার সঙ্গে শেষ করা হবে বলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে জানানো হয়েছে। নবনির্মিত ওই সেতুটির দৈর্ঘ্য ৬৯ মিটার। ৪০ মিটার উচ্চতায় থাকা সেতুটির দুটি ওয়েব গার্ডার নিয়ে ওজন ৮১০ মেট্রিক টন। ৪৪.৯৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের প্রকল্পটিতে বড় ১৩টি সেতু ছাড়াও রয়েছে ১৪টি টানেল। ইতিমধ্যে একাধিক টানেলের কাজ শেষ হয়েছে। রেললাইন পাতার কাজ চলছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'পর্যায়ক্রমে সমস্ত কাজ করা হচ্ছে। আশা করছি, দ্রুত প্রকল্পটির সমস্ত কাজ শেষ করা সম্ভব হবে।'

সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের ৬ নম্বর সেতুর কাজ শেষ হল। মঙ্গলবার।

বিচারপতির পর্যবেক্ষণ

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : নিম্ন আদালতে আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় বিচারপ্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করবে না হাইকোর্ট। নিম্ন আদালতে চার্জ গঠনের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট আলাদা করে কোনও নির্দেশ দেবে না। মঙ্গলবার এমনটাই পর্যবেক্ষণ বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চের।

বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, সিবিআইয়ের নথি সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযুক্তদের কোনও বক্তব্য বা পর্যবেক্ষণ থাকলে তা ২৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নিম্ন আদালতে জানাতে পারবেন তাঁরা। নিম্ন আদালতই বিচারপ্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নেবে। হাইকোর্ট বিচারপ্রক্রিয়ার ওপর নজর রাখবে। নিম্ন আদালতে ট্রায়াল শুরু হলে হাইকোর্টের নজরদারির আর প্রয়োজন হবে না বলে মনে করছে আদালত।

ওয়েবসাইট বন্ধ থাকায় প্রশ্ন

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : আরজি করের ঘটনা নিয়ে আন্দোলনরত জুনিয়ার ডাক্তারদের সংগঠন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট'-এর ওয়েবসাইট হঠাৎই বন্ধ হওয়ায় শোরগোল পড়েছে। অভিযোগ উঠেছে, আন্দোলনের নামে যে টাকা তোলা হয়েছিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই এই সাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষও প্রশ্ন তুলেছেন। জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের তরফে পালটা বলা হয়েছে, ওই সাইট তৈরিই হয়নি, তাই বন্ধ হওয়ারও প্রশ্ন নেই।

বাড়িতে চুরির অভিযোগ

কিশনগঞ্জ, ১৮ ফেব্রুয়ারি : তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে গয়না, নগদ নিয়ে চম্পট দিল চোরের দল। সোমবার রাতে কিশনগঞ্জের সদর থানা এলাকার সফা নগরে ঘটনাটি ঘটেছে। মঙ্গলবার বাড়ির মালিক মহম্মদ আব্দুর রউফ সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। আব্দুর জানান, তাঁরা সোমবার এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। রাতে বাড়ি ফেরেননি। অভিযোগ, বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে চোরেরা তালা ভেঙে ঘরে ঢোকে। গয়না, নগদ ও টিভি নিয়ে চম্পট দেয়। এদিন বিষয়টি তাঁদের নজরে আসে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

মরিয়া মমতা

প্রথম পাতার পর

রাজ্যপালের ভাষণের ওপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে মমতা মঙ্গলবার বিধানসভায় বলেন, 'বক্তৃতা একটা আর্ট। বক্তৃতা করা মানে কাউকে আঘাত করা নয়। সাম্প্রদায়িকভাবে ভাগ করে দেওয়া নয়। ওরা সেটাই করে। ওরা ধর্ম বিক্রি করে রাজনীতি করে খেতে চায়।' তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপির পুরোনো অস্ত্র হল মুসলিমদের তোয়াজের অভিযোগ।

সেই সঙ্গে মঙ্গলবার বিধানসভার বাইরে সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দুর তৃণমূল সরকারের মদতে বাংলায় জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্তের অভিযোগে যেন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে। তিনি কার্যত চ্যালেঞ্জ করে বলেন, 'আমার সঙ্গে জঙ্গিদের সম্পর্ক আছে প্রমাণ দিলে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার ছেড়ে দেব। বাংলায় মাফিয়াদের কোনও জায়গা নেই। সন্ত্রাসবাদী, দাঙ্গাকারীদের প্রশ্রয় দিই না।'

বিরোধী দলনেতার এই অভিযোগের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে চিঠিও দেবেন বলে জানান মমতা। তাঁর কথায়, 'বিরোধী দলনেতা এ ধরনের কথা বলতে পারেন কি না, আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইব। এত বছর রাজনীতি করার পর আমাকে শুনতে হবে আমার সঙ্গে জঙ্গিদের যোগাযোগ রয়েছে? এটা ওরা প্রমাণ করুক।'

তোষামোদের রাজনীতির অভিযোগেরও জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাতে উঠে আসে নিজের হিন্দু পরিচয় জাহির করার চেষ্টা। তিনি বলেন, 'আমি নাকি মুসলিম লিগ! আমি সব ধর্মকে সম্মান করি। আমি চেয়েছিলাম, আমার যেন কোনও পদবি না থাকে। কিন্তু সেটা তো আর হয় না।' তারপরেই তাঁর বক্তব্য, 'আমি ব্রাহ্মণ বাড়ির মেয়ে। আমার বাড়িতে শিব মন্দিরের দিকে আমি মাথা রেখে ঘুমোই।'

যদিও পরক্ষণেই যেন বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ, 'আমি এসব বলতে চাইনি। আমাকে বলতে বাধ্য করাচ্ছেন।' দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরি, তারাপীঠ মন্দিরের সংস্কার, দক্ষিণেশ্বর ও কালীঘাটে স্কাইওয়াক সহ রাজ্যের বিভিন্ন মন্দিরের জন্য রাজ্য সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই সব তোমরা করেছো? তোমাদের কাছে হিন্দু ধর্ম শিখব? রামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্ম নিয়ে যা বলে গিয়েছেন, আমি সেটাই মানব।'

দিঘায় জগন্নাথ মন্দির হতে দেবেন না এর আগে মন্তব্য করেছিলেন বিরোধী দলনেতা। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে সেই মন্তব্যকে কার্যত চ্যালেঞ্জ করেন। একইসঙ্গে মুসলিম বিদ্বেষের অভিযোগে বিজেপির উদ্দেশে আরেক চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন তিনি। তাঁর ভাষায়, 'যাদের বিরুদ্ধে এত বাজে কথা বলছেন, তারা আন্দোলনের ডাক দিলে সামলাতে পারবেন তো?' যে মন্তব্যকে সাম্প্রদায়িক উসকানি অভিযোগ করে আদালতে মামলা করার হুমকি দিয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, এতে পার্মানেন্ট ড্যামেজ করে ফেলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

টাকা হাতিয়ে

প্রথম পাতার পর

তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সমস্যা আছে আর যে কোনও সময় তা থেকে টাকা উধাও হয়ে যেতে পারে বলে জার্মানদের ফোন করে জানিয়ে তাঁদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করা হত। আর এই সূত্রেই তাঁদের কাছ থেকে ইউরো হাতানো শুরু হয়। ওই ইউরো ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বদলে তা ভার্চুয়াল অ্যাসেট হিসেবে ব্যবহার করা হত। প্রতারিত হয়েছেন বুঝে জার্মানরা তাঁদের দেশে নির্দিষ্ট দপ্তরে যোগাযোগ করেন। সেখান থেকে সিবিআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। আর এই সূত্রেই সিবিআই 'অপারেশন চক্র-৪' শুরু করে। নানা সূত্রে মেলা তথ্যের ভিত্তিতে রাহুলের পাশাপাশি শুভম শর্মা, রাজীব বুধিরাজা সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা শুরু করা হয়। চলতি মাসের ১৪ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত দিল্লি, কলকাতা ও শিলিগুড়ির ছয়টি জায়গায় অভিযান চালানো হয়। চক্রের মাথা রাহুলের শিলিগুড়ির বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সাতটি মোবাইল ফোন সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কলসেন্টারটিতে অভিযান চালিয়ে ২৪টি হার্ডডিস্ক উদ্ধার করা হয়েছে। সেগুলিতে থাকা সমস্ত তথ্য উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে। এদিকে, সিবিআই যে শিলিগুড়িতে এসে অভিযান চালিয়ে রাহুলকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছে সে বিষয়ে পুলিশের কাছে কোনও খবর নেই। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বললেন, 'এই অভিযানের ব্যাপারে সিবিআই থেকে আমাদের কিছু জানানো হয়নি।' তবে কমিশনারেটের প্রায় নাকের ডগায় বসে এভাবে এতদিন ধরে আন্তর্জাতিক সাইবার অপরাধের ঘটনা চললেও পুলিশ কেন তার বিন্দুমাত্র আঁচ পেল না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

পড়ুয়াদের নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : নেপালের বাসিন্দা এক ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনলজি (কেআইআইটি)-তে। সেখানকার ছাত্রী আবাস থেকে ওই তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের পর প্রথমে নেপালে বাসিন্দাদের কলেজ ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও পরে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। সোমবার

কেআইআইটি-তে ছাত্রীর দেহ উদ্ধার

ছাত্রদের হস্টেল থেকে বের হতে দেওয়া হয়নি। মঙ্গলবারও সেখানে কোনও ক্লাস হয়নি। এই পরিস্থিতিতে সেখানে পড়তে যাওয়া শিলিগুড়ির পড়ুয়াদের অভিভাবকরা দুশ্চিন্তায় রয়েছেন।

শিলিগুড়ির বাসিন্দা রাজু দাস বলছেন, 'ঝড়ের সময়ও একবার হঠাৎ করে ছাত্রাবাস ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ফের যদি এমন নির্দেশ দেওয়া হয়, তাহলে ছেলে সমস্যায় পড়বে।' তাঁর সংযোজন, 'ছেলের হস্টেলে তেমন কোনও সমস্যা নেই। তবে অন্য জায়গায় সমস্যা রয়েছে। ধর্না চলছে।' শিলিগুড়ির বাসিন্দা সংগ্রাম চট্টোপাধ্যায়ের ছেলেও কেআইআইটি-র পড়ুয়া। তিনি বললেন, 'ছেলে বাড়ি থেকে অনেক দূরে রয়েছে। চিন্তা তো হবেই। ওখানে হঠাৎ করে যাওয়াও তো সম্ভব নয়। সোমবার ওদের সারাদিন হস্টেল থেকে বের হতে দেয়নি। তবে সন্ধ্যার দিকে ১ ঘণ্টার জন্য বের হতে দিয়েছিল। এদিন ক্লাস হয়নি।'

অভিভাবকদের মধ্যে একটা দুশ্চিন্তা থাকলেও সকলেরই ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। পাশাপাশি ওখানে অনেক সিনিয়ার ছাত্রছাত্রীও রয়েছেন যাঁরা এ শহরের বাসিন্দা। তাঁরাও জুনিয়ারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। আরেক অভিভাবক অন্বেষা রায়ের কথায়, 'যেটা হয়েছে তা অত্যন্ত খারাপ। সোম ও মঙ্গলবার মেয়ে হস্টেলেই ছিল। ওর সঙ্গে কথাও হয়েছে। এখন কোনও সমস্যা নেই। কলেজ কর্তৃপক্ষ পুরো বিষয়টি দেখছে।'

হোমস্টে নিয়ে তথ্য চায় আদালত

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : বক্সা সংরক্ষিত ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকায় থাকা হোমস্টেগুলি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য চায় হাইকোর্ট। মঙ্গলবার রাজ্যকে এই বিষয়ে যথাযথ তথ্য দিতে বলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। ওই সংরক্ষিত এলাকায় কীভাবে পর্যটন ভিলেজ গড়ে উঠল তা নিয়ে রাজ্যকে কার্যকরী সমাধানে উপনীত হতে বলেছেন বিচারপতি। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসকের তরফে আদালতে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়। নদীর চরে কোনও ক্র্যাশার নেই বলে জানানো হয়েছে রিপোর্টে। তবে এদিনও পরিবেশ আদালতের নির্দেশের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ দেননি বিচারপতি। ফলে আপাতত পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত ওই এলাকার সমস্ত হোটেল, হোমস্টে, রেস্তোরাঁ, রিসর্ট বন্ধই থাকছে।

এদিন বিচারপতি রাজ্যের উদ্দেশে বলেন, ওই এলাকায় কতগুলি হোমস্টে রয়েছে, তা কতটা জায়গা জুড়ে রয়েছে, সেগুলির মালিক কারা সেই সম্পর্কে তথ্য আদালতে জানাতে হবে। সংরক্ষিত এলাকার সুরক্ষা বজায় রাখা রাজ্যের দায়িত্ব। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ীও সংরক্ষিত এলাকা এভাবে রেভেনিউ ভিলেজে রূপান্তরিত করা যায় না। রাজ্যের আইনজীবী জানান, প্রথমত এই সমস্যা সমাধানের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে নেওয়া উচিত। ইতিমধ্যেই মামলার সমস্ত পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর সরেজমিন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এই সংক্রান্ত তথ্য আদালতে পেশ করা যেতে পারে। বিচারপতি জানিয়ে দেন, ওই এলাকা সংরক্ষিত কেন্দ্রের অধীন। এক্ষেত্রে রাজ্যের পদক্ষেপ করা উচিত। এই বিষয়ে কেন্দ্রের বক্তব্যও আদালত জানতে চায়।

ছকে শুভেন্দু

প্রথম পাতার পর

বদলে ভাষণের সিংহভাগজুড়ে তাঁকে হিন্দু হিন্দু করতে হয়েছে।'

২০২৬-এর বিধানসভা ভোট জিততে বাংলায় ধর্মীয় মেরুকরণই এখন পাখির চোখ বিজেপি শিবিরের। পরিকল্পিতভাবেই তাই ধর্মের অ্যাজেন্ডাকে তুলে ধরছেন শুভেন্দুরা। সেই লক্ষ্যেই সরস্বতীপুজোয় বাধাদানের অভিযোগে বিধানসভায় মুলতুবি প্রস্তাব আনতে চেয়েছিলেন তাঁরা। ব্যর্থ হয়ে ধুন্ধুমার বাধিয়েছিলেন। শুভেন্দুর ভাষায়, মুখ্যমন্ত্রীর মঙ্গলবারের ভাষণ অন্যরকম।

অন্য কীসে কীসে? শুভেন্দুর বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী কখনও নিজেকে ব্রাহ্মণ-কন্যা বলে পরিচয় দিয়ে, দিঘায় জগন্নাথ মন্দির নির্মাণের প্রসঙ্গ তুলে নিজেকে বড় হিন্দু বলে দাবি করেছেন, কখনও ভোটব্যাংকের দিকে তাকিয়ে সংখ্যালঘু তোষণ করতে গিয়ে মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলে কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলেন, 'এসব বলে মুখ্যমন্ত্রী আসলে বিজেপির পাতা ফাঁদে পা দিয়েছেন।'

কুম্ভ প্রসঙ্গে যোগী সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে রাজ্যপালের ভাষণের ওপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবে আলোচনার সময় মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন, পুণ্যের জন্য নয়, টাকা কামানোর জন্য কুম্ভমেলার হাইপ তোলা হয়েছে। পালটা শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, '২০২৬-এর ভোটে এর খেসারত দিতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে।' মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রতিবাদে দেশের সমস্ত সাধুসন্ত ও হিন্দুসমাজকে সরব হওয়ার আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করার কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন তিনি। শুভেন্দুর মতে, দিল্লি, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্রের ভোটে হিন্দু ভোটের চূড়ান্ত মেরুকরণে সফল বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রীর আতঙ্ক সে কারণেই। সেজন্য তিনি তুষ্টিকরণের রাজনীতিকে জোরালো করছেন। বিধানসভায় 'যাদের বিরুদ্ধে বলছেন, তারা আন্দোলনে নামলে সামলাতে পারবেন তো' বলে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, এটা সরাসরি হুমকি। তিনি এজন্য কেন্দ্রে নালিশ জানানো ও আদালতে মামলা করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সুযোগ ছাড়ছেন না বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে কুম্ভে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়ে বলেন, 'প্রতি বছর তো আপনি রেড রোডে ইদের নমাজে যান। এখন আবার বড় হিন্দু বলে নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। তাহলে আপনিও না হয় কুম্ভে গিয়ে স্নান করুন। দেখি আপনার কত সাহস। তোষণের রাজনীতি করেন বলেই আপনি কুম্ভকে অপমান করতে পেরেছেন।'

সংস্কারেও বদলায়নি

প্রথম পাতার পর

কিন্তু এখানে যে আবর্জনা জমে রয়েছে তা শুধু ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের নয়, ৩৮ ও ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড থেকেও আবর্জনা ভেসে এসে এখানে জড়ো হয়েছে।' রবীন্দ্রনগর রথখোলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুব্রত কুণ্ডুর কথায়, 'বাজারে বেশ কিছু ডাস্টবিন রাখা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকে সেখানে আবর্জনা ফেলছেন না। তবে এইখানে ফুলেশ্বরী নদী দুই দিক দিয়ে দখল হয়ে গিয়েছে অনেকটা। এই বিষয়টা প্রশাসনের কর্তারা নিশ্চয়ই দেখবেন।'

যদিও জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পরিষদের সদস্য মানিক দে-র বক্তব্য, 'শহরের বাজারগুলির ভিতর বেশ কয়েকটি জায়গায় ডাস্টবিন দেওয়া হচ্ছে। সেখানে জঞ্জাল ভরে গেলে বাজারের কাছে থাকা ট্রেলারে গিয়ে সেই জঞ্জাল ফেলা হবে। এরপর দিনে দুইবার করে পুরনিগমের তরফে গিয়ে সেই জঞ্জাল সেখান থেকে সংগ্রহ করে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা হবে।' মেয়র পারিষদের ক্ষোভ, 'এতসবের পরেও অনেক জায়গায় ব্যবসায়ীরা এসবের তোয়াক্কা করছে না। নদীতে আবর্জনা ফেললে এরপর থেকে আমরা কড়া ব্যবস্থা নেব।'

পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসু বলেন, 'শিলিগুড়ির ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীগুলির যাচ্ছেতাই অবস্থা। কিছু জায়গায় নদীর জল পুরো ফেনা হয়ে গিয়েছে। তাই শুধু নদী পরিষ্কার করা কিংবা ঘাট বাঁধালেই হবে না, মানুষের সচেতনতারও প্রয়োজন। আবার শাসনেরও প্রয়োজন।'

এদিকে সম্প্রতি জঞ্জাল অপসারণ নিয়ে বসিরহাট পুরসভা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন পুরনিগমের সংশ্লিষ্ট বিভাগের তিন কর্মী। দুইদিন প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে এদিন ওই কর্মীরা রামকিংকর হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা সকলকে শোনান। ঠিক হয়েছে, এখন থেকে নির্মল সাথীদের সঙ্গে মাইক্রোফোন, ছোট সাউন্ড বক্স দেওয়া হবে। এই মাইক্রোফোন দিয়ে নির্মল সাথীরা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সাধারণ মানুষকে জঞ্জাল অপসারণ নিয়ে সচেতন করবেন।

পাখির আবাসে প্রথম রাজ্য

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ৫৪৩ রকমের পাখির খোঁজ মিলল রাজ্যে। আর এই তথ্যই তৃতীয়বারের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে এনে দিল প্রথম স্থানের শিরোপা। সম্প্রতি 'গ্রেড ব্যাকইয়ার্ড বার্ড কাউন্ট' (জিবিবিসি) দেশের ৩৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে সমীক্ষা করে এই তথ্য জেনেছে।

১৪ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি দেশজুড়ে ওই তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এবছর সারা দেশে ১০৬৮ ধরনের পাখির সন্ধান মিলেছে। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ১০৩৬। অর্থাৎ এবছর ৩২টি নতুন ধরনের পাখির সন্ধান মিলেছে। যদিও গত বছরের তুলনায় এবছর তথ্য সংগ্রহকারীর সংখ্যা কম ছিল। মাধ্যমিক

পরীক্ষার জন্য অনেকেই এই কাজে যোগ দিতে পারেননি। রাজ্যে যে ৫৪৩ রকমের পাখির দেখা মিলেছে, তার মধ্যে দার্জিলিংয়ে সবচেয়ে বেশি ২৫২ রকমের পাখির দেখা মিলেছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই তথ্য সংগ্রহের কাজ হয়ে থাকে। তার মধ্যে অন্যতম 'চেকলিস্ট'। যেখানে মাত্র একবার দেখা গিয়েছে বা ডাক শোনা গিয়েছে বা পরিচয় মিলেছে এমন পাখির তথ্য আছে। সেই চেকলিস্টে গত বছর ২২২৩টি পাখির দেখা মিলেছিল। এবছর সেই সংখ্যা ছিল ১৯০৯টি। এই বিভাগে মোট ৪৪,৩০০টি পাখি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কেরল থেকে সবথেকে বেশি ৯৮৫৬টি পাখি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই রাজ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে ৫১৩টি পাখি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

গত বছর দার্জিলিং ৩৪২টি পাখি নিয়ে প্রথম স্থানে ছিল। উল্লেখ্য ১৯৯৮ সাল থেকে কর্নেল ল্যাবঅফ অরিন্থলজি অ্যান্ড ন্যাশনাল অওদোবন সোসাইটি এই পাখি গণনা শুরু করে। বার্ড ওয়াচার্স সোসাইটির কর্তা কণাদ বৈদ্য জানান, ২০১৩ সাল থেকে ভারত এতে অংশগ্রহণ করে। গত বছর ভারত থেকে ৫৩০০ জন এই তথ্য সংগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে ৩৪৪ জন ছিলেন এই রাজ্যের।

এক ম্যাচে পরিবারকে পাবেন কোহলিরা

দুবাই, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ছুটি! মরুশহরে পা রাখার পর থেকেই অনুশীলনে ডুবে ছিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। আজ ছিল অনুশীলনে ছুটি। বৃহস্পতিবার থেকে দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অভিযান শুরু করছে টিম ইন্ডিয়া। তার আগে আচমকা পাওয়া এই ছুটি ভারতীয় ক্রিকেটারদের আরও ফুরফুরে ও তাজা করে তুলবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ছুটি কাটানোর মাঝেই আজ টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের জন্য এসেছে সুখবর। জানা গিয়েছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মাঝে অন্তত একটি ম্যাচের জন্য পরিবারকে সঙ্গে পাবেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা। অস্ট্রেলিয়া সফরের ব্যর্থতার পর টিম ইন্ডিয়ার বিদেশ সফরের মেয়াদ অন্তত ৪৫ দিন না হলে পরিবার সঙ্গে রাখা যাবে না, এমন তথ্য

পিতৃবিয়োগ, দেশে ফিরলেন মরকেল

জানা গিয়েছিল। আজ সেই অবস্থান থেকে বিসিসিআই সরে এসেছে বলে খবর। তবে কোন ম্যাচের সময় পরিবার সঙ্গে রাখতে পারবেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। জানা গিয়েছে, সিদ্ধান্তটা ভারতীয় ক্রিকেটারদের উপরই ছেড়ে দিয়েছেন বিসিসিআই কর্তারা। কোন ক্রিকেটার কোন ম্যাচের সময় পরিবারকে সঙ্গে রাখতে চান, তার জন্য বোর্ডের কাছে লিখিত আবেদন করতে হবে বলে খবর। ইতিমধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেটারদের অনেকেই সেই আবেদন করে দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে রাতের দিকে।

কাল করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে শুরু হতে চলেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। পরদিন, বৃহস্পতিবার দুবাইয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অভিযান শুরু করছে টিম ইন্ডিয়া। সেই ম্যাচের আগে গত সন্ধ্যায়

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরুর আগে ফোটোসেশনে রোহিত শর্মা। জার্সিতে রয়েছে আয়োজক পাকিস্তানের নাম।

টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন শেষ হওয়ার পরই বোলিং কোচ মরনি মরকেলকে দেশে ফিরতে হয়েছে আচমকাই। জানা গিয়েছে, তাঁর বাবা প্রয়াত হয়েছেন। ঠিক কবে মরকেল দুবাই ফিরতে পারবেন, এখনও স্পষ্ট নয়। বোলিং কোচের অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবারের প্রথম ম্যাচে মহম্মদ সামিদের জন্য বড় পরীক্ষা। জসপ্রীত বুমরাহর অভাব পূরণের পাশে বল হাতে সামি কেমন পারফর্ম করেন, সেদিকে নজর থাকবে দুনিয়ার। পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভারতীয় স্কোয়াডে মোট পাঁচজন স্পিনারকে রাখা হয়েছে। স্পিনই কি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় দলের মূল শক্তি হতে চলেছে? এমন প্রশ্নের জবাব খোঁজার পালাও চলবে।

সঙ্গে ভারতীয় ব্যাটারদের জন্যও রয়েছে পরীক্ষা। বিশেষ করে অধিনায়ক রোহিত ও প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক কোহলির জন্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মঞ্চে অগ্নিপরীক্ষার। হিটম্যান তবু ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের একটি ম্যাচে শতরান করেছিলেন। কোহলির ব্যাটে দীর্ঘসময় রান নেই। রো-কো জুটির পাশে টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীরের জন্যও অগ্নিপরীক্ষার মঞ্চ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসর। ভারত যদি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে ব্যর্থ হয়, তাহলে রোহিত-বিরাটদের পাশে কোচ গম্ভীরের সিংহাসন ধরেও টানাটানি শুরু হবে। সাফল্যের লক্ষ্যে রোহিত-বিরাটদের গত সন্ধ্যার ভারতীয় দলের অনুশীলনে বাঁহাতি পেসারদের বিরুদ্ধে বিশেষ অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, বাংলাদেশের মুস্তাফিজুর রহমান ও পাকিস্তানের শাহিন শা আফ্রিদিদের জন্য বিশেষ মহড়া সেরেছেন রোহিতরা। চাপে থাকা আবহের মধ্যে টিম ইন্ডিয়ার জন্য একমাত্র সুখবর হল, ঋষভ পন্থের অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠা।

যদিও সেখানেও অশান্তির আঁচ রয়েছে। ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে সুযোগ না পাওয়ার পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভারতীয় দলের প্রথম একাদশেও ঋষভ পন্থের থাকার সম্ভাবনা কম। নিয়মিতভাবে সাজঘরে বসে থাকার বিষয়টি একেবারেই ভালোভালো নিতে পারছেন না ঋষভ। কোচ গম্ভীরের সঙ্গে ঋষভের এই ব্যাপারে মতানৈক্য হয়েছে বলে খবর। যদিও টিম ইন্ডিয়ার তরফে এই ব্যাপারে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি এখনও। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো বড় প্রতিযোগিতার আগে দলের অন্দরের এমন কোন্দল সামনে আসুক, চাইছেন না কেউই। কিন্তু তারপরও থেমে নেই বিতর্কের আঁচ।

বিরাট-বন্দনায় রউফ

> ওই দুইটি ছক্কা নিয়ে কখনও আমার উদ্দেশে উলটোপালটা মন্তব্য, কটাক্ষ করেনি বিরাট। সোশ্যাল মিডিয়ায় যা বেরিয়েছে, সব ভুলভাল খবর। প্রত্যেকেই বিরাটকে তাঁর ব্যাটিংয়ের জন্য প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিল। বিশ্বমানের খেলোয়াড়। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বরাবরই ভালো।
>
> -হ্যারিস রউফ

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযান শুরুর আগে নিজেকে ঝালিয়ে নিচ্ছেন বিরাট কোহলি।

করাচি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ২৩ অক্টোবর ২০২২।

মেলবোর্ন। বিরাট কোহলির অপরাজিত ৮২ রানের ক্লাসিক ইনিংসের সামনে জেতা ম্যাচ হাতছাড়া করেছিল পাকিস্তান। ১৯তম ওভারের শেষ দুই বলে ম্যাচের রং বদলে দেওয়া হ্যারিস রউফকে মারা বিরাট কোহলির জোড়া ছক্কা আজও আলোচিত। মাঝে গঙ্গা-সিন্ধু দিয়ে প্রচুর জল বয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও যে বিরাট-ভূত তাড়া করে পাক পেসার রউফকে।

সামনে আরও একটা বিরাট যুদ্ধ। ২৩ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ের ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে পুরোনো সেই ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার সুযোগ রউফের সামনে। চোট কাটিয়ে দলে ফেরা পাক পেসারও ইতিহাসের চাকাটা ঘোরাতে বদ্ধপরিকর। তবে মহারণের আগে শত্রুতা নয়, বরং বিরাট-বন্দনায় মাতলেন হ্যারিস রউফ। জানালেন, সেদিন জোড়া ছক্কা হাঁকালেও তাঁর সম্পর্কে একটা খারাপ, আক্রমণাত্মক কথা কখনও বলেনি বিরাট।

পুরোনো স্মৃতি উসকে নিয়ে হ্যারিস বলেছেন, 'ওই দুইটি ছক্কা নিয়ে কখনও আমার উদ্দেশে উলটোপালটা মন্তব্য, কটাক্ষ করেনি বিরাট। সোশ্যাল মিডিয়ায় যা বেরিয়েছে, সব ভুলভাল খবর। প্রত্যেকেই বিরাটকে তাঁর ব্যাটিংয়ের জন্য প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিল। বিশ্বমানের খেলোয়াড়। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বরাবরই ভালো।'

রউফের যুক্তি, বিরাটের মতো ব্যাটারকে সামলানো বোলারদের জন্য সবসময় চ্যালেঞ্জ। তাঁর ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে মাত্র। তবে চ্যালেঞ্জটা তিনি পছন্দ করেন, সেটা বলতে ভুললেন না। এবার বিরাটকে জবাব ফিরিয়ে দেওয়ার পালা। রবিবাসরীয় মেগা দ্বৈরথের প্রসঙ্গ টেনে রউফের সংযোজন, 'রবিবার দুবাইয়ে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ। একঝাঁক চ্যালেঞ্জ থাকবে। আমি যে চ্যালেঞ্জ উপভোগ করি। প্রস্তুতও। বিরাট প্রসঙ্গে বলব, ওর বিরুদ্ধে বোলিংয়ের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, অনেক কিছু শেখা যায়।'

সাইড-স্ট্রেনের ধাক্কা কাটিয়ে ম্যাচ ফিট বলেও দাবি করছেন। জানালেন, বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির উদ্বোধনী ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাঠে নামার জন্যও প্রস্তুত। ৩১ বছরের রউফ বলেছেন, 'ট্রেনিং সেশনে পুরো গতিতেই বল করছি। বুধবারের ম্যাচের আগে যা স্বস্তি দিচ্ছে। নিজের ফিটনেস, প্রস্তুতি নিয়ে আমি খুশি। তবে নিউজিল্যান্ড ম্যাচে খেলব কি না, সেটা নির্ভর করবে টিম ম্যানেজমেন্টের ওপর।'

পাকিস্তানের স্পিন আক্রমণ নিয়ে প্রাক্তনদের অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। যদিও রউফের দাবি, খুশদিল শা, সলমন আলি আঘা রয়েছেন, যাঁরা প্রস্তুত স্পিন বিভাগের দায়িত্ব যথাযথভাবে সামলানোর জন্য। একজন স্পিনার নেওয়া হয়েছে বলে যা রটানো হচ্ছে, তা ঠিক নয়। দীর্ঘদিন পর পাকিস্তানের মাটিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আসর বসছে। রউফ আত্মবিশ্বাসী, ট্রফি ধরে রাখতে পারবেন তাঁরা।

এদিকে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড সভাপতি মহসিন নকভি প্রশংসনীয়

ভিআইপি বক্সে বসবেন না নকভি

পদক্ষেপ করেছেন। পিসিবি'র আর্থিক সমস্যার কথা মাথায় রেখে তাঁর জন্য বরাদ্দ ৯৪ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রিমিয়াম টিকিট ছেড়ে দিলেন। জানিয়ে দিলেন, পরিবার, বন্ধুবান্ধবদের জন্য ওই ৩০ আসনের ভিআইপি বক্সের তাঁর প্রয়োজন নেই। ভিআইপি বক্সের টিকিট বিক্রি করে সমর্থকদের সঙ্গে বসেই খেলা দেখবেন। নিজের যে সিদ্ধান্তের কথা আইসিসি এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ক্রিকেট বোর্ডকে জানিয়েও দিয়েছেন।

নিউজিল্যান্ড ম্যাচের জন্য বোলিং অনুশীলনে পাকিস্তানের পেসার হ্যারিস রউফ। মঙ্গলবার।

মনুর কোচ থাকছেন যশপালই

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ভারতের জাতীয় রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন সম্প্রতি যশপাল রানাকে হাই পারফরমেন্সের প্রশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেছে। এরপরই তিনি মনু ভাকেরের কোচের পদে বহাল থাকবেন কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়। যদিও মনু নিজেই জানিয়ে দিলেন, তাঁর কোচ হিসাবেও কাজ চালিয়ে যাবেন যশপাল।

এশিয়ান গেমসে চারবারের সোনাজয়ী শুটার যশপাল রানা। তাঁর প্রশিক্ষণেই প্যারিস অলিম্পিকে জোড়া পদক জিতেছেন মনু। ইতিহাস তৈরি করেছেন। ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের ব্যক্তিগত ও মিক্সড টিম বিভাগে ব্রোঞ্জ জেতেন। তারপর থেকে মনুকে একাধিকবার বলতে শোনা গিয়েছে, কোচ যশপালকে ছাড়া এই সাফল্য সম্ভব ছিল না। এদিন আরও একবার বলেন, 'আমার কাছে যশপাল রানা দুর্দান্ত একজন প্রশিক্ষক। আমি এটুকুই বলতে পারি, উনি অন্য কোথাও কোচিং করালেও আমার কোচ হিসাবেও থাকবেন।'

চাপে মুম্বই

নাগপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি : রনজি ট্রফির খেতাব রক্ষার অভিযানে চাপে পড়ে গেল টুর্নামেন্টের সফলতম দল মুম্বই। বিদর্ভের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে মঙ্গলবার দ্বিতীয়দিনের শেষে মুম্বইয়ের স্কোর ১৮৮/৭। ক্রিজে তনুশ কোটিয়ান (৫)। এর আগে ৩০৮/৫ স্কোর

৫ উইকেট নেওয়ার বল হাতে মুম্বইয়ের শিবম দুবে। মঙ্গলবার।

থেকে শুরু করে এদিন বিদর্ভ প্রথম ইনিংসে ৩৮৩ রানে অল আউট হয়। যশ রাঠোর ৫৪ রান করেন। শিবম দুবে ৪৯ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন রয়স্টন ডায়াস (৪৮/২) ও শামস মুলানি (৬২/২)।

গুজরাটের বিরুদ্ধে অন্য সেমিফাইনালে চালকের আসনে কেরল। দিনের শেষে তাদের স্কোর ৪১৮/৭। মহম্মদ আজহারউদ্দিনের (১৪৯) শতরানের সুবাদে কেরল চারশোর গণ্ডি পেরিয়ে যায়।

অন্য 'পরীক্ষা' আয়োজক পাক বোর্ডের

পাক-কিউয়ি দ্বৈরথে শুরু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

করাচি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : তিন দশকের অপেক্ষা পাকিস্তানের। ক্রিকেট বিশ্বের প্রতীক্ষা সেখানে বছর আটেকের। আগামীকাল করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে যে অপেক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে। পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে ২০১৭ সালের পর প্রত্যাবর্তন হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির। শেষবার ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় পাকিস্তান। তারপর ঠান্ডা ঘরে।

আগামীকাল মেগা ইভেন্টের ঢাকে কাঠি পড়ার হাত ধরে ১৯৯৬ সালের (ওডিআই বিশ্বকাপ) পর পাকিস্তানে বসছে কোনও আইসিসি'র আসর। পিসিবি প্রধান মহসিন নকভির কথায়, এটা শুধু একটা টুর্নামেন্ট বা কয়েকটা ম্যাচ আয়োজন নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আরও অনেক কিছু।

প্রাক্তন পিসিবি চেয়ারম্যান তথা পাক অধিনায়ক রামিজ রাজার মুখে তারই প্রতিধ্বনি। জানিয়েছেন, টুর্নামেন্টের সফল আয়োজনে পাকিস্তান সম্পর্কে বাকি ক্রিকেট বিশ্বের আস্থা অর্জনের সুযোগ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিকে ঘিরে। প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্ক থাকতে হবে সুযোগের সদ্ব্যবহারে।

অতিথি দল, আগত তাদের হাজারো সমর্থকদের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবি পাক প্রশাসনের তরফে। কাল থেকে সেই পরীক্ষা শুরু পিসিবি, পাকিস্তান সরকারেরও। তবে পারদ চড়িয়ে দিতে বাইশ গজে মহম্মদ রিজওয়ান ব্রিগেডের পারফরমেন্স এক্স ফ্যাক্টর। আগামীকাল যে লক্ষ্যে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ মিচেল স্যান্টনারের নেতৃত্বাধীন নিউজিল্যান্ড।

CHAMPIONS TROPHY 2025 • PAKISTAN | **চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আজ**

পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ড

সময় : দুপুর ২.৩০ মিনিট, **স্থান :** করাচি

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিওহটস্টার

> দীর্ঘদিন পর দেশে কোনও আইসিসি টুর্নামেন্ট। গোটা দেশ মুখিয়ে রয়েছে। উত্তেজনা অনুভব করছি আমরাও। ২০১৭ সালের স্মৃতি উঁকি মারছে। ফখরের সঙ্গে জুটি, হাসান আলির দুরন্ত বোলিং চোখের সামনে ভাসছে।
>
> বাবর আজম

ব্ল্যাক ক্যাপসদের অন্যতম ফেভারিট ধরা হচ্ছে। প্রাক প্রস্তুতি হিসেবে গত সপ্তাহে রিজওয়ানদের ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে হারিয়েছে তারা। কিউয়িদের 'অলরাউন্ড' ক্রিকেট প্রতিপক্ষ দলগুলির জন্য নিঃসন্দেহে বড় বাধা। ২৩ তারিখ ভারত ম্যাচের মহারণের প্রাক্কালে যে কিউয়ি হার্ডল সফলভাবে অতিক্রমের চ্যালেঞ্জ পাকিস্তানের সামনে।

ত্রিদেশীয় ফাইনাল হারের মঞ্চ করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামেই পালটা দেওয়ার মেজাজে পাক ব্রিগেড। তবে বাবর আজমের ফর্ম চিন্তায় রাখছে। রিজওয়ান সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেও ব্যাটিং চিন্তার জায়গা। হাল ফেরাতে বাবরের ছন্দে থাকা জরুরি।

গত তিন ম্যাচে ব্যর্থ বাবর ফের ওপেন করবেন। অধিনায়ক রিজওয়ান বলেছেন, 'পরিস্থিতি অনুযায়ী দলের জন্য যা ঠিক, সেটাই করা হবে। সেদিক থেকে বাবর ওপেন করবে। ও নিজেও এই দায়িত্বে খুশি এবং চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক।' অর্থাৎ, ফখর জামানের সঙ্গে শুরুতে বাবর। ২০১৭ সালের ফাইনালে ভারত-বধে ১১৪ করেছিলেন ফখর। বাবর ৪৬ করেন। আগামীকাল জুটি বেঁধে ম্যাট হেনরি-জেকব ডাফি-উইল ও'রৌরকেদের নতুন বল সামলানোর চ্যালেঞ্জ।

নয়া অভিযান শুরুর প্রাক্কালে ভক্তদের আশ্বস্ত করছেন বাবর। কোনও চাপ নেই পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন। পাশাপাশি গত কয়েকটি আইসিসি টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের ধারাবাহিক ব্যর্থতাকেও বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ। ব্যর্থতা ঝেড়ে আপাতত লক্ষ্য মিশন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। অক্সিজেন জোগাচ্ছে ২০১৭ সালের ফাইনালের স্বপ্নপূরণের ম্যাচ। বাবর বলেছেন, 'দীর্ঘদিন পর দেশে কোনও আইসিসি টুর্নামেন্ট। গোটা দেশ মুখিয়ে রয়েছে। উত্তেজনা অনুভব করছি আমরাও। ২০১৭-র স্মৃতি উঁকি মারছে। ফখরের সঙ্গে জুটি, হাসান আলির দুরন্ত বোলিং চোখের সামনে ভাসছে।'

গত সপ্তাহে ত্রিদেশীয় ফাইনালে পাক ব্যাটিংকে প্রায় একার হাতে ধসিয়ে দিয়েছিলেন ও'রৌরকে। অ্যাসিড টেস্টের সেখানেই শেষ নয়। মাঝের ওভারে স্যান্টনার, মাইকেল ব্রেসওয়েলের স্পিন ব্রিগেড। মিডল অর্ডারে যা সামলানোর দায়িত্ব রিজওয়ান, কামরান গুলাম, সাউদ শকিল, সলমান আলি আঘাদের ওপর।

অপরদিকে, শাহিন শা আফ্রিদি, নাসিম শা, আবরার আহমেদদের জন্য কাঁটা ছন্দে থাকা টম ল্যাথাম, ডেভন কনওয়ে, কেন উইলিয়ামসন, ড্যারিল মিচেলরা। ধারাবাহিকতার সমস্যা

নিউজিল্যান্ডের ম্যাচের প্রস্তুতিতে পাকিস্তানের অধিনায়ক মহম্মদ রিজওয়ান। মঙ্গলবার করাচিতে। ছবি : এএফপি

ঝেড়ে আফ্রিদিকে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। তবে চোটের জন্য অভিজ্ঞ হ্যারিস রউফকে পাওয়া নিয়ে সংশয় থাকছে।

কিউয়ি শিবিরেও চোট-আঘাতের ধাক্কা। রাচিন রবীন্দ্রকে (ত্রিদেশীয়তে ফিল্ডিংয়ের সময় বলের আঘাত লাগে মুখে) প্রথম ম্যাচ থেকে পাওয়া যাবে কি না বলা যাচ্ছে না। এর মধ্যে পায়ের চোটে টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গেলেন তারকা পেসার লকি ফার্গুসন। বদলি হিসেবে দীর্ঘকায় পেস-অলরাউন্ডার কাইল জেমিসন ডাক পেয়েছেন।

কোচ গ্যারি স্টিড জানান, লকিকে হারানো দলের জন্য ধাক্কা। তবে জেমিসনকে নিয়েও তাঁরা আশাবাদী। দীর্ঘকায় জেমিসনের পিচ থেকে বাউন্স আদায়ের দক্ষতা কাজে লাগবে। মোদ্দা কথা, হাতের সমস্ত অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপানো। শুরুর দ্বৈরথে পাকিস্তান নাকি নিউজিল্যান্ড, কারা রিংটোন সেট করে নিতে সক্ষম হয়, সেটাই দেখার।

সোমবার অনুশীলনে খোশমেজাজে শ্রেয়স আইয়ার, হার্দিক পান্ডিয়া, রোহিত শর্মা, রবীন্দ্র জাদেজারা।

হর্ষিতকে এক্স ফ্যাক্টর মনে করছেন ধাওয়ান

'বুমরাহকে মিস করবে দল'

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : জসপ্রীত বুমরাহ নেই।

প্রশ্ন বুমরাহের শূন্যতা পূরণ করবে কে? ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে যে প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পালা। পেস ব্রিগেডে মহম্মদ সামি রয়েছেন। আছেন টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম কারিগর অর্শদীপ সিং। যদিও শিখর ধাওয়ান তুরুপের তাস ধরছেন নবাগত হর্ষিত রানাকে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিষেক ওডিআই সিরিজে সাফল্য পেয়েছেন। প্রাক্তন ওপেনারের বিশ্বাস, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সাফল্যের ধারা বজায় থাকবে।

হর্ষিতের ভয়ডরহীন মানসিকতার প্রশংসায় করে শিখর বলেছেন, 'হর্ষিতের অন্তর্ভুক্তি দারুণ ভারতীয় দলের জন্য। ওর ওপর চোখ রাখতেই হচ্ছে। আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ওর জন্য ব্রেকআউট টুর্নামেন্ট হতে চলেছে বলে আমার ধারণা। ওর ভয়ডরহীন মানসিকতা দারুণ লাগে। যে কোনও পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে ভয় পায় না। ইংল্যান্ড সিরিজে আমরা সবাই ওর বোলিং দেখেছি। বেশ ভালো ছন্দে ছিল হর্ষিত। সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে ভারতের তুরুপের তাস হয়ে উঠবে।'

ভারতের ২০১৩ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের অন্যতম কারিগর শিখর অবশ্য মানছেন যথার্থ অর্থে বুমরাহর বিকল্প পাওয়া মুশকিল। অদ্ভুত বোলিং অ্যাকশন, নিখুঁত লাইন লেংথ, চাপের মুখে নার্ভ ধরে রাখা, সবমিলিয়ে বুমরাহ সবার থেকে আলাদা। শিখর বলেছেন, 'জসপ্রীত বুমরাহর অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে বিরাট ধাক্কা। নিশ্চিতভাবে ওকে মিস করবে দল। এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা বোলার। ওর নিখুঁত বোলিংয়ের বিকল্প পাওয়া অসম্ভব।'

ভারতীয় ব্যাটিং নিয়ে কোনওরকম সংশয় নেই। শিখর ধাওয়ানের মতে, ব্যাটিং, বোলিং, তারুণ্য, অভিজ্ঞতা, সব মিলিয়ে দলের ভারসাম্য বেশ ভালো। শুভমান গিলের ধারাবাহিকতা যেমন সম্পদ, তেমনই আশা দেখাচ্ছে রোহিত শর্মা,

> হর্ষিতের অন্তর্ভুক্তি দারুণ ভারতীয় দলের জন্য। ওর ওপর চোখ রাখতেই হচ্ছে। আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ওর জন্য ব্রেকআউট টুর্নামেন্ট হতে চলেছে বলে আমার ধারণা। ওর ভয়ডরহীন মানসিকতা দারুণ লাগে।
>
> শিখর ধাওয়ান

বিরাট কোহলির রানে ফেরা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গত সিরিজের পারফরমেন্সে সেই দক্ষতার প্রতিফলন ঘটেছে। বুধবার শুরু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অন্যতম সেরা দল ভারত। রোহিত শর্মা ব্রিগেডকে থামানো সহজ হবে না।

এসেক্সের হয়ে কাউন্টি খেলবেন শার্দূল

মুম্বই, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ইঙ্গিত দিয়েছিলেন কলকাতায় বসে। হরিয়ানার বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের হয়ে রনজি ম্যাচের মাঝে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে শার্দূল ঠাকুর ইংল্যান্ডে কাউন্টি খেলার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন। আজ তাঁর সেই ইচ্ছাপূরণ হল। আগামী এপ্রিল, মে মাসে এসেক্সের হয়ে কাউন্টি খেলার জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেন তিনি। এসেক্সের সঙ্গে চুক্তির পর আজ শার্দূল বলেছেন, 'এসেক্সের হয়ে কাউন্টি খেলার সুযোগ পেয়ে আমি উত্তেজিত। অতীতে কখনও কাউন্টি খেলিনি। এবার সেই সুযোগ এসেছে আমার কাছে। নিজের ক্রিকেট স্কিলকে আরও ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেলাম।'

> এসেক্সের হয়ে কাউন্টি খেলার সুযোগ পেয়ে আমি উত্তেজিত। অতীতে কখনও কাউন্টি খেলিনি। এবার সেই সুযোগ এসেছে আমার কাছে। নিজের ক্রিকেট স্কিলকে আরও ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেলাম।
>
> শার্দূল ঠাকুর

চোটের কারণে দীর্ঘসময় ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন তিনি। মাঠে ফেরার পর মুম্বইয়ের হয়ে নিয়মিত ঘরোয়া ক্রিকেট খেলছেন। পারফর্মও করছেন। কিন্তু তারপরও আগামী ২২ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা আইপিএলে দল পাননি তিনি। নিলামে অবিক্রিত থাকা শার্দূল তাই জাতীয় দলে ফেরার লক্ষ্যে বিলেতে কাউন্টি ক্রিকেট খেলার সিদ্ধান্ত নিলেন। আগামী জুন-জুলাই মাসে টিম ইন্ডিয়ার ইংল্যান্ড সফর রয়েছে। পাঁচ টেস্টের সিরিজে ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে আশাবাদী শার্দূল। তাই আইপিএল নিলামে অবিক্রিত থাকার পর মুম্বইয়ে বসে না থেকে কাউন্টি খেলার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। ৩৩ বছরের ভারতীয় অলরাউন্ডার শার্দূল এসেক্সের হয়ে কাউন্টি মরশুমের শুরুর প্রায় সব ম্যাচই খেলবেন বলে খবর।

সিনার-কাণ্ডে জকোভিচের তোপে ওয়াডা

দোহা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : এক নম্বর টেনিস তারকা জানিক সিনারের শরীরের নিষিদ্ধ দ্রব্য পাওয়ার জন্য তাঁকে তিন মাসের জন্য নির্বাসিত করেছে বিশ্ব ডোপিং বিরোধী সংস্থা (ওয়াডা)। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তে একেবারেই খুশি নন ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক নোভাক জকোভিচ। এটিপি কাতার ওপেন খেলার ফাঁকে ওয়াডার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মন্তব্য, 'এই মুহূর্তে মহিলা এবং পুরুষ টেনিস প্লেয়ারদের মধ্যে ওয়াডার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সংশয় রয়েছে। সাজঘরে অনেক খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলেছি। পুরো বিষয়টি (সিনারের ডোপিং মামলা) যেভাবে সামলানো হয়েছে তাতে বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই খুশি নয়। এটা টেনিসের জন্য একদমই ভালো বিজ্ঞাপন না।'

জকোভিচ আরও বলেছেন, 'পুরো ঘটনা দেখে এটাই মনে হবে যে শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড় হলে এবং ভালো উকিলের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ওয়াডার যে কোনও সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করা যেতে পারে। বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই মনে করছেন এক্ষেত্রে ন্যায়বিচার হয়নি।'

সিনারের দাবি আঙুলের কেটে যাওয়া ক্ষত সারাতে তাঁর ফিজিও যে স্প্রে ব্যবহার করেন সেখান থেকেই নিষিদ্ধ দ্রব্য ক্লোস্টেবল শরীরে প্রবেশ করে। সেই দাবি মেনেই ওয়াডা মাত্র তিন মাসের নির্বাসনে পাঠিয়েছে সিনারকে।

রুডিগার, আলাবা ফেরায় আরও শক্তিশালী রিয়াল

সিটির সুযোগ এক শতাংশ বলছেন পেপ

ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বিরুদ্ধে নামার জন্য তৈরি হচ্ছেন রিয়াল মাদ্রিদের কিলিয়ান এমবাপে। মঙ্গলবার।

মাদ্রিদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্লে-অফ পর্বের হাই ভোল্টেজ ম্যাচে বুধবার রাতে মুখোমুখি হতে চলেছে রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। প্রথম লেগে এতিহাদ স্টেডিয়ামে ৩-২ গোলে জিতেছিল রিয়াল। অতিরিক্ত সময়ে গোল করে নায়ক হন জুডে বেলিংহাম। তবে লা লিগায় পরের ম্যাচেই ইংরেজ তারকা লাল কার্ড দেখে বিতর্কে জড়ান। সেই ম্যাচে ওসাসুনার বিরুদ্ধে ১-১ ড্রতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় লস ব্লাঙ্কোসদের।

তবে সিটি ম্যাচের আগে স্বস্তিতে রিয়াল শিবির। চোট সারিয়ে স্কোয়াডে ফিরেছেন দুই ডিফেন্ডার অ্যান্টোনিও রুডিগার ও ডেভিড আলাবা। তাই দল নির্বাচন এবার মাথাব্যথার কারণ হতে চলেছে রিয়াল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তির। শেষ তিন ম্যাচে তিনি রাইট ব্যাকে খেলিয়েছেন ফেডেরিকো ভালভের্দেকে। পাশে দুই সেন্টার ব্যাক অরলিয়েন চৌয়ামেনি এবং রাউল আসেন্সিও। সিটি ম্যাচেও এঁরাই ছিলেন ডিফেন্সে। ফলে আন্সেলোত্তি উইনিং কম্বিনেশন অটুট রাখবেন নাকি সুস্থ রুডিগারকে নামাবেন সেটাই দেখার। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেছেন, 'সেন্টার ব্যাকে রুডিগার ও আসেন্সিও নামতে পারে। সেক্ষেত্রে চৌয়ামেনি মাঝমাঠে আসতে পারি। দেখা যাক কী হয়।' অন্যদিকে, রিয়াল অধিনায়ক ভালভের্দের মতে ঘরের মাঠ স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে সমর্থকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। তাঁর কথায়, 'জয়ের লক্ষ্যে ফুটবলার ও সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তবে প্রথম লেগে জয়ের ফলে কিছুটা স্বস্তিতে থাকব আমরা।'

অন্যদিকে, প্রিমিয়ার লিগে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ৪-০ গোলে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে উড়িয়ে দেওয়ার পর পেপ গুয়ার্দিওলা মন্তব্য করেছিলেন, 'বার্নাব্যুতে রিয়ালের বিরুদ্ধে আমাদের সুযোগ ১%।' সিটি কোচের দাবি উড়িয়ে আন্সেলোত্তির উত্তর, 'আমরা কিছুটা এগিয়ে শুরু করব ঠিকই তবে আমার মনে হয় না আমাদের ৯৯% সুযোগ রয়েছে।' বুধবার রাতে রিয়ালের বিপক্ষে ১ গোল করলেই কনিষ্ঠতম হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৫০ গোলের নজির গড়বেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

বরুসিয়া ডর্টমুন্ড বনাম স্পোর্টিং লিসবন
রাত ১১.১৫ মিনিট

রিয়াল মাদ্রিদ বনাম ম্যাঞ্চেস্টার সিটি
প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম ব্রেস্ট
পিএসভি আইন্দহোভেন বনাম জুভেন্তাস
রাত ১.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

মনবীর-আশিসরা কাল থেকে প্রস্তুতিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মনবীর সিংকে নিয়ে খানিকটা স্বস্তি সবুজ-মেরুন শিবিরে।

আগের কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচে চোট পান দলের এই নির্ভরযোগ্য উইং হাফ। তাঁকে দেখা যায়, দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে মাঠ ছাড়ছেন। স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা ছিল। কলকাতায় ফেরার পরই তড়িঘড়ি স্ক্যান করানো হয়। এদিন সই স্ক্যানের রিপোর্ট আসার পরই খানিক স্বস্তি মেলে দলের অন্দরে। অনুশীলন না করলেও এদিন রিহ্যাব করেন মনবীর। সঙ্গে ছিলেন আশিস রাইও। তবে দুজনেই নাকি বুধবারও হালকা দৌড়বেন। তারপর বৃহস্পতিবার থেকে দলের সঙ্গে অনুশীলন শুরু করে দেবেন। তবে কোচ শেষপর্যন্ত এই দুজনকে ব্যবহার করবেন কিনা সেটা এখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। এদিনও অনুশীলনে আসেননি সাহাল আব্দুল সামাদ। তাঁর ওডিশা এফসি'র বিপক্ষে খেলার কোনও সম্ভাবনাই নেই। বাকি সকলেই খেলার জন্য তৈরি বলে সূত্রের খবর। এদিন গোটা দলের সঙ্গে পুরো সময় অনুশীলন করেন অনিরুদ্ধ থাপা। যদিও কোচিতে যাঁরা খেলেছেন তাঁরা বেশিরভাগ সময়টা রিকভারিতেই কাটালেন। বাকিদের নিয়ে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা সিচুয়েশন অনুশীলন করান।

এদিকে, এক ম্যাচ বেশি খেলে ১০ পয়েন্টে এগিয়ে থাকার পরও চ্যাম্পিয়নশীপ শব্দটাতেই আপত্তি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবিরে। কোচ-ফুটবলাররা তো বটেই, এমনকি সাপোর্ট স্টাফ বা কর্তারাও এই বিষয়ে কথা বলতে গেলে রে রে করে আসছেন। সকলেরই বক্তব্য, 'যাঁরা মনে করছেন আমরা হাসতে হাসতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাব, তাঁরা বোকামি করছেন। ওডিশা ওইদিন একটা শেষ চেষ্টা করবে সুপার সিক্সে যাওয়ার। তাই ম্যাচটা মোটেই সহজ হবে না। আর সেদিন না হলে পরের ম্যাচটাই মুম্বই সিটি এফসি'র বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যাচ। ফলে এখনও সবকিছু অনেকদূর।' তাঁরা এমনকি গত মরশুমের উদাহরণও দিচ্ছেন। যেখানে মুম্বইয়ের দরকার ছিল একটা ড্র, সেখানে মোহনবাগান ঘরের মাঠে জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যায়। তাই এখনই চ্যাম্পিয়নশিপের ভাবনা ফুটবলারদের মাথাতেই আনতে দিতে নারাজ মোলিনা। দলের সঙ্গে থাকা এক কর্মীর বক্তব্য, 'ফুটবলারদের মধ্যে আত্মতুষ্টি এসে গেলে বিপদ হতে পারে বলেই কোচ কড়া শাসনে রাখতে চাইছেন। কোনওরকম চ্যাম্পিয়নশিপের কথাই এখন আলোচনা করা মানা দলের অন্দরে।'

প্রথম দিন থেকে তিনি যে রকম লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছেন ফুটবলারদের সামনে, সেই ধারাই বজায় রাখতে চান এই শেষ পর্যায়ে এসেও। আপাতত গোটা দলের তাই একমাত্র লক্ষ্য, ঘরের মাঠে ওডিশার বিরুদ্ধে তিন পয়েন্ট তুলে নেওয়া। তারপরের জন্য তুলে রাখা হয়েছে যাবতীয় আনন্দ-উচ্ছ্বাস।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলনে ঢুকছেন লিস্টন কোলাসো।

খেলাই আলাপের সূত্র নীরজ-হিমানীর

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ১৬ জানুয়ারি চার হাত এক হয়েছে গোপনেই। তার আগে না কোনও ছবি, না কখনও ক্যামেরার সামনে ধরা দিয়েছেন নীরজ চোপড়া ও হিমানী। প্রায় এক মাস পর হিমানীর সঙ্গে আলাপ থেকে বিয়ে-সবকিছু নিয়েই কথা বলেছেন অলিম্পিকে নীরজ। জানান, হিমানীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও খেলাকে সামনে রেখেই। বলেছেন, 'আমাদের দুই পরিবারই খেলার সঙ্গে যুক্ত। সেই সূত্রেই আলাপ। ওর বাবা, মা কাবাডি খেলতেন। ওর দাদারা বক্সার, কুস্তিগির। হিমানী নিজেও টেনিস খেলত। প্রথম দিকে আমাদের কথাও হত খেলা নিয়েই। ধীরে ধীরে বুঝতে পারি আমরা একে অপরকে ভালোবেসে ফেলেছি।'

ভেটেরান্স অ্যাথলেটিক্স মিট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি ভেটেরান্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাথলেটিক্স মিট ২৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। ভেটেরান্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সচিব স্বপনকুমার দে জানিয়েছেন, বাণীমন্দির স্কুল মাঠে অনুষ্ঠেয় আসরে একশোর বেশি অ্যাথলিট অংশ নেবেন।

২২১ দিন পর ডার্বি জয় ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : সাত মাসেরও বেশি। অঙ্কের হিসাবে ২২১ দিন পর কোনও প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে হারাল ইস্টবেঙ্গল।

সবুজ-মেরুনের কাছে লাগাতার হারে বড় ম্যাচে জয়ের স্বাদটাই যেন ভুলতে বসেছিল লাল-হলুদ। তাই বোধহয় মঙ্গলবার ডেভেলপমেন্ট লিগে ডার্বি জয়ের পর লাল-হলুদের উচ্ছ্বাসটা একটু বেশিই ছিল। শেষ বাঁশি বাজতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন বিনো জর্জ। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল লাল-হলুদ জনতা। ইস্টবেঙ্গল ২-১ গোলে হারাল মোহনবাগানকে। এদিন অবশ্য ম্যাচ শুরুর মিনিট দশেকের মধ্যেই পেনাল্টি পায় সবুজ-মেরুন। যদিও সেরটো কমের দুর্বল শট সহজেই রুখে দেন লাল-হলুদ গোলরক্ষক গৌরব সাউ। ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে যায় ৩৪ মিনিটে। বাগান রক্ষণের জাল ছিঁড়ে বল জালে জড়ান আরমোল এমকে।

এদিকে, দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ফের সুযোগ পায় দেগি কার্ডোজোর মোহনবাগান। তবে পাসাং দোরজি তামাংয়ের সেন্টার ফাঁকায় পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হল সেরটো। তাঁর শট বার উঁচিয়ে বেরিয়ে যায়। ৭১ মিনিট নাগাদ বক্সের সামনে টংসিন সিংয়ের থেকে বল কার্যত ছিনিয়ে নেন অনন্থু। সেই বল পেয়ে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ব্যবধান বাড়ান শ্যামল বেসরা। ৭৬ মিনিটে মোহনবাগানের হয়ে পাসাং একটি গোল শোধ করেন। ম্যাচ যত শেষদিকে এগোল সবুজ-মেরুন চাপ বাড়াল। যদিও গোল হল না।

ডার্বি জিতে উল্লাস ইস্টবেঙ্গলের।

এখন বাকি সব ম্যাচ জিততে চান মহেশরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : এখনও প্লে-অফে যাওয়ার যে ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে, নিজেরা বাকি ম্যাচগুলো জিতে সেটাই শেষপর্যন্ত জিইয়ে রাখতে চান নাওরেম মহেশ সিং-প্রভসুখান সিং গিলরা।

লাল-হলুদ শিবিরে স্বস্তি জিকসন সিংয়ের অনুশীলনে নামা। চোট সারিয়ে তিনি এদিন থেকেই মাঠে নামেন। আগামী ২২ তারিখ পাঞ্জাব এফসি-র বিপক্ষে তাঁকে মাঠে নামানোর চেষ্টা যে অস্কার ব্রুজোঁ করবেন, সেটা স্পষ্ট। তবে রিচার্ড সেলিস এদিনও অনুশীলনে ছিলেন না। তাঁর কী অবস্থা, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে এত সবকিছুর মধ্যে মহেশ ফর্মে ফেরায় খুশি সতীর্থ থেকে সমর্থক সকলেই। হঠাৎই ফর্ম হারান এই মণিপুরি। গোল পাওয়া বা অ্যাসিস্ট করা, কোনওটাই পারছিলেন না। তিনি নিজেই জানান এর কারণ, 'এখন আমাকে দলের প্রয়োজনে বেশিরভাগ সময়েই মাঝমাঠে খেলতে হয়। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে খানিকক্ষণ উইংয়ে খেললাম বলেই গোলটা পেলাম।' খুব সামান্য হলেও শেষ ছয়ে যাওয়ার যে সম্ভাবনা তাঁদের আছে, সেটাকে কাজে লাগাতে চান মহেশ। তাঁর বক্তব্য, 'প্লে-অফে যাওয়ার সম্ভাবনা এখনও আমাদের আছে। তবে পুরোটাই তো হাতে নেই। কিন্তু নিজেদের কাজটা আমরা করব। বাকি সব ম্যাচে নিজেদের সেরাটা দিয়ে জেতার চেষ্টা করব। তবে শুরুর দিকে থাকা দলগুলি পয়েন্ট না খোয়ালে আমাদের পক্ষে পরিস্থিতি আরও কঠিন হবে। তবু শেষ চেষ্টা একটা করতেই হবে।' দলের এক নম্বর গোলরক্ষক গিলও বলেছেন, 'মহমেডান ম্যাচের জয়টা আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখন সব ম্যাচ আমাদের কাছে ফাইনালের মতো।'

তাঁরা যাই বলুন না কেন, মহেশ-গিলরা নিজেরাও জানেন, প্লে-অফে তাঁদের যাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেইয়ের সমান। তাই এই ম্যাচগুলি ভালো খেলে আসন্ন এএফসির প্রস্তুতি সেরে নিতে চাইছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ-ফুটবলাররা।

বার্সেলোনাকে জেতানোর পর রবার্ট লেওয়ানডস্কি।

শীর্ষে বার্সেলোনা

বার্সেলোনা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : বার্সেলোনার সামনে সুযোগটা এনে দিয়েছিল মাদ্রিদের দুই দল। অঙ্কটা এরকমই ছিল যে, রায়ো ভায়োকানোকে হারাতে পারলেই লা লিগা পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান দখল করবে কাতালান জায়েন্টরা। ভারতীয় সময় সোমবার রাতে ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষকে ১-০ গোলে হারিয়ে সেই কাজটা সেরে ফেলল হ্যান্সি ফ্লিকের দল।

ম্যাচে শুরুর দিকে অবশ্য ভায়োকানোর ফুটবলাররা বেশ চাপেই রেখেছিল বার্সাকে। কাতালান ক্লাবটি গোলের দেখা পায় ২৮ মিনিটে। নিজেদের বক্সে ইনিগো মার্টিনেজকে ফাউল করেন ভায়োকানোর এক ফুটবলার। ভিএআর দেখে পেনাল্টি দেন রেফারি। স্পটকিক থেকে শট লক্ষ্যে রাখতে ভুল করেননি রবার্ট লেওয়ানডস্কি। দ্বিতীয়ার্ধে বার্সেলোনা বেশ কিছু সুযোগ পেলেও আর গোল হয়নি।

এই নিয়ে টানা ১২ ম্যাচে অপরাজিত রইল বার্সেলোনা। এর আগে পর্যন্ত ৫১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। দুইয়ে থাকা অ্যাটলেটিকোর সংগ্রহ ৫০ পয়েন্ট। ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে ম্যাচের আগে তিন নম্বরে ছিল বার্সেলোনা। এদিন জেতায় পয়েন্ট সমান হলেও গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকার সুবাদে রিয়ালকে টপকে গেল বার্সেলোনা।

পদত্যাগ করিনি : মেরি কম

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী বক্সার এমসি মেরি কম জানালেন তিনি ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার অ্যাথলিটদের কমিশনের চেয়ারপার্সনের পদ থেকে ইস্তফা দেননি। অভিযোগ তাঁর বক্তব্যের 'ভুল ব্যাখ্যা' হয়েছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'আমি ইস্তফা দিইনি। সম্পূর্ণ মেয়াদকাল শেষ করব।'

ঘটনার সূত্রপাত গত সপ্তাহে। জাতীয় গেমসের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে উত্তরাখণ্ডের হলদওয়ানিতে এসেছিলেন মণিপুরের তারকা। তাঁর জন্য বরাদ্দ হোটেলের অব্যবস্থা নিয়ে অখুশি ছিলেন তিনি। মেরির কথায়, 'কমিশনের অন্য সদস্যদের বলেছিলাম যে ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতিতে পড়লে ইস্তফা দিতে বাধ্য হব। ইস্তফা দিয়েছি এমনটা বলিনি। অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার সমস্ত অধিকার আমার রয়েছে। তার মানে এটা নয় যে আমি ইস্তফা দিয়েছি।'

একই সঙ্গে কমিশনের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে যেভাবে মেসেজ ফাঁস হয়েছে তা নিয়েও নিজের বিরক্তি প্রকাশ করেছেন মেরি। তাঁর কথায়, 'ক্রীড়ামন্ত্রক এবং অলিম্পিক সংস্থাকে অনুরোধ জানাব যে বা যাঁরা মেসেজ ফাঁস করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে। যখনই কোনও বিষয়ে প্রতিবাদ করি তখনই লোকে ভুল বোঝে। কিন্তু সতীর্থ অ্যাথলিটদের সঙ্গে এমন হয় না।'

শিলিগুড়ি দল

শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়েদের ক্রিকেটের জন্য শিলিগুড়ি দল গঠিত হয়েছে। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা ঘোষিত দলে রয়েছে রাখি রায়, সানভি মিত্র, সুস্মিতা বর্মন, জানকা ভাগ্যশ্রী, অর্চনা কুমারি মাহাতো, অদ্বিতীয়া সেন, অদ্রিজা ঘোষ, কোয়েশি জোয়ারদার, শ্রীজিতা হালদার, কস্তুরী মিত্র, কাব্যা, নম্রতা দত্ত, আরোহী চক্রবর্তী, নন্দিনী কুমারি মাহাতো ও প্রীতি কুমারি মাহাতো। কোচ ও ম্যানেজার যথাক্রমে তপন ভাওয়াল ও সৌম্যদীপ রায়। প্রতিযোগিতাটি ২০-২৬ ফেব্রুয়ারি বসুন্ধরা মাঠে হবে।

জিতলেন অমল-সুবোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি কিশোর সংঘের ভূপেন দে, ছায়ারানি দে, সুখেন্দু গুহ ও প্রবীর বসু ট্রফি ওপেন অকশন ব্রিজে মঙ্গলবার দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা হয়েছে। তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন অমল বসাক-সুবোধ অধিকারী, রামকৃষ্ণ রায়-বাবুল পালচৌধুরী, বিপ্লব মজুমদার-বি পোদ্দার, তাপস কর-চম্পক দাস, দুলাল বসু-পি ভৌমিক, স্বপন মজুমদার-দীপক বর্মন, সুভাষ সাহা-শ্যামল দাস, মানিক সরকার-সঞ্জয় দাস, পরিমল মিত্র-রবি আচার্য, কালীদাস সরকার-বিজয় রায় ও অনলকান্তি সরকার-পার্থ দাসগুপ্ত।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজ।

চ্যাম্পিয়ন আনন্দ চন্দ্র কলেজ
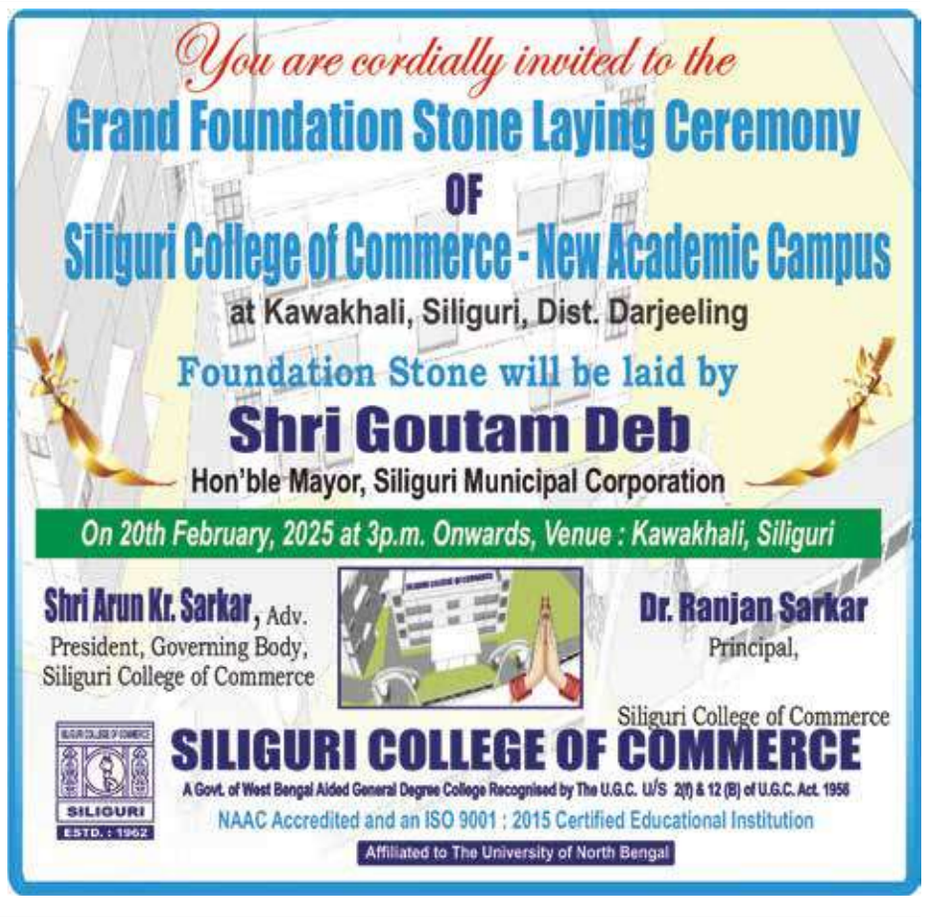
নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের পরিচালনায় ও ধূপগুড়ির সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় আন্তঃকলেজ পুরুষদের ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজ। সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের মাঠে মঙ্গলবার ফাইনালে তারা ৩-০ সেটে শিলিগুড়ি কলেজকে হারিয়েছে। প্রথম সেমিফাইনালে এসি কলেজ ২-১ সেটে সুকান্তর বিরুদ্ধে জয় পায়। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ফালাকাটা কলেজের বিরুদ্ধে জয় পায় শিলিগুড়ি। প্রতিযোগিতার সেরা আনন্দ চন্দ্র কলেজের আক্রাম আলি। প্রতিযোগিতায় ২৮টি দল অংশ নিয়েছিল।